যোগেশ

কাব্য।

শ্রীঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত।

প্রলোভন শতেনাপি সাধ্বীনাম সাধুশীলতা।
ন চলত্যতি চণ্ডেন বাতেন হিমবানিব॥"

শ্রীনগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৮৪ নং রাধাবাজার কলিকাতা প্রেসে,
মুকর্জ্জি কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৭ সাল।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৬	আজনিত	অজানিত
৩৭	সষ্টাঙ্গে	সাষ্টাঙ্গে
৪৪	এক্কপাকর	হেন কৃপাকর
৫২	অলিঙ্গিয়া	আলিঙ্গিয়া
৫৩	কহিল আবার মন্দা	নর্ম্মদা কহিলা পুনঃ
৫৭	আছে দিবার	কি আছে দিবার
৭২	সেই প্রেম উপজিত	যেই প্রেম উপজিত।
৮০	বসিয়াছিলাম	বাসিয়াছিলাম
৮১	অবার	আবার
৮৩	ভবিলা	ভাবিলা
১৪২	যোগেশেয়	যোগেশের

উৎসর্গ পত্র।
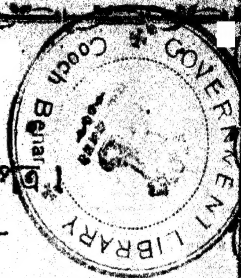
সহোদরপ্রতিম

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্নেহাস্পদেষু।

জ্যোতি!

সংসারে সকল কার্য্যের পুরস্কার আছে, কিন্তু নিঃস্বার্থ ভালবাসার পুরস্কার নাই, অথবা থাকিলেও আমি তাহা জানিনা। আমি চিরদিনই কল্পনার উপাসক—আমার চিরবিশ্বাস—নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রতিদান শুধু কৃতজ্ঞতা নহে,—উহা অপার্থিব—অপরিমেয়—অদেয়—ও অনন্ত। সুতরাং তোমাকে আজ যোগেশ উৎসর্গ করিয়াও তৃপ্তি হইল না।

যোগেশ সম্বন্ধে দুই চারটী কথা তোমায় বলিয়া দিই। যোগেশ কাল্পনিক উপন্যাস নহে; যোগেশ অধিকাংশই যোগেশের জীবনের প্রকৃত ইতিহাস। যোগেশ আমার আজীবন সুহৃদ—আমার সংসারে সান্ত্বনা—আমার অন্তরের অন্তর—আমার কাব্যে সহায় ছিলেন। যোগেশ আজ পরলোকে—কিন্তু তাঁহার ছায়া আমার অন্তরে অক্ষয় রেখায় অঙ্কিত রহিয়াছে এবং চিরদিনই এইভাবে

থাকিবে। যোগেশের ইতিহাস পড়িয়া অন্যে যাহাই বলুন, আমি কখন তাঁহার পবিত্র নামে দোষারোপ করিতে পারিব না। ব্যক্তিমাত্রেরই ভ্রান্তি আছে, যোগেশের জীবনেও সেই ভ্রান্তি ঘটিয়াছিল। কিন্তু যোগেশের সেই ভ্রান্তি—সেই অদূরদর্শিতা ও অবিমৃশ্যকারিতা সত্ত্বেও তাঁহার জীবনে এমন কয়েকটী প্রধান ধর্ম্ম ছিল, যাহা এ সংসারে অতি অল্প লোকেরই দেখিতে পাই—সেই জন্যই বলি যে যোগেশ ঘৃণার পাত্র নহে। আক্ষেপ রহিল, যে যোগেশের জীবনের সকল ধর্ম্মগুলি চিত্রিত করিবার স্থান ও সুবিধা হইল না। নিঃস্বার্থ প্রেম অথবা প্রকৃত ভালবাসা যোগেশের একটী প্রবল ধর্ম্ম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি তাঁহার অপার্থিব প্রেমধর্ম্ম অযথা পাত্রে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। তিনি মুগ্ধা পতিপ্রাণা নর্ম্মদার গভীর প্রেম বুঝিতে পারেন নাই, তিনি তাহার হৃদয়ের পূর্ণ-বিকাশ দেখিতে চেষ্টা করেন নাই—সেই জন্যই তাঁহার এই ভ্রান্তি ঘটিয়াছিল। যোগেশের এই ভালবাসা যদি নর্ম্মদার প্রতি হইত, তাহা হইলে আমি আজ আনন্দে অধীর হইয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিতাম যে যোগেশ আমার কেবলমাত্র সুহৃদ ছিলেন না, তিনি আমার ইহ জীবনের উপাস্য দেবতা। আজ কিন্তু আমার সে আক্ষেপ করিবার সময় নহে, যোগেশের দুরদৃষ্ট স্মরণ করিয়া আজ আমার কাঁদিবার দিন। যে যোগেশ মানব জীবনের আদর্শস্থল হইবার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন,

যে যোগেশ শিক্ষা, দীক্ষা ও জ্ঞানে পণ্ডিতাগ্রগণ্য হইবেন আশা করিয়াছিলাম—সেই যোগেশ শুধু একটীমাত্র ভ্রান্তিতে পতিত হইয়া, ধন, মান, যশ, আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাভিলাষ হারাইয়া, সমাজের চক্ষে ঘৃণিত হইয়া—ঈশ্বরের চক্ষে ততোধিক উপেক্ষিত, হইয়া সামান্য পথিকের মত, নবীন বয়সে—ভগ্ন হৃদয়ে—সাশ্রু নয়নে জীবন হারাইলেন একথা স্মরণ করিলে আমার এক অভাবনীয় মন্ত্রণা উপস্থিত হয়। কিন্তু যোগেশ যাহাই হউন তিনি সহানুভূতির পাত্র। সমাজ তাঁহার দুঃখে সানুভূতি করিবে কি না সন্দেহ স্থল, কিন্তু আমি চিরদিনই তাঁহার দুঃখে হৃদয় ঢালিয়া দিয়া, তাঁহার বিষাদে অশ্রু মিশাইয়া অন্তরের অন্তরে তাঁহার স্মৃতি জাগরূক রাখিব। জ্যোতি! আমার সেই হতভাগ্য যোগেশের জীবনী আজ তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। তুমি যদি যোগেশের উদ্দেশে তোমার সরল হৃদয়ের বিন্দুমাত্র করুণা প্রদান করিতে পার তাহা হইলে আমি বড় সুখী হইব। আর মন্দাকিনী—মন্দাকিনী পাষাণী হইলেও দেবী। মন্দাকিনী আমার যোগেশের অকাল মৃত্যুর কারণ হইলেও, তিনি আমাদের চক্ষে রমণী হৃদয়ের যে উজ্জ্বল চিত্র প্রকটিত করিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব ও অতুল্য। যোগেশের দুঃখে সহানুভূতি করিতে গিয়া তুমি মন্দাকিনীর ভুবনমোহন ও বিস্ময়কর নীতি ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হইবে তাহা আমার অভিপ্রেত নহে। মন্দাকিনী সতীত্বের জীবন্ত প্রতিমা বলিয়া

ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে অন্তরে অর্চ্চনা করিও তাহাতে আমি সুখী বই দুঃখিত হইব না।

আর এক কথা, যোগেশের স্থানে স্থানে যে সকল অভাব বা অপূর্ণতা দেখিবে তাহা আমার অপটু লেখনীর কলঙ্ক বলিয়া জানিও, কিন্তু যোগেশের কোন স্থানে যদি বিশেষ কোন গুণ দেখিয়া প্রশংসাবাদে প্রস্তুত হও, তবে বলিয়া রাখি যে আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ উপদেষ্টা হিন্দুস্কুলের সহকারি প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু হরলাল রায় সে যশের অধিকারি। যোগেশ লেখা হইলে তিনি ইহার আদ্যোপান্ত বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নের সহিত দেখিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আমি চিরদিন অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ আছি।

যোগেশ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিলাম, জানিনা তোমার কিরূপ লাগিবে, কিন্তু তুমি আমার "চিত্তমুকুর" ও "বাসন্তী" যেরূপ আদরের সহিত পাঠ করিয়াছিলে, তাহাতে ভরসা করিতে পারি যে যোগেশ অতি অকিঞ্চিৎকর উপহার হইলেও তুমি ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিবে।

তোমার স্নেহের

ঈশান।

পদ্মপুকুর, খিদিরপুর।

২৫এ ফাল্গুণ ১২৮৭ সাল।

যোগেশ।

প্রথম সর্গ।

গিরি শিখরে।

ভাঙ্গিল স্বপন—ধীরে মস্তক তুলিয়া
যোগেশ চাহিলা শূন্যে ;—নীল নভস্তলে
ভাসিতেছে মহাশূন্য কৌমুদী কিরণে।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ কঠোর বচনে
কহিলা যোগেশ—"নিদ্রে ! ফিরিয়া দাঁড়াও
দেখাইলে স্বপ্নে যাহা, জাগ্রত নয়নে
দেখাও বারেক" ; শূন্য উঠিল কাঁপিয়া
শুষ্ক অধরের সেই বিশুষ্ক ভাষায়।
স্থিরশূন্য—স্থিরচন্দ্র—স্থিরগিরিদেহ
হইল গম্ভীরতর,—তরল চন্দ্রিকা
হৈল গাঢ়তর যেন সে তীব্র বচনে।
পড়িল একটী ছায়া শ্বেত শূন্য পটে ;
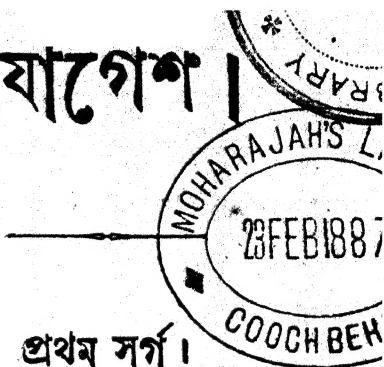
নিদ্রার মূরতি—ভয়ে শঙ্কিত যেন বা।
অদ্ভুত বচন শূন্যে ঝরিল মৃদুলে—
"নাহি ডরে নিদ্রা তুচ্ছ নশ্বর জীবেরে,
অনন্ত এ বসুমতী ক্রীড়াস্থলী তার,
মানব পুতলি তায়;—কিন্তু তুমি নর,
নাহি জানি কি তেজস্বী! ভীত আমি সদ
পরশিতে নেত্রে তব,—বিশাল বিস্তৃত
নয়নে তোমার ওই, ঘোর বহ্নি শিখা
সদা প্রজ্জ্বলিত যেন,—বহুকাল ধরি
ভ্রমি আমি নিত্য এই পর্ব্বত প্রদেশে,
কি দিবা কি রাত্রি কিন্তু, কভু না হেরিনু
তীব্র শিখা শূন্য ওই নয়ন তোমার।
ভ্রমিতেছিলাম আজ অদূর কান্তারে,
পশুরাজ কেশরীর নয়ন যুগলে
ঢালিতেছিলাম মোহ,—কখন বা ছলে
শার্দ্দুল নয়নে বুলাইতেছিনু কর,
কুলায় পশিয়া ধীরে ফুৎকারিয়া মোহ
সনাথ বিহঙ্গী চক্ষে—ছিলাম কৌতুকে।
তরঙ্গ—তাড়িত ওই সাগর-হৃদয়ে
বিস্তারিয়া কলেবর ছিলাম ভাসিতে—
দেখিনু তোমায় এই পর্ব্বত শিখরে
পাষাণ শয়নে পাতি পাষাণ হৃদয়

চিন্তায় নিমগ্ন ঘোর,—নয়ন নিষ্প্রভ,
বদনে মাখান ঘোর বিষাদ কালিমা।
কৌশলে পশিয়া তব নয়ন যুগলে
কুহকী দর্পণ মম স্থাপিনু তোমার
পল্লব আবৃত যুগ্ম মণির উপরে,
আপন জীবন তব দেখিলে দর্পণে।
জাগ্রত নয়নে তাহা নহে দর্শনীয়,
কিন্তু আজ্ঞাধীন আমি মানব তোমার।”
তর্জ্জনী সাগর পানে হেলাইলা ছায়া ;
যোগেশ বিস্ময় নেত্রে দেখিলা সাগরে
শ্বেত গিরিরাশি মত ভীষণ তরঙ্গ
ছুটেছে উন্মত্ত ভাবে—মৃত্তিকা ত্যজিয়া
ক্রোধে জলরাশি য়েন হইছে উত্থিত
ধরিতে সম্মুখে ঊর্ম্মি,—সে ঊর্ম্মি আবার
ছুটিতেছে বেগে যেন নিরখি পশ্চাতে ;
সিন্ধুবক্ষঃ আলোড়িত ভীষণ আহবে।
একটী রমণী মূর্ত্তি তরঙ্গ ভেদিয়া
স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া,—চরণ বেড়িয়া
ভীষণ ভুজঙ্গকুল আস্ফালিয়া ফণা
গর্জ্জিছে ভীষণ নাদে—দেখিলা যোগেশ
অদূরে তরঙ্গ অঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া,
একটী যুবক কষ্টে করে সন্তরণ ;

কখন নিমগ্ন, কভু ঊর্ম্মির শিখরে,
এই দৃশ্যমান—পুনঃ অতল গরভে।
প্রশস্ত ললাটে আর বিশাল হৃদয়ে
ঊর্ম্মির উপরে ঊর্ম্মি পড়িছে আছাড়ি।
অতি কষ্টে যেই শির করে উত্তোলন,
অমনি ভীষণ ঊর্ম্মি পশ্চাৎ হইতে
চাপিছে মস্তক,—যুবা তখনি ডুবিছে;
বহু দূরে পুনঃ দেহ উঠিছে ভাসিয়া।
এইরূপে ডুবে ভেসে করি সন্তরণ
যুবক চলেছে চাহি মূরতির পানে।
বহু কষ্টে বহুক্ষণে উত্তরিল যুবা
যেই মূরতির কাছে—আস্ফালিয়া ফণা
অমনি ভুজঙ্গ চয় উঠিল গর্জ্জিয়া;
যুবক সভয়ে ত্রস্তে পশ্চাতে ফিরিল।
সহসা শশাঙ্ককর উঠিল উজলি,
শিহরি চকিত নেত্রে দেখিলা যোগেশ
যুবা—যোগেশের মূর্ত্তি—পাষাণ প্রতিমা
চিরজীবনের তার আরাধ্যা রমণী।
প্রসারিয়া বাহুদ্বয় শিখর হইতে
পড়িলা যোগেশ নিম্নে চীৎকারে কহিয়া-
"ভুজঙ্গের ভয়?—ছার জীবন আমার!
আইস ভুজঙ্গকুল বিষদন্তে চিরি

খণ্ড কর বক্ষঃ মম—আমার অন্তরে
যে যন্ত্রণা নিরন্তর করিছে দংশন,
যেই ভীম বহ্নি শিখা মর্ম্মস্থলে মম
আঘাতি জ্বলন্ত ছটা করিছে দাহন,
তোমাদের বিসদন্ত তুচ্ছ তার কাছে।
ক্ষোভ ছিল, মন্দাকিনী কভু না হেরিল
এ যন্ত্রণা একবার করুণ নয়নে,
সে বাসনা আজ পূর্ণ কর অহিকুল।
পাতিয়া দিলাম বক্ষঃ—একত্রে গর্জ্জিয়া
শাণিত দশনে তুলি তীব্রতম বিষ
মন্দার সম্মুখে বক্ষঃ করহ বিদার।"

ঊষার ঈষৎ আভা ফুটিল পূরবে
পরিহরি নভঃ দেশ ভীতা নিশিথিনী
পড়িল অবনী পৃষ্ঠে হয়ে গাঢ়তর।
স্ফুটোন্মুখ ঊষা লোক গগন প্রাচীরে
প্রসারিয়া কম কান্তি উঠিল ক্রমশঃ,
তমসা ছায়ায় অঙ্গ করি পরিণত
তেয়াগি পর্ব্বতচূড়া তরুর শিখর,
তেয়াগি প্রান্তর মাঠ অনাবৃত ভূমি,
নিশিথিনী, স্তরে স্তরে ঘন অন্ধকার
সরাইলা তরুমূলে লতার বিতানে
দুর্গম গিরিসঙ্কটে নিভৃত কন্দরে।

যেন অলক্ষিত ভাবে পলায়ন তরে
ঊষার প্রতীক্ষা করি রহিল লুকায়ে।
ক্রমে হাস্যময়ী ঊষা বিশদ আভায়
ছড়ায়ে পড়িল শূন্যে ;—নিশি ধীরে ধীরে
তরল করিয়া ছায়া অজ্ঞাতে ঊষার
তিল তিল করি শূন্যে গেল মিশাইয়া।
কাঞ্চন বরণে শেষে রঞ্জিয়া গগন
উঠিলা তপন হাসি পূর্ব্বাসার দ্বারে,
পড়িল সে হেম জ্যোতিঃ গিরির শিখরে
স্বর্ণ নির্ম্মিত প্রায় শোভিল সে চূড়া ;
প্রান্তরে তরুর শিরে পড়িল সে প্রভা
ভাতিল মধুর কান্তি কিসলয় দলে।
অৰ্দ্ধ জলে, অৰ্দ্ধ স্থলে, সাগর বেলায়
যোগেশ পড়িয়াছিল চেতন বিহীন,
পড়িল সে আভা শেষে বদনে তাহার,
ধীরে ধীরে খুলি আঁখি চাহিলা যোগেশ :-
দেখিলা প্রভাত,—নাহি সাগরে তরঙ্গ,
নাহি পাষাণ প্রতিমা, নাহি সে ভুজঙ্গ,
নাহি সে যুবক জলে, নাহি নিদ্রা—ছায়া,
ধীরে ধীরে নয়নের পল্লব পড়িল।
নাসারন্ধ্রে দীর্ঘশ্বাস বাহিরিল ছুটি
মুদ্রিত নয়নে ধীরে গম্ভীরে কহিলা

"এখনো এ ভ্রম কেন? জীবন আমার
করিয়াছি সত্ত্বাহীন জড়ের মতন,
প্রবৃত্তি হৃদয় হ'তে ফেলেছি ছিঁড়িয়া
সুখ দুখ অভিলাষ কঠোর শাসনে
পঞ্জরে পঞ্জরে বক্ষে গিয়াছে শুকায়ে।
আশা—আমূল ছিঁড়িয়া দিয়াছি ফেলিয়া,
স্মৃতি এ পাষাণ মনে পারেনা ফুটিতে।
জ্বলন্ত যন্ত্রণা সুধু, অন্তরে আমার
আবর্ত্তিয়া পরিখায় ভ্রমিছে ছুটিয়া।
পিপাসা আমার—ওই বেলা ভূমিমত
পড়িয়া রয়েছে বক্ষে অঙ্গার আবৃত।
নিদ্রা তন্দ্রা ক্ষুধা তৃষ্ণা রহে দাড়াইয়া,
দূরে নিরখি আমারে,—না পরশে ভয়ে;
পাষাণ কঠিন হয়, পরশে আমার।
তপন প্রখর হয়, হেরি যদি তায়,
শশী ম্লান হয়, যদি চাহি তার পানে,
পবন অচল হয়, পরশে আমার,
বিটপী—নিষ্পন্দ, যদি বসি তার তলে,
অন্ধকার হয় গাঢ়, আমারে হেরিলে,
ভীত মূর্ত্তি ধরে মহী, মম দৃষ্টি পাতে,
এমন জীবন যার—তাহার অন্তরে
মৃগ-তৃষ্ণিকার মত ভ্রান্তি কেন জাগে?

দুর্জ্জেয় কারণ তার—না পারি বুঝিতে।
কঠোর শাসনে চিত্ত করেছি দমন,
কিন্তু ভ্রান্তি দুর্নিবার।” সুদীর্ঘ নিশ্বাস
জ্বলন্ত পাবক মত বহিল নাসায়
যোগেশ হইলা শান্ত।

পার্ব্বতীয় এক।

কক্ষে ধনু পৃষ্ঠে তুণ করে মৃগ শব,
ব্যাঘ্র চর্ম্ম টুপি শিরে—সুদীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্র
গাঢ় শোণিতের ভালে, কর্ণে লৌহ কড়া,
সলোম ভল্লুক ছালে ঢাকা কটি দেশ,
দাঁড়াইল আসি, যথা যোগেশ পতিত।
নিরখি যোগেশে বন্য কহিল বিষাদে
“হায়! কোন্ হতভাগ্য নবীন বয়সে
হারাইল প্রাণ আজ সাগর গরভে!
তরণী কোথায় বুঝি গিয়াছে ডুবিয়া
তরঙ্গে এ দেহ হেথা ফেলেছে তুলিয়া।”
চাহিলা সাগর পানে—অক্ষুব্ধ সলিল
চিহ্ন মাত্র নাহি তায় দেহ কি তরীর।
বিসাদে নিশ্বাস ত্যজি শবর তখন,
চাহিয়া সাগর পানে কহিতে লাগিল
“আহা কত শত জন নিতি নিতি হেন
সাগরের কত স্থানে হারাইছে প্রাণ!

এত ভয়ঙ্কর যদি সাগর তরঙ্গ
কেন লোকে জলপথে আসে যায় তবে?
কেন বিধি! সাগরেতে সৃজিলা তরঙ্গ
তরঙ্গ সৃজিলা যদি তবে কেন পুনঃ
এত মনোহর মূর্ত্তি করিল সিন্ধুর!
অথবা এ জল পথ দুর্গম করিয়া
কেন না রাখিলা বিধি! তাহ'লে ত নর
ভ্রমিতনা জল পথে;—আহা এই জন"
যোগেশের পানে দৃষ্টি স্থাপিয়া কহিল
"না জানি কতই আশা করিয়া অন্তরে
কোথায় যাইতে ছিল!—কত প্রিয়জন
আছে পথ নিরখিয়া উৎসুক অন্তরে!
"আজ কাল আসে" বলি প্রভাত সন্ধ্যায়
কত কথা কহিতেছে উহার আশায়!
হতাশ যখন শেষে হইবে তাহারা
কি যন্ত্রণা তাহাদের হইবে অন্তরে!
ইচ্ছা করে কোন মতে বাঁচায়ে উহারে
পাঠাইয়া দিই গৃহে,—আমার মতন
থাকে যদি অভাগার সন্তান সন্ততি
কে করিবে তাহাদের খাদ্য অন্বেষণ!
থাকে যদি পত্নী, আহা উহার বিরহে
কতই আকুল তার হইবে পরাণ!"

নীরব হইয়া ব্যাধ ক্ষণকাল ধরি
যোগেশের দেহ পানে রহিল চাহিয়া।
ত্যজি দীর্ঘশ্বাস পুনঃ চাহি সিন্ধুপানে
সম্বোধিয়া জলধিরে কহিতে লাগিল—
"আহা সিন্ধু! কেন প্রাণ হরিলে ইহার
এখনো বালক, নহে অর্দ্ধেক বয়স
ইহারে বধিতে তব হোল'না মমতা?
এমন সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে তোমার
অন্তর তোমার কেন এতই নির্দয়?
অনাদি অনন্ত মূর্ত্তি নিরখি তোমার
পাষাণেরো মনে হয় পুণ্যের সঞ্চার!
বিধাতার মহিমায় পূর্ণ তব দেহ
তুমি কেন জীব হত্যা পাপে রত সদা?
আমি যে নির্ব্বোধ ব্যাধ, হত্যা ব্যাবসায়ী
আমারো অন্তর নহে এত নিরদয়।
মৃগ শাবকেরে আমি নাহি বিন্ধি শরে
বিরহ—কাতর জীব অবধ্য আমার।
পিপাসার্ত্ত কি ক্ষুধার্ত্ত আমার সম্মুখে,
নির্ভয়ে চলিয়া যায় মন্দ পদ ক্ষেপে,
অঙ্গুলি না স্পর্শ করি ধনুকে কি শরে।
আর এই মহামূর্ত্তি সাগর তোমার—
হেরিলে অকূল তব সলিল বিস্তার

বিস্মিত হইয়া ভাবি যেন কি মহৎ
তোমার হৃদয়খানি—যেন কোমলতা
সুধু ওই সলিলেতে রয়েছে মাখান।
এমন হৃদয় তব এতই কঠিন
মনে হলে ভক্তি নাহি রহে তোমা প্রতি।
ক্রোধে ইচ্ছা হয়—শর যুড়িয়া ধনুকে
নিমিষে শুষিয়া ফেলি তোমার সলিল।”
ত্যজি দীর্ঘ শ্বাস ব্যাধ নীরব হইল,
নয়ন ফিরায়ে দেখি হইল বিস্মিত—
নহে মৃত—যোগেশের বিস্তৃত নয়ন
চাহি তার পানে—দৃষ্টি ঔদাস্য-ব্যঞ্জক।
কিন্তু করুণার প্রভা নয়ন সীমায়
মৃদু উদ্ভাসিত যেন—অগ্রসরি ব্যাধ
আদরে আগ্রহে ডাকি কহিল যোগেশে;
“আনন্দে পূর্ণিত আজি হৃদয় আমার
নিরখি জীবিত তোমা—এস সঙ্গে মোর—
অদূরে আবাস মম, রহিবে তথায়
আপনার গৃহ মত—সবল হইলে
সঙ্গে করি গৃহে তব আসিব রাখিয়া।
আইস নির্ভয়ে ভ্রাত! আমার কুটীরে,”
বলি যোগেশের হস্ত পরশিল ধীরে।
যোগেশের সুবিস্তৃত নয়ন পল্লব

ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে হইল পতিত,
ক্ষণেক নীরবে রহি মুদিয়া নয়ন,
কহিলা মৃদুল বাক্যে—"সর্ব্বাঙ্গে বেদনা
নাহি শক্তি সঞ্চালিতে অঙ্গ আপনার।
আশ্রয়!—আশ্রয়ে মম নাহি প্রয়োজন
দয়া!—ক্ষমা কর, দগ্ধ জীবনে আমার
যাতনা প্রবল হ'বে দয়া প্রদর্শনে।
মহৎ হৃদয় তব, অন্য কোন জনে
বিতরি করুণা পুণ্য করহ সঞ্চয়।
এই দয়া কর মোরে—ত্যজিয়া আমারে
আপনার গৃহে তুমি করহ প্রস্থান।"
কহিল শবর "তবে উন্মাদ কি তুমি?
অথবা এ শোক উক্তি? হারায়েছ বুঝি
আত্ম পরিজন এই সাগর সলিলে
তাই সে কাতর—কিন্তু নহে ধর্ম্ম মম
ত্যজিতে দুখীরে হেন বিপন্ন দশায়—
দেবীর এ নহে আজ্ঞা"—বক্ষের উপরে
তুলিয়া যোগেশে ব্যাধ চলিল কুটীরে।

দ্বিতীয় সর্গ।

ব্যাধ কুটীর।

নিবিড় সে বনস্থলী—মধ্যস্থলে তার
নবদূর্ব্বাদলে ঢাকা ভূমি খণ্ড এক,
পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন পরম যতনে।
সহসা হেরিলে, হেন হয় অনুভব
প্রকৃতি খুঁজিয়া যেন সে নির্জ্জন বনে
রেখেছে পাতিয়া স্বীয় বিশ্রাম শয়ন।
চারিদিকে ঘনবল্লী সমুচ্চ বিটপী
অবিরল দাঁড়াইয়া,—শাখায় শাখায়
হ'য়েছে সংশ্লিষ্ট ঘন, যেন পরস্পরে
বাহু প্রসারিয়া, কর করিয়া ধারণ
রক্ষিতেছে প্রকৃতির নিভৃত শয্যায়।
সেই ভূমিখণ্ড প্রান্তে একটী কুটীর
শোভিতেছে বিটপীর শীতল ছায়ায়।
সম্মুখে দীর্ঘিকা এক তটপূর্ণ জলে,
একটী হিল্লোল নাই—নিথর সলিল,
পড়িয়াছে কুটীরের ছায়া সেই জলে।
তাম্রকুট এক, সেই সলিল সন্নিধে
দাঁড়ায়ে দেখিতেছিল বঙ্কিমগ্রীবায়

নিথর সলিল গর্ভ, থাকিয়া থাকিয়া
গ্রীবা করিয়া উন্নত করিতেছে রব;
উল্লাসে কহিছে যেন ডাকিয়া তরুরে—
দেখ আসি নীরগর্ভে কেমন সুন্দর
শোভিছে কুটীর কার,—সে রব শুনিয়া
হেরিতে সলিল গর্ভ বিটপীর ছায়া
পড়েছে দীর্ঘিকা তীরে সলিল পরশি।
ব্যাধের কুটীর সেই—অভ্যন্তরে তার,
যোগেশ শুইয়াছিলা শার্দ্দূল চরমে,
বদন গম্ভীর—মগ্ন প্রগাঢ় চিন্তায়,
শবর পারশে বসি চাহি তার পানে।
কতক্ষণ পরে ধীরে উঠিয়া যোগেশ
কহিলা গম্ভীরে—"আমি চলিনু এখন
আমা হেন বিপন্নেরে আশ্রয় প্রদানে
আছে কোন্ ধর্ম্ম তাহা নাহি জানি আমি।
যদি কিছু রহে পুণ্য লভিলে তা তুমি।"
যোগেশের কর ব্যাধ ধরিয়া তখনি
বসায়ে আগ্রহে তায় কহিল আদরে,
"এখনো উন্মাদ তুমি? অঙ্গের বেদনা
নহে তব বিদূরিত—শরীর দুর্ব্বল,
নয়ন নিষ্প্রভ—শীর্ণ এখনো বদন
এখনি কেমনে তুমি যাইতে উদ্যত?"

নীরবে উভয়ে বসি—যোগেশ চাহিয়া
বিস্ফারিত নেত্রে শূন্যে—নির্নিমিষে ব্যাধ
চাহিয়া পাংশুলবর্ণ যোগেশ-বদনে।
কতক্ষণ পরে পুনঃ কহিল শবর
"কি করুণ যুবা! শুষ্ক বদন তোমার!
জ্বলন্ত ভাবনা যেন রয়েছে মাখান
তব বদনমণ্ডলে, নয়ন ভেদিয়া
উঠিছে উথলি যেন ভীষণ যাতনা!
শ্বেত ওষ্ঠাধরে নাহি শোণিতের আভা,
বিস্তৃত নয়ন, শুষ্ক পদ্মদল মত,
শ্মশান ত্যজিয়া যেন এসেছ উঠিয়া!
নবীন বয়সে এই মধুর যৌবনে
এত কি যন্ত্রণা, এত কি ভীষণ ব্যথা—
পাইলে, আমি কি তাহা পাইনা শুনিতে?"
ধীরে ধীরে শূন্য হ'তে উদাস নয়ন
নামায়ে, ব্যাধের পানে চাহিলা যোগেশ।
যুগল নয়নে তার জ্বলন্ত হৃদয়
করিয়া অঙ্কিত যেন দেখাইল ব্যাধে।
সে চাহনি দেখি ব্যাধ উঠিল সিহরি!
কহিল আবার ব্যাধ "নিরখি তোমায়
অনুভব হয়, তুমি উচ্চ বংশোদ্ভব,
বিদ্যায় পণ্ডিত, জ্ঞানে পূর্ণ তব মন;

তথাপি যন্ত্রণা এত অন্তরে তোমার?
আমি মূর্খ ব্যাধ, দারা পুত্র কন্যা আর
উদরের চিন্তা শুধু ভাবনা আমার।
এক্ষুদ্র সংসার লয়ে থাকি এই বনে;
বিষাদে কখন যদি ক্ষুব্ধ হয় মন,
কাঁদি আমি, কাঁদে পত্নী ধরিয়া গলায়।
শিশু পুত্র কন্যা মম ধরি জানুদ্বয়
কেঁদে ওঠে—ভুলে যাই সকল বিষাদ।
কিন্তু সভ্য সুশিক্ষিত পণ্ডিত জনার
অন্তরে কেমন দুঃখ—কি করে তাহারা
বিষাদে কাঁদিলে মন, জানিতে সে কথা
চিরসাধ মম,—আজ হেরিয়া তোমারে
বোধ হয় তোমাদের দুঃখ ভয়ঙ্কর!
কহ কৃপা করি যুবা!—কোন্ দুঃখে তুমি
হয়েছ যৌবনে তব জরাজীর্ণ মত।
বলিলে পথিক নহ তুমি এ প্রান্তরে
সিংহ ব্যাঘ্রময় সেই পর্ব্বত শিখরে
আবাস তোমার,—নাহি সঙ্গে কেহ আর।
কি বিষাদে, কি বেদনে নবীন বয়সে
ত্যজি আত্ম পরিজন হইলে উদাসী?
জীবিত কি জন্মদাতা? আছে কি জননী?
ছিলনা কি পত্নী তব? ছিল যদি তারা,

কোন প্রাণে দিল ছাড়ি তোমারে একাকী!
কহ দেখি বিস্তারিয়া তব বিবরণ।"
ধীরে সরাইয়া আঁখি অনন্ত গগনে
চাহিয়া যোগেশ, গাঢ় ত্যজিলা নিশ্বাস।
মৃদুস্বরে উচ্চারিলা **"আমার জীবন!"**
অনন্য নয়নে চাহি আকাশের পানে
উঠিলা দাঁড়ায়ে যুবা,—পুনঃ মৃদুস্বরে
কহিলা আপন মনে **"আমার জীবন!"**
সেই ভাবে চাহি শূন্যে কুটীর ত্যজিয়া
নামিলা প্রাঙ্গণে—ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি তুলিয়া
কহিলা চীৎকারে **"ওই আমার জীবন!"**
শবর আগ্রহ নেত্রে চাহিলা গগনে,—
অঙ্গুলি নির্দ্দেশি যথা কহিলা যোগেশ—
"ওই আমার জীবন!"—শবর বিস্মিত,—
নির্নিমিষে কতক্ষণ রহিল চাহিয়া,
অনন্ত সে শূন্যপথে মানস তাহার
যেন যাইল ভাসিয়া! শূন্য—শূন্যময়!
কিন্তু যোগেশের সেই কঠোর বচনে
কঙ্কাল বিশিষ্ট তার অঙ্গুলি নির্দ্দেশে
হেরিলা কি বিভীষিকা ব্যাধ শূন্য-পথে,
মুগ্ধচিত্তে স্থিরদৃষ্টে রহিল চাহিয়া।
কতক্ষণে ভীত চিত্তে নামায়ে নয়ন

হেরিল পারশে ব্যাধ—নাহি সে যুবক ;
বিস্ময় বিহ্বল নেত্রে রহিল চাহিয়া ;
তখনো তাহার দুই শ্রবণ বিবরে
বাজিছে যেন সে রব "আমার জীবন"।
শিশু পুত্র শবরের আসি পার্শ্বে তার
ডাকিল তাহায় "বাবা!"—সিহরিয়া ব্যাধ
হেরিল পারশে পুত্র, ভুলিয়া সকল
লইল সন্তানে বক্ষে হাসিতে হাসিতে।

তৃতীয় সর্গ।

পিতৃআত্মা।

পড়িয়াছে চন্দ্রকর উজলি প্রান্তর,
অর্দ্ধ-শূন্য প্রসারিয়া উঠেছে ভূধর
রজত শৈলের মত শোভিছে কিরণে।
গিরি-অঙ্গে তরুগুল্মে লুকায়ে শ্বাপদ
পড়েছে চন্দ্রমারশ্মি সে গুল্ম বিতানে।
গহ্বরে শার্দ্দূল সিংহ বিরাজে গোপনে,
পড়েছে শশীর আলো উজলি সে গুহা।
আঁধারে ভূধর গর্ভে লুক্কায়িত অহি,
পড়েছে হিমাংশু জ্যোতিঃ সে ভুজঙ্গ শিরে।
হিংস্র জন্তু, যথা যথা ছিল লুক্কায়িত,

আলোকে শশাঙ্ক তাহা দেখাইছে যেন।
সমুচ্চ শিখরে এক আঁধার গুহায়,
যোগেশ বসিয়াছিল, রজত চন্দ্রিকা
পড়েছে সে গুহাদ্বারে—কিন্তু প্রবেশিতে
শঙ্কিত, যেন বা হেরি গম্ভীর যোগেশে।
স্থির নয়নের তারা—জড়চন্দ্র করে
গিয়াছে মিশিয়া যেন দৃষ্টি অচঞ্চল!
ক্ষীণঅঙ্গ ছায়ারূপে হয়ে পরিণত
গিয়াছে মিশিয়া যেন তমসা ছায়ায়।
জ্যোতি ঃ—বিস্ফারিত শুধু যুগল নয়ন
জ্বলিতেছে সেই শুষ্ক বদন মণ্ডলে।
হাসি নাই—কান্না নাই—ভাষা নাই মুখে
আত্মার নির্ব্বাণ যেন বদনে অঙ্কিত!
সহসা একটী ছায়া পড়িল সম্মুখে
অদ্ভুত আকৃতি, নাহি সত্ত্বা শরীরের;
হস্ত পদ, বক্ষঃ শির, চক্ষু কর্ণ মুখ
ছায়ামাত্র, নাহি তাহে দেহের লক্ষণ।
নির্ভয়ে অনবহিতে ছায়ার বদনে
চাহিলা যোগেশ, ছায়া কহিতে লাগিল!
"আমি পিতৃআত্মা তব—প্রেতপুরে আজ
ভ্রমিতেছিলাম প্রাতে বৈতরণী তীরে,
ভাগ্য প্রেতসনে দেখা;—হেরিয়া আমায়

কহিল সে ব্যঙ্গ করি 'তনয় তোমার
হ'য়েছে অদ্ভুত জীব আমার কুহকে;
ভৈরব পর্ব্বতে এবে শ্বাপদের সনে
বিহরিছে, পরিহরি আত্ম পরিজন।
জীবনের সুত্রতার দিয়াছি ছিঁড়িয়া।
আশা, স্মৃতি, সুখ, তার দুরাশার স্রোতে,
এমনি কৌশল করি করেছি বেষ্ঠন,
জাগ্রতে নিদ্রায় তাহে মগ্ন অনুক্ষণ।'
কি দুরাশা! ভাবিলাম জীবন তোমার—
পরিহরি জীব লীলা আসিনু যখন,
নিতান্ত কৈশোর তুমি,—জননী তোমার
শোকে উন্মাদিনী! আহা কতই কাঁদিল
ধরিয়া চরণ মম; ভগিনী তোমার
ধূলায় পড়িয়া বালা, "বাবা বাবা" বলি
কাঁদিল চীৎকার করি, সহোদর তব
অশ্রুপূর্ণ নেত্রে চাহি বদনে আমার
বিষাদে আকুল হ'য়ে রহিল দাঁড়ায়ে।
তুমি—সে সময় নাহি বুঝিলে কি শোক,
কাঁদে মাতা—কাঁদে ভ্রাতা—কাঁদে ভগ্নী, হেরি
কাঁদিলে পারশে বসি মুমূর্ষু শয্যার।
কনিষ্ঠ সন্তান বলি তোমায় অধিক
বাসিয়াছিলাম ভাল, দেখিনু চাহিয়া

আসন্ন মরণ কালে বারেক তোমার
স্নেহ মাখা মুখখানি,—অন্তিম চিন্তায়
উদিল স্মরণে মম, 'কি করিনু তব?
তরঙ্গসংকুল এই ভীষণ সংসারে
অবোধ শিশুরে আহা! আনাথ করিয়া
চলিনু কেমনে'—দুঃখে ঝরিল নয়ন।
ডাকি সহোদরে তব, কর ধরি তার—
তোমার যুগল কর রাখি তার করে,
কহিনু সজল নেত্রে—'রহিল যোগেশ—
'অবোধ সন্তান বাছা, জানেনা উহায়
পথের ভিখারি করি করিনু প্রস্থান;
পালিও উহারে বৎস!—যতনে তোমারে
দিয়াছি বিপুল শিক্ষা,—কৃতি পুত্র তুমি,
দেখিও যোগেশ যেন জীবনে উহার
ক্লেশ নাহি পায় কভু'—বলিতে বলিতে
জীবতারা অস্তগেল; তদবধি আর
দেখি নাই, ভাবি নাই তোমায় কখনো.
মরতের কোন চিন্তা জাগে নাই মনে,
শুনি ভাগ্যপ্রেত কথা হইল বাসনা
দেখিতে বারেক মম পার্থিব ভবন।
গেলাম তথায়—কিন্তু নিরখিনু যাহা
প্রেতআত্মা মম তায় হৈল বিচলিত।

বিষাদে পূর্ণিত সেই উচ্চ অট্টালিকা,
উত্তপ্ত নিশ্বাসে পূর্ণ পবন তাহার,
আছে কিনা আছে তথা নরের বসতি
হেরি সে নীরব গৃহ হয়না ধারণা।
অগ্রজ তোমার সদা বিষণ্ন বিষাদে,
শাখাহীন তরু প্রায় গিয়াছে শুকায়ে,
প্রাচীনা জননী তব কাঁদি অবিরত
হারায়েছে চক্ষুঃ দুটি,—ভূতল শয্যায়
পড়িয়া সদত শোকে; ভগিনী তোমার
সদত বিষণ্ন দুখে সোদর বিরহে।
আর—পরিণীতা সেই রমণী তোমার
কি বলিব!—সে যে দৃশ্য চিত্ত বিদারক!
বিকচ যৌবনা বালা স্বর্ণের ফুল
দারুণ হুতাশে দেহ গিয়াছে শুকায়ে,
প্রফুল্ল পঙ্কজ মুখ রবি অস্তে যেন
হইয়াছে সঙ্কুচিত, শৈবল শরীর
মৃণাল সে ভুজলতা—সলিল বিহনে
জড়ায়ে শুকায়ে যেন পড়িয়া রয়েছে।
চম্পকের কলিমত শিশু পুত্রটিরে
কোলেতে করিয়া বাছা, নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে
গবাক্ষে বসিয়া সদা চাহি পথ পানে।
নেত্রে সীতাকুণ্ডসম উত্তপ্ত সলিল

উথলিছে অবিরত, শিশুটি তাহার
চেয়ে আছে অনিমিষে মায়ের বদনে,
খুলিয়াছে অভাগিনী অঙ্গ আভরণ
সধবার চিহ্নমাত্র রেখেছে ললাটে
ক্ষীণ রেখা সিন্দুরের পরম যতনে।
ক্রোধ, ক্ষোভ, যুগপৎ উদিয়া মানসে
প্রেত আত্মা বিচলিত হইল আমার।
সে করুণ দৃশ্য নেত্রে নারিনু সহিতে
তোমার উদ্দেশে দ্রুত আসিনু এখানে”
“যোগেশ!” গম্ভীরে ছায়া কহিলা আবার,
“বড় আদরের পুত্র আছিলে আমার
প্রাচীন বয়সে মম অন্তিম জীবনে
ছিলে তুমি একমাত্র আনন্দ পুতলি,
কত আশা উছলিত হৃদয়ে তখন
হেরিয়া তোমার ফুল্ল বদন কমল!
ভাবিতাম জগতের যা কিছু পবিত্র
যা কিছু আনন্দ ভবে, যা কিছু বাসনা,
সকলি সমষ্টি করি, দয়াবান বিধি
তোমাহেন পুত্র নিধি দিয়াছেন মোরে।
বিদ্যা, ধন, যশঃ, মান, পুণ্য, সবি সাধ
করিবে সঞ্চয় তুমি জীবন বিকাশে!
সে—সাধ আমারপুত্র! সে—চিরবাসনা

সাধিছ কি এই ভাবে অলস জীবনে?
জনম দাতার ঋণ শোধিছ কি আজ,
নিভৃত গুহায় বসি **প্রেম উপাসনে?**
প্রেম পুন কার? ছি ছি শত—ধিক তোমা
পরের রমণী যেই পর প্রণয়িণী
কলূষ হৃদয়ে তারি কর উপাসনা?
পিতৃ-আত্মা আমি তব রাখ বাক্য মম
ভবনে ফিরিয়া যাও,—হেরিয়া তোমারে
কৃতান্ত কবল ন্যস্ত জননী তোমার,
শুষ্ক স্বর্ণলতা তব পত্নী অভাগিনী
এখনো বাঁচিতে পারে—নতুবা এশোকে—
প্রিয়জন বিরহের দারুণ যন্ত্রণা
নর পিশাচের তব নির্ম্মম অন্তরে
নাহি হয় অনুভূত—এদারুণ শোকে
মাতা পত্নী ভ্রাতা ভগ্নী ত্যজিবে জীবন।
এত কষ্টে এত যত্নে জীবন দশায়
সৃজিয়া ছিলাম যেই সুখের সংসার
কুপুত্র আমার তুমি জন্মি মম কূলে
নির্ব্বিবেকে করিতেছ শ্মশান তাহায়?
ধিক্ শত ধিক্ তোমা! পাষাণ অন্তরে
জাগে নাকি একবার—পড়ে না কি মনে?
জননীর সে মমতা, ভগিনীর স্নেহ,

সোদরের ভালবাসা, পত্নীর প্রণয়!
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে এত যে যতনে
পালিলা জননী তব, মরিতে কি শেষে
তোমারি দংশন-বিষে? সোদর তোমার,
আয়াস-সঞ্চিত তার বিপুল ঐশ্বর্য্য
করিলা সে এত ব্যয় তব শিক্ষা হেতু,
সেই জ্ঞান অর্জ্জনের—সে শিক্ষার ফল
এই কি হইল শেষ? তারি আততায়ী!
বৈশ্বানর রূপী—পূর্ণ ব্রহ্ম সাক্ষী করি,
উচ্চারি পবিত্র বেদ, সেই বালিকার
ধরিয়া যুগল কর—করিলে কি পণ,
তাকি হয় না স্মরণ? জাননা অবোধ!
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পাপ ভীষণ কেমন!
ভাব দেখি একবার জীবন তোমার!
পার্থিব সংসার নহে ভোগের ভবন,
যা কিছু সুখের ভবে, পার্থিব জীবনে
বিধি নিয়োযিত তাহা পরীক্ষার স্থল।
ভাব দেখি একবার—লভিয়া জনম
কি পরীক্ষা দিলে ভবে—কি কার্য্য করিলে?
স্মৃতির নিরুদ্ধ দ্বার খুলি একবার,
চেয়ে দেখ গৃহপানে কি ছিল তখন—
নিষ্ঠুর অন্তরে যবে ত্যজিলে সেপুরী,

আর এখন তাহার হয়েছে কি দশা!
অথবা সে স্মৃতি যদি নির্ম্মম অন্তরে
নাহি জাগে আর, তবে ওই দেখ শূন্যে
শোকাকুল সংসারের চিত্রপট তব।”
তর্জ্জনী হেলায়ে ছায়া শূন্যে দেখাইলা।

প্রথম চিত্র

কুশাসনে বসি শীর্ণা প্রাচীনা রমণী
লোল বদনের মাংস, কুঞ্চিত ললাট,
বিষাদ কাঁদিয়া যেন পড়েছে ফুটিয়া
তাঁর বদনের ত্বকে, নয়ন গহ্বরে
মর্ম্মরে ক্ষোদিত দুটি নীলকান্ত মণি—
আঁখিদ্বয়—প্রভাহীন, গিয়াছে ডুবিয়া।
পলিত ভুরুর কেশ পড়েছে বিথারি
পল্লব উপরে,—যেন রেখেছে ধরিয়া
অস্তমান তারা দুটি যুগল আঁখির।
নয়নের কোলে গাঢ় কালিমার আভা,
অধপল্লব বহিয়া উথলি পড়িছে
নির্ম্মল পবিত্র নীর অপত্য স্নেহের।
গণ্ডের, নাসার অস্থি পড়েছে উঠিয়া
কর্ণ শুকায়ে কুঞ্চিত—মাংস পিণ্ড মত,
ঊর্দ্ধভাগ পড়িয়াছে রোধি শ্রুতিপথ।
মস্তকের কেশ শুক্ল ঊর্ণারাশি মত,

অৰ্দ্ধনিমীলিত নেত্রে বসিয়া প্রাচীনা
জপিতেছে ইষ্টমালা পুত্রের মঙ্গলে।
"যোগেশ জননী তব"—উচ্চারিলা ছায়া
নিরখিয়া শিহরিল যোগেশের দেহ।

দ্বিতীয় চিত্র

নবীনা রমণী গৌর কান্তি বরাঙ্গের
বিকশিত যৌবনের উজ্জ্বল মাধুরী
অঙ্গে অঙ্গে যেন তার গিয়াছে মিলায়ে।
পূর্ণ প্রস্ফুটিত যেন চম্পক কুসুম
নির্জ্জন প্রদেশে পড়ি শুষ্ক কলেবরে।
বদন মণ্ডলে ব্যাপ্ত নৈরাশ্যের ছায়া
প্রশস্ত ললাট দেশে পড়িয়াছে টোল,
স্থানে স্থানে অস্থি তার হয়েছে উন্নত,
গাঢ় নীল শিরাচয় হয়েছে প্রকাশ,
রুক্ষ কুন্তলের কেশ আবরি ললাট
পড়িয়াছে চারিধারে, আঁধারিয়া যেন
রাখিয়াছে ভাগ্য তার; আলু থালু যথা
শ্রাবণে নীরজ পুষ্প অশ্রান্ত ধারায়—
অশ্রুপাতে নেত্রযুগ হয়েছে তেমতি।
দৃষ্টি হইয়াছে শ্রান্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
হনুর যুগল অস্থি পড়েছে উঠিয়া,
তাম্বুলের শুষ্ক রাগও নাহি ওষ্ঠাধরে,

রমণীর বড় সাধ কর্ণ আভরণে
স্বর্ণ মাত্র নাহি কিন্তু শ্রবণযুগলে।
মুকুলিত চম্পকের কোষের মতন
ভূষণবিহীন কর্ণ, শুধু গৌর কান্তি
ফুটিয়া রয়েছে তায় সুবর্ণ বরণে।
ক্ষীণ গলদেশ—কণ্ঠে অস্থি দৃশ্যমান,
সুগোল নিটোল সেই চারুভুজলতা
শুকায়ে হয়েছে ক্ষীণ নাহিক সমতা।
সুবর্ণ পুতলি প্রায় কিশোর সন্তান
শয়ন করিয়া ক্রোড়ে—ধীরে ধীরে তার
মস্তকের কেশগুলি দিতেছে সরায়ে।
ঘন ঘন দেখিতেছে পুত্রের বদন
ঝর ঝর ঝরিতেছে নেত্রে অশ্রুধারা।
"যোগেশ" ডাকিয়া ছায়া কহিলা কঠোরে
"পরিণীতা পত্নী তব—তনয়ে তোমার
ক্রোড়ে করি কাঁদিতেছে তোমার বিরহে।
কি—বেশে ত্যজিয়াছিলে উহায় তখন,
কি—দশা উহার আজ কর দরশন!"
যোগেশ সে চিত্র হেরি, ধীরে ধীরে শির
করি অবনত, গাঢ় ত্যজিলা নিশ্বাস,

তৃতীয় চিত্র

প্রৌঢ় পুরুষের মূর্ত্তি বসিয়া প্রকোষ্ঠে,

করতলে রাখি শির বিরস বদন;
নিমীলিত করি দুই নয়নপল্লব,
উথলিত অশ্রু কষ্টে করিছে দমন।
আনত মলিন মুখ বিকৃত করিয়া
রোধিতেছে কষ্টে যেন মনের যন্ত্রণা,
রুক্ষ মস্তকের কেশ, শুষ্ক কলেবর
থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস বহিছে নাসায়
থেকে থেকে "উহু" রব করিছে কাতরে।
প্রেয়সী ধরিয়া কর ডাকিতেছে ঘন,
প্রিয় সম্বোধনে সুত ডাকে অনিবার,
না হেরি—না শুনি তাহা, বিষাদে কাতর।
কঠোর বচনে ছায়া কহিল ডাকিয়া—
"যোগেশ! অগ্রজ তব—জ্ঞানের জলধি—
তোমার বিরহে দেখ কতই কাতর!"
"দাদা!" বলি চীৎকারিয়া উঠিল যোগেশ
তখনি ত্যজিয়া শ্বাস নীরব হইলা।

চতুর্থ চিত্র

অর্দ্ধ-বর্ষীয়সী শীর্ণা রমণী মূরতি
অঞ্চল পাতিয়া ভূমে করিয়া শয়ন।
অবিরল অশ্রুজল ঝরিছে নয়নে,
থাকিয়া থাকিয়া বামা করুণ বিলাপে
সম্বোধিছে যোগেশেরে—রোদনে তাহার

নীরব সে অট্টালিকা উঠিছে ধ্বনিয়া।
নিরখি সে দৃশ্য শুনি সে রোদন-ধ্বনি
যোগেশ ফিরায়ে নিল নয়ন তাহার।

শেষ চিত্র

একটী প্রকোষ্ঠ—শূন্য অভ্যন্তর তার,
বিচিত্র আলেখ্যে ভিত্তি রয়েছে সজ্জিত,
যোগেশের প্রতিমূর্ত্তি একটী তাহার।
কক্ষতলে শয্যাপাতা মধ্যস্থলে তার—
একটী টেবল্, তায় পুস্তকের রাশি
রয়েছে গুছান যত্নে,—পার্শ্বে নাম লেখা
শকুন্তলা, রত্নাবলী, উত্তর চরিত,
সেক্ষপীর, বাইরণ, মিল্টন, হোমর,
ওয়ার্ডসোয়ার্থ, সেলি, টেনিসন্, মুর,
সম্মুখে সজ্জিত তার ;—পার্শ্বে মস্যাধার
লেখনী সে পাত্র মুখে রয়েছে হেলান।
যোগেশ চীৎকার করি কহিলা কাতরে—
"থাক্—কায নাই আর—চাহিনা দেখিতে-
মাতার অপরিমেয় স্নেহ বিসর্জ্জিয়া
উপেক্ষিয়া প্রেয়সীর অমূল্য প্রণয়,
সংসারের সব সাধ করি বিসর্জ্জন,
ওই কক্ষতলে চাপি বিদীর্ণ হৃদয়—
ওই গ্রন্থ কয়খানি দেখিতে দেখিতে

জীবনের সুখ দুঃখ ছিলাম ভুলিয়া।
ও দৃশ্য নয়নে মম বড় ক্লেশকর।
ওই গ্রন্থ গুলি—ক্ষত হৃদয়ের মম
আছিল ঔষধি—আর ওই কাচপাত্র
লেখনী ধরিয়া মুখে—নহে মস্যাধার
যোগেশের হৃদয়ের শোণিত উহায়।
"ও লেখনী" নীরবিল ক্ষণেক যোগেশ
"চির আদরের ওই লেখনী আমার
ও মসিতে একবার করিলে সিঞ্চিত
কি করিত এ পরাণ কি ভাষা ক্ষরিত,
তুমি কি বুঝিবে তাহা?—প্রেতআত্মা তব।
আর ওই শয্যাতলে চাপিয়া হৃদয়
এই ভগ্ন হৃদয়ের পঞ্জরে পঞ্জরে
কতআশা—কত তৃষ্ণা—কতই যন্ত্রণা—
কি নৈরাশ্য—কি তরঙ্গ—কি বহ্নির শিখা,
জাগিত—নিবিত—তুমি বুঝিবেনা তাহা।
পাপ—পূণ্য—ধর্ম্ম—নীতি—মায়া—দয়া—স্নেহ—
জ্বলিয়া নিবিয়া বক্ষে—হাসিয়া কাঁদিয়া
একে একে একে সব গিয়াছে মিলায়ে।
পিতৃআত্মা তুমি মম, ক্ষম প্রগল্‌ভতা,
হৃদয়ের শুষ্ক সিন্ধু উঠিল উথলি
হেরি পাঠাগার মম—নারিনু শাসিতে

ভগ্ন হৃদয়ের এই দুরন্ত আবেগ।
কিন্তু কর অপসৃত ও দৃশ্য এখনি।
এতই দয়ার্দ্র যদি সন্তানের দুঃখে
দেখাও বারেক তবে ভবিষ্যত মম।
"**ভবিষ্যত তোর**" ছায়া কঠোর বচনে
কহিল যে ভাবে, তায় যোগেশের বক্ষঃ
উঠিল কাঁপিয়া ঘন ;—"ভবিষ্যত তোর !—
নির্ম্মম অলস ঘৃণ্য নির্ব্বোধ জনার
ভবিষ্যত কিবা আর—যন্ত্রণা কেবল !
কল্পিত সুখের আশে ভ্রান্ত যেই জন
দুরাশায় মত্ত হয়ে জীব ধর্ম্ম ভুলি
আলস্যের কৃতদাস যেই জ্ঞানহীন
ভবিষ্য জীবন তার শুধু অনুতাপ।
এখনো সময় আছে ভাব একবার
পরিবর্ত্ত হ'তে পারে ভবিষ্যত তব।
বিকাশিছে উষা—আমি যাই প্রেতধামে
আর একবার মম পাবে দরশন"—
বলিতে বলিতে ছায়া শূন্যে মিলাইল,
যোগেশ একাগ্র দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

———

চতুর্থ সর্গ।

ভৈরবী।

দিবাকর অস্তমান ধূসর বরণে
ধীরে ধীরে হইতেছে প্রকৃতি মলিন,
সুদূর পশ্চিমে যথা সীমান্তে ধরার
মিশিয়াছে নভস্তল—আরক্ত তপন
অনল গোলক মত নামিতেছে ধীরে।
তপনের নিম্নভাগে সুবর্ণের ছটা
পড়েছে ছড়ায়ে চূর্ণ জলদের গায়,
দিবাকরে সম্ভাষিয়ে লইতে যেনবা
স্বর্গের সুবর্ণ দ্বার খুলিছে অমর।
ধূসর বরণা মহী উচ্চতরু তার,
শূন্যভেদী গিরিশৃঙ্গ, সাগর তটিনী,
বিষণ্ণ ভাবেতে যেন মেলিয়া নয়ন
সেই রবি অস্ত পানে রয়েছে চাহিয়া
ভৈরব পর্ব্বত হ'তে গিরিশৃঙ্গ এক
উঠিয়াছে শূন্যপানে গগন ভেদিয়া
সেই গিরিশৃঙ্গে উচ্চ শিখরে দাঁড়ায়ে
যোগেশ দেখিতেছিলা অস্ত তপনের।
এমন সময়ে দূরে রমণী কণ্ঠের

উঠিল বিষাদ-গীত শূন্য ভাসাইয়া।
যোগেশ দেখিলা ফিরি—শূন্য গিরিদেহ,
উঠিছে করুণ কণ্ঠে শুধুই সংঙ্গীত।

সংঙ্গীত।

রমণীর মন বিধি, কেন এত প্রেমময়!
যে জন নিদয় তায়, তারে কেন মনে হয়
সাধের প্রণয় গেল, পিপাসা কেন রহিল?
সাধ না পুরিল যদি, পোড়া প্রাণ কেন রয়!
কোমল করিয়া বিধি, সৃজিল রমণী হৃদি,
কঠিন পুরুষ পানে, কেন সে হৃদয় ধায়!

অবনত মুখে চাহি ভূধরের পানে
যোগেশ দাঁড়ায়েছিল—সঙ্গীত-লহরী
কাঁদিয়া কাঁদিয়া যেন হৃদয় তাহার
জড়ায়ে ধরিতেছিল; প্রেমময়ী নারী
নিষ্ঠুর পতির বক্ষে পড়ি যেই ভাবে
কাতরে কাঁদিয়া কহে মরম যাতনা।
অবসান হৈলে গীত—ত্যজি দীর্ঘশ্বাস
যোগেশ আপন মনে কহিতে লাগিল,
"রমণীর মন বিধি কেন এত প্রেমময়!
রমণী হৃদয়ে প্রেম! কোথায় সে নারী?
পুরুষের তরে যেই প্রণয়ে কাতর।

রাগিণী—সুরট মল্লার——তাল আড়াঠেকা।

কঠিন পাষাণ হ'তে পাষাণী রমণী—
তাহার অন্তরে প্রেম!—করিনা প্রত্যয়।
কিন্তু কেন তুলি আর সে পাপ চিন্তায়?"
পুনঃ দীর্ঘশ্বাস ত্যজি চীৎকার করিয়া
কহিলা যোগেশ চাহি সায়হ্ন গগনে
"রমণী, যোগেশ নাহি বুঝিল জীবনে
কি দিয়া সৃজিলা বিধি অন্তর তোমার!"
সেই ভূধরের এক অদূর গহ্বরে
শিব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছিল মন্দির,
ভৈরব দেবের নাম, সেই দেব হ'তে
হইল গিরির নাম ভৈরব পর্ব্বত।
জনেক ভৈরবী সেই দেবের মন্দিরে
ছিল একাকিনী, কেহ জানিতনা তাঁয়;
নির্ম্মল সলিল ধারা শিখর হইতে
বহিয়াছে মন্দিরের চরণ প্রক্ষালি,
বিবিধ ফলের বৃক্ষ বেষ্টি চারিধার
আবরিয়া রাখিয়াছে মন্দিরের দেহ।
ভৈরবীর ভক্ষ্য পেয় সকলি তথায়
আছিল সুলভ, নাহি যাইত কখন
সে নির্জ্জন স্থান হ'তে অন্য কোন স্থানে।
জানিত সে ব্যাধ শুধু,—মৃগ অন্বেষণে
গিয়াছিল এক দিন সে গিরি শিখরে,

ভৈরবী নয়ন পথে পড়েছিল তার।
কিন্তু দেব কন্যা ভাবি শবর তাঁহায়,
ইষ্ট দেবী মত সদা করিত অর্চ্চনা।
বনের সুস্বাদু ফল সুগন্ধ কুসুম
পাইলে আসিত পূজি সেই ভৈরবীরে।
ভৈরবীও শবরেরে করিত মমতা।
সাক্ষাৎ হইলে শিক্ষা দিতেন যতনে।
ব্যাধ সেই শিক্ষা নিত বেদবাক্যসম।
প্রদোষে ভৈরবী আজ দেবপদমূলে
বসিয়া গাহিতেছিলা সে ধুর গীত।
শুনি যোগেশের সেই কঠোর বচন
ভৈরবী শিহরি ত্রস্তে উঠিলা দাঁড়ায়ে।
ভাবিতে লাগিলা—"কার এ কঠোর ধ্বনি
এ নির্জ্জন শৈলচূড়ে পুনঃ কে আইল?
নহে শবরের কণ্ঠ—স্বর আজনিত।"
ক্ষণকাল এক দৃষ্টে চাহি নতমুখে
উচ্চারিলা ধীরে ধীরে আপনার মনে
"রমণী! যোগেশ নাহি বুঝিল জীবনে
কি দিয়ে সৃজিলা বিধি অন্তর তোমার!—
কে যোগেশ? কোথা বাস—কোন অভিলাষে,
এ শৈলশিখরে আজ—একি বাক্য তার!
বচন কঠোর পুন!—শোকের উচ্ছ্বাস!

রমণী হৃদয় নাহি বুঝিল কখন
হতাশ প্রেমিক তাহে দ্বিধা কিবা আর!
কিন্তু—কি প্রণয় তার? রমণী হৃদয়—
করিল কি প্রণয়ের এত অনাদর!
অথবা সে প্রেম নহে * * *
যৌবনের পাপতৃষ্ণা—নারীর ঘৃণিত!"
পাষাণের মূর্ত্তিপ্রায় নিষ্পন্দশরীরে
ভৈরবী ভাবিতেছিলা—হেনকালে তথা
উপনীত সেই ব্যাধ, হস্তে তৃণডালি
সুগন্ধ কুসুম আর মিষ্ট ফলে পূর্ণ।
ভৈরবীর পদপ্রান্তে রাখি ডালি খানি
সষ্টাঙ্গে প্রণমি ব্যাধ বদ্ধাঞ্জলি করি
দাঁড়াইল দূরে; চাহি শবরের পানে
ভৈরবী কহিলা ধীরে মধুর বচনে—
"মঙ্গল সদত তব করুণ ভৈরব
একদিন কেন বাছা দেখি নাই তোমা?
ঘটেনিত বিঘ্ন কোন?—আছিলেত ভাল?"
কহিল শবর "দেবী তব আশীর্ব্বাদে
বিঘ্ন নাহি জানে ব্যাধ—নাহি জানে ব্যাধি।
একদিন পাদপদ্ম নারিনু পূজিতে,
ক্ষম মাত! অপরাধ,—কিন্তু কি কারণে,
শুনিলে বিস্মিতা তুমি হইবে আপনি।

সে দিন প্রভাতে মাত! পূজিয়া তোমায়
যাইতেছিলাম্ গৃহে—বাসনা হইল
দেখে যাই সিন্ধুতীর,—পূর্ব্ব নিশি তার
হয়েছিল সাগরেতে ভীষণ তরঙ্গ।
ভাবিলাম যদি কোন ডুবে থাকে তরী,
আরোহী তাহার যদি উঠে থাকে কূলে,
লইব যতনে তায় আপন কুটীরে।
তোমারি নিকটে মাত! শিখিয়াছে ব্যাধ
জীবনের এই ব্রত—তোমারি প্রসাদে
জন্মিয়া ঘৃণিত ব্যাধ লভিয়াছি আমি
সাধুভাবপূর্ণ হেন সুখের জীবন।
গেলাম সাগরতীরে—দেখিনু অদূরে
মানবের দেহ এক পড়িয়া সৈকতে।
বয়স অধিক নয় যুবার আকৃতি।
ভেবেছিনু মৃত দেহ—কিন্তু অগ্রসরি
দেখিনু বিস্ময়ে মাত! জীবিত সে নর।
কি আনন্দ জননী গো উদিল অন্তরে
নিরখি জীবিত তায় কি আর কহিব!
যতনে ডাকিনু তায় কুটীরে আমার,
কিন্তু কি আশ্চর্য্য মাত! মুদিয়া নয়ন—
কহিল সে নাহি চাহে পরের আশ্রয়
সাগরের তীর তার সুখের আশ্রম।

ভাবিলাম শোকাকুল—আবার ডাকিনু
বিরক্তে ইঙ্গিত মোরে করিল যাইতে।
কিন্তু তব শিক্ষা মাত! তুলিয়া তাহায়
লইনু কুটীরে মম, দুই দিন তথা
আছিল সে শয্যাগত,—সে দুদিন তার
দেখি নাই হাসি কান্না; অনুভব হয়
কি এক বিষম দুঃখে পীড়িত সে জন।
আমি মূর্খ ব্যাধ—নাহি বুঝিলাম তার
কিসের যাতনা এত—জিজ্ঞাসিতে তায়
অঙ্গুলি তুলিয়া শূন্যে ভয়ঙ্কর রবে
কহিল চীৎকার করি (আমার জীবন!)
কি যে সে কঠোর রবে—কি শুষ্ক বদনে
দেখাইল শূন্য পানে—কি যে ভাব তার!
ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলের রবে সিংহের গর্জ্জনে
অক্ষুব্ধ আমার এই নির্ভীক হৃদয়,
এমনি হইয়া গেল ভয় বিহ্বলিত
পুতুলের মত শূন্যে রহিনু চাহিয়া।
হইলাম জ্ঞানশূন্য—শ্রবণে আমার
বাজিতে লাগিল শুধু সেই কণ্ঠরব।
চেতন পাইয়া যবে পার্শ্বে চাহিলাম
নাহি দেখিলাম আর সে অদ্ভুত নরে।
সেই দিন হ'তে মাত! কত যে তাহার

করিনু সন্ধান—কিন্তু না পাইনু দেখা।”
“শবর!” ভৈরবী ধীরে কহিলা তখন
“কত যে অভাগা নর আছে ভূমণ্ডলে
নাহিক নির্ণয় তার, মানব অন্তরে
বহিতেছে দুরাশার স্রোত নিরন্তর
অবোধ মানব কিন্তু দেখে না ভাবিয়া
সুলভ দুর্ল্লভ তার কোন্‌টি কামনা।
যে আশা যখনি হৃদে হয় জাগরিত
উন্মত্ত অন্তরে তারি করে অভিলাষ।
পরিণাম তাহাদের দারুণ যন্ত্রণা।
এযুবা হয় ত কোন দুরাশায় পড়ি
হয়েছে উন্মাদ; আহা এ ভ্রান্তি নরের
বড়ই অনিষ্টকর। এই মাত্র আমি
অজানিত কণ্ঠরব শুনিলাম কার,
প্রলাপ কহিতেছিল কঠোর বচনে।
শিখর হইতে ধ্বনি হইল উত্থিত,
এই বুঝি হবে সেই উন্মাদ যুবক।”
শবর সুদীর্ঘ লম্ফে ছুটিল উল্লাসে
যোগেশের অন্বেষণে শিখর উপরে।
ভৈরবী চিন্তিতমনে দেব মূর্ত্তি পদে
রাখি শির, শৈলতলে করিলা শয়ন।
বিস্ময়পূরিত কথা যোগেশের যাহা

কহিল শবর, তাই ভাবিতে লাগিলা।
বারেক ভাবিলা "বুঝি উন্মাদ যোগেশ"
তখনি ভাবিলা "যদি এই কণ্ঠরব
এখনি শুনিনু যাহা, হয় যোগেশের
নহে সে উন্মাদ কভু, অন্তর তাহার
নিরাশায় বিষদন্তে হয়েছে এমন।"
কত শত চিন্তা মনে জাগিল নিখিল
কত অশ্রু বিন্দু নেত্রে ঝরিয়া পড়িল।
মুছিয়া নয়ন শেষে বদ্ধাঞ্জলি করি
সম্বোধি ভৈরব দেবে আরম্ভিলা গীত

গীত *

ভবেশ ভবানী পতি ভবভয় তারণ,
দুস্তরে সংসারে ঘোরে পতিতের পাবন।
অকূল সাগরে পড়ি, অবলা হৃদয় তরী,
তরঙ্গে আকুল নাথ কর কূল প্রদর্শন।
অস্তগত সুখতারা, অন্ধকারে পথ হারা,
করুণা বিতরি বিভো! কর প্রভা বিতরণ!

---

* রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

পঞ্চম সর্গ

রমণী হৃদয়।

উচ্চ অট্টালিকা এক জাহ্নবীর কূলে
দাঁড়াইয়া, মনোহর গঠন তাহার;
বিমুক্ত গবাক্ষ গুলি হরিতবর্ণের
প্রাসাদের বর্ণ শ্বেত, কক্ষে কক্ষে তার
জ্বলিতেছে দীপ মালা, উজ্জ্বল আলোকে।
পড়িয়াছে চন্দ্রকর অট্টালিকা অঙ্গে,
নৈশ গগনের স্নিগ্ধ মলয় সমীর
প্রবেশিছে ধীরে ধীরে সে গবাক্ষ পথে।
কলকল নাদে গঙ্গা অট্টালিকা মূলে
আঘাতি হিল্লোল ধীরে চলেছে বহিয়া।
প্রাসাদের তিনপার্শ্বে সুরম্য উদ্যান,
উচ্চতরুকুল তায় বিবিধ জাতীয়
কুসুম শোভিত শাখা করি প্রসারিত
অট্টালিকা পানে, সবে আছে দাঁড়াইয়া।
বাতাসে সে শাখাগুলি হেলিয়া তুলিয়া,
পড়িতেছে উঠিতেছে অঙ্গে প্রাসাদের,
মালাকার যথা, দেবী প্রতিমার অঙ্গে
সযতনে অলঙ্কার দেয় পরাইয়া।

সরিয়া পশ্চাতে পুনঃ করে নিরীক্ষণ;
অগ্রসরি পুনঃ সেই প্রতিমার কাছে
শোভাহীন অলঙ্কার ধীরে লয় তুলি,
বাছিয়া বাছিয়া পুনঃ নব অলঙ্কার
ধীরে পরাইয়া দেয় প্রতিমার অঙ্গে।
তেমতি সেই তরুকুল সাজাইছে যেন
কুসুম-ভূষণে সেই অঙ্গ-প্রাসাদের।
সেই প্রাসাদের এক বিস্তৃত প্রকোষ্ঠে
বিংশতি বর্ষীয়া এক যুবতী রমণী
পালঙ্গে হেলায়ে পৃষ্ঠ বসি দীপলোকে
পড়িতেছে "**বিষবৃক্ষ**"।
যেই পরিচ্ছেদে
নির্জ্জন উদ্যানে একা হেরিয়া কুন্দেরে
নগেন্দ্র করিল দেখা—যুবতী তখন
সেই পরিচ্ছেদ পাঠে আছিলা মগন।
কুন্দ যেই খানে যুঝি হৃদয়ের সনে
ডুবিতে সরসি জলে নামিছে সোপানে
শিহরিল পাঠিকার দেহ সেই খানে।
নিঃশব্দে নগেন্দ্র যেই আসিয়া পশ্চাতে
কুন্দনন্দিনীর পৃষ্ঠে স্থাপিলা অঙ্গুলী
কুন্দ সে পরশে কিন্তু নারিল মরিতে,
ঘৃণায় যুবতী গ্রন্থ নিক্ষেপিলা দূরে।

অমনি হেরিলা পার্শ্বে দাঁড়ায়ে নর্ম্মদা।
উঠিয়া পালঙ্ক হ'তে পরম আদরে
ধরি নর্ম্মদার কর পার্শ্বে বসাইল।
দুইটি রমণী মূর্ত্তি—কিন্তু দুই ভাবে
শোভিল সে দীপালোকে, নীরব প্রকোষ্ঠে
দেহ মাত! শ্বেতভুজে কবীশ জননী
অধমে করুণাবিন্দু, চিত্রি দুজনায়।
না চাহি সে কৃপা, মাতঃ! প্রভাবে যাহার
বঙ্গ-কবি-রত্নাকর **বঙ্কিম** রচিলা
আয়েষা সুন্দরী, কিম্বা যে প্রসাদে তব
শ্রীমধুসূদন চিত্রি অপূর্ব্ব প্রমীলা
রাখিলা অক্ষয় কীর্ত্তি সাহিত্য-সংসারে।
যে কৃপায় **হেমচন্দ্র** চিত্রি ইন্দুবালা
স্থাপিলা অমূল্য রত্ন সাহিত্য-ভাণ্ডারে।
অথবা যে কৃপাবলে উন্মত্ত হৃদয়ে
নবীন ঢালিলা বঙ্গে জ্বলন্ত কবিতা।
ভাগ্যহীন আমি, মাত! সে দুরাশা মম
পঙ্গুর বাসনা সম আকাশ কুসুমে।
এ কৃপা কর, যেন পারি চিত্রিবারে
সে যুগল মূর্ত্তি ইহা প্রতিবিম্ব যার।
আশৈশব বীণাপাণি তোমার চরণ
পূজিয়াছি নিশি দিন নয়নের জলে,

আশৈশব হৃদয়ের শোণিত ঢালিয়া
করিয়াছি ধৌত তব চরণ পঙ্কজ।
অকূল সাগরে পড়ি শিশুকাল হ'তে
তরঙ্গে তরঙ্গে বক্ষঃ গিয়াছে ভাঙ্গিয়া,
ভুজঙ্গ গরল হ'তে তীব্রতর বিষ
বহিতেছে হৃদয়ের শিরায় শিরায়।
অনলে গরলে বক্ষঃ জ্বলিয়া ডুবিয়া
কি যে হইয়াছে এই প্রাণের ভিতর,
বর্ণিব কি, তাহা তব নহে অগোচর।
এহেন জীবনে মাত! এত যন্ত্রণায়
ভুলি নাই ক্ষণকাল তোমার চরণ,
ভীম যাতনায় যবে কেঁদে ওঠে প্রাণ,
উদ্দেশে চরণ তব চেপে ধরি বুকে.
তখন আনন্দ যেই বিরাজে অন্তরে
স্নিগ্ধ হয় বহ্নি তায়, মিষ্ট হয় বিষ।
এস মাত! একবার করুণা বিতরি
হৃদয়-আসনে মম, স্নিগ্ধ কর প্রাণ।
হেন দুঃখী সাধকের হৃদয় ত্যজিয়া
ভ্রমিছ জননী আজ কাহার অন্তরে?
দুঃখের পবিত্র জলে ধুইয়া হৃদয়
পাতিয়াছি দিব্যাসন, এস শ্বেতভূজে!
জীবনের সব সাধ করি বিসর্জ্জন

তোমার চরণ মাত্র করেছি সম্বল!
ঐশ্বর্য্যের শিরোদেশে পদাঘাত করি
ভিক্ষুকের বেশে আজ সাধক তোমার।
এইরূপে এই ভাবে এমনি আনন্দে
চির দিন পারি যেন পূজিতে জননি!
তোমার চরণযুগ, ভোগের লালসা
প্রীতিপূর্ণ বক্ষে মম নাহি জাগে যেন।
নির্লিপ্ত হইয়া যেন হেন নিরুদ্বেগে
তব সাধনায় মম থাকে চিরমতি।
দুইটী সুন্দর মূর্ত্তি—দুইটী যুবতী
যৌবন উদ্যানে দুই বিকচ কুসুম,
দুজনাই রূপবতী; কিন্তু মন্দাকিনী
উষার নীহার-ধৌত প্রফুল্ল নলিনী
দলে দলে স্নিগ্ধ কান্তি পড়েছে বিকাশি
অনুরাগে স্ফীত বক্ষঃ গরবে উন্মুখ।
সায়হ্নের সূর্য্যমুখী নিষ্প্রভ নর্ম্মদা,
সঙ্কুচিত দলগুলি অবনত মুখ
হৃদয় পল্লবে ঢাকা সুষমা অস্ফুট।
মন্দাকিনী বসন্তের ফুল্ল সরোরুহ
নিদাঘের দগ্ধকান্তি কুমুদ নর্ম্মদা।
মন্দাকিনী শরতের পূর্ণিমার শশী
হেমন্তের অস্তগামী শশাঙ্ক নর্ম্মদা।

মন্দাকিনী প্রেমিকের প্রথম স্বপন,
নর্ম্মদা আয়াসলব্ধ বিরহীর স্মৃতি।
মন্দাকিনী তেজস্বিনী জলজ লতিকা
নর্ম্মদা অবনী পৃষ্ঠে শঙ্কিতা-ব্রততী।
মন্দাকিনী মনোহর নবীন মুকুর,
স্থানে স্থানে পারাভ্রষ্ট দর্পণ নর্ম্মদা।
মন্দার বদনে জ্যোতিঃ পড়েছে ফুটিয়া
নর্ম্মাদার আস্যে জ্যোতিঃ গিয়াছে শুকায়ে।
মন্দার নয়ন-প্রভা পড়িছে ঝরিয়া
নর্ম্মদার নেত্রে প্রভা যেন ঢল ঢল।
মন্দার অঙ্গের শোভা উঠিছে উথলি
নর্ম্মদার দেহ শোভা বহিছে ভাঁটায়।
যোগেশের পরিণীতা কামিনী নর্ম্মদা,
মন্দাকিনী যোগেশের আরাধ্যা রমণী।
প্রতিবেশী উভয়ের পিতা পরস্পরে
উভয়ে সৌহার্দ্দ বড় শিশুকাল হ'তে।
যোগেশ ত্যজিয়া গৃহ হৈলে নিরুদ্দেশী,
দেশ দেশান্তরে তার অন্বেষণ তরে
পাঠাইলা নানা লোক অগ্রজ তাহার।
কিন্তু কেহ না পাইল তাহার সন্ধান।
অবশেষে পুত্রশোকে আকুলা জননী
ত্যজিলা জীবন, ভগ্নী জননীর শোকে

ত্যজি সোদরের গৃহ, গেলা স্বামীগৃহে।
তদবধি পতি গৃহ ত্যজিয়া নর্ম্মদা
রহিত জনক গৃহে মুমূর্ষু জীবনে।
মন্দাকিনী নর্ম্মদার আশৈশব সখী
প্রাণের অধিক ভাল বাসিত তাহায়;
নর্ম্মদার জীবনের অর্দ্ধ মন্দাকিনী,
সুখের দুঃখের কথা নর্ম্মাদার হৃদে
উঠিত যখনি যাহা, আগ্রহে নর্ম্মদা
কহিত মন্দারে সব—মন্দাও তাহারে
সহোদরাধিক স্নেহে বেসেছিল ভাল।
নর্ম্মদায় মন্দাকিনী পার্শ্বে বসাইয়া
স্থিরদৃষ্টে কতক্ষণ রহিল চাহিয়া
মলিন বদনে তার—দেখিতে দেখিতে
জাগিল অনন্ত চিন্তা নিভৃত অন্তরে।
নর্ম্মদা—সরলা; বসি অবনতমুখে
গণিতেছে গালিচার লোহিতের রেখা।
জাগিল প্রথম চিন্তা মন্দার অন্তরে
নর্ম্মাদার **পরিণয়**—

বিবাহ বাসরে

কত যে হইল সুখ মন্দার হৃদয়ে
সকলি পড়িল মনে—অঙ্গে নর্ম্মাদার
কত যত্নে পরাইলা কত অলঙ্কার

সে অঙ্গে নাহিক এবে স্বর্ণের পাত!
কত যত্নে বেঁধেছিলা কেশভার তার,
কতই কুসুমে তায় করিলা শোভিত,
সেই কেশরাশি আজ রুক্ষ, তৈল বিনা।
কত কথা বলি তায়, কত দিব্য দিয়া
সঙ্গে করি লয়ে গেলা বাসর প্রকোষ্ঠে—
বাসর স্মরণে মন্দা হেরিলা যোগেশ
শিহরি উঠিল তার প্রাণের ভিতর।
ক্রমে ক্রমে যোগেশের মূর্ত্তি অবিকল
মন্দার স্মরণ-পথে হইল পতিত।
সুন্দর মূরতি, সেই গম্ভীর বদন,
আয়ত লোচনদ্বয়, বিস্তৃত ললাট,
আরক্তিম ওষ্ঠাধর, শ্মশ্রু রেখা তায়,
উদার স্বভাব তার, বিনম্র আকৃতি,
অমৃতপূরিত ভাষ, মৃদু কণ্ঠস্বর,
স্নেহালাপ, ভক্তি শ্রদ্ধা মন্দাকিনী প্রতি,
জ্ঞানপূর্ণ লিপি, তার সাধু উপদেশ
সহোদরাধিক স্নেহ, আনন্দ মিলন,
ভাবিতে ভাবিতে শেষে জাগিল স্মরণে
যোগেশের **শেষ লিপি**—কাঁপিল হৃদয়।
নর্ম্মদার মুখ হ'তে সরায়ে নয়ন
দীপ শিখা পানে দৃষ্টি করিলা স্থাপিত।

প্রত্যেক অক্ষর প্রতি ছত্র লেখনীর
জাগিল অন্তরে—ক্রোধে অস্ফুট বচনে
উচ্চারিলা **"প্রতারক!"**—নর্ম্মদা অমনি
চাহিলা আগ্রহ নেত্রে মন্দার বদনে।
দেখিলা আরক্ত মুখ উজ্জ্বল নয়ন
জ্বলিতেছে দীপালোকে অনলের মত।
ভীম কণ্ঠে মন্দাকিনী পুনঃউচ্চারিলা
"যোগেশ! এই কি তব নিরমল স্নেহ!"
সরলা নর্ম্মদা নাহি পারিল বুঝিতে
কেন নিন্দে মন্দাকিনী প্রাণেশে তাহার।
ভাবিলা—নিষ্ঠুর মনে ত্যজিয়া তাহায়
নিরুদ্দেশ প্রাণপতি—তাই মন্দা ক্রোধে
করিছে ভৎর্সনা তাঁয়; বাহু প্রসারিয়া
ধরিল মন্দার গ্রীবা আদরে জড়ায়ে।
সরিলনা কথা মুখে—নয়ন বহিয়া
উথলিয়া নেত্রজল পড়িল ঝরিয়া।
ভুলিয়া সকল চিন্তা স্নেহে মন্দাকিনী
ধরি বক্ষে নর্ম্মদায়, চুম্বিল বদন।
মুছাইয়া দিল যত্নে স্নাত-পদ্ম-নিভ
নর্ম্মদার অশ্রুশিক্ত চারু মুখখানি।
সুদীর্ঘ চুম্বনে চুম্বি নয়নপল্লব
ক্ষণেক রহিলা চাহি বিমল বদনে,

পুনঃ অশ্রু উথলিল নেত্রে নর্ম্মদার
মন্দাকিনী স্বীয় গণ্ডে চাপি গণ্ড তার
ধীরে স্নেহপূর্ণ ভাষে ডাকিলা "নর্ম্মদা!"
তুলিয়া আনত আঁখি মন্দার বদনে
ভীত দৃষ্টে দীন নেত্রে চাহিলা নর্ম্মদা।
সেই দৃষ্টি তার যেন কহিল কাঁদিয়া
"মন্দাকিনী প্রাণেশেরে নিন্দিওনা আর।"
ধীরে ধীরে মন্দাকিনী ডাকিয়া আবার
জিজ্ঞাসিলা স্নেহভাষে "পাইলে কি ব্যথা?"
মন্দার হৃদয়ে মুখ লুকায়ে নর্ম্মদা
কাঁদিয়া উঠিল—তায় মন্দাও কাঁদিলা।
কতক্ষণে দুজনায় রহিলা নীরবে।
শেষে দীর্ঘশ্বাস ত্যজি কহিলা নর্ম্মদা
" কেন নিন্দ মন্দাকিনী প্রাণেশে আমার?
তাঁর কিবা অপরাধ?—আমি অভাগিনী!
আমার অদৃষ্টে বিধি না লিখিলা সুখ।
নহিলে—তেমন পতি—মূর্ত্তিমান দেব
কেন হইবেন বাম অভাগিনী প্রতি।
অবশ্য আমারি কোন ছিল অপরাধ!
কি শাস্ত্র না প্রাণেশের আছিল অধীত?
কিগুণ নাথের মম না ছিল সজনী?
কত মিষ্ট কথা গুলি, কেমন স্বভাব,

মৃদু মন্দ গতি কিবা, কি মধুর মন!
দিনেকের তরে নাহি শুনিনু কখন,
একটি কঠোর কথা প্রাণেশের মুখে
দাস দাসী প্রতিবাসী আত্মপরিজন
সকলেই প্রাণেশের কহিত সুযশ।
এত গুণবান ভগ্নি! প্রাণেশ আমার
তাঁর নিন্দা অভাগীর বড় বাজে প্রাণে"।
শুনি নর্ম্মদার কথা বিস্মিত নয়নে
নিরখিলা মন্দাকিনী বদনে তাহার;
গাঢ় পতিভক্তি তার ভাবিতে ভাবিতে
মনে মনে প্রশংসিলা কতই তাহায়!
গাঢ় আলিঙ্গনে শেষে হৃদয়ে আপন
অলিঙ্গিয়া নর্ম্মদার করুণ বদন,
কহিল, তাহায় ধীরে স্নেহপূর্ণ-ভাষে
"আর দুষিবনা ভগ্নি! যোগেশে তোমার
না বুঝিয়া কহিয়াছি মন্দ বাক্য তাঁয়,"
আদরে প্রগাঢ় স্নেহে চুম্বিলা আবার।
সে আদরে সে চুম্বনে নর্ম্মদার নেত্রে
উথলি অজস্র অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।
স্বীয় স্কন্ধে নর্ম্মদার মস্তক রাখিয়া
পরম আদরে তায় করিল সান্ত্বনা।
ধীরে ধীরে সরাইয়া কুন্তল তাহার

ক্ষণকাল মুগ্ধ নেত্রে রহিল চাহিয়া,
নর্ম্মদার বিমলিন বদন মণ্ডলে।
নর্ম্মদা কাতর কণ্ঠে কহিলা তখন,
“মন্দাকিনী! দিন দিন জীবন আমার
হইতেছে দুর্ব্বিষহ বিষম সন্দেহে,
কি যে চিন্তা, কি যে শঙ্কা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
জাগিতেছে এ অন্তরে কি আর কহিব!
জীবিত কি প্রাণেশ্বর এতদিন মম?
কোথায়—কিভাবে নাথ—সুখে কিম্বা দুখে!
অথবা এ অভাগীর ভেঙ্গেছে কপাল।”
রুদ্ধ হৈল কণ্ঠস্বর, ঝরিল নয়ন
কহিল আবার মন্দা “অন্তরে আমার
সুধু অমঙ্গল চিন্তা জাগে দিবানিশি।
অশান্ত এ হৃদয়ের দুরন্ত আবেগ
পারিনা সহিতে আর; বুঝিতাম যদি
হতভাগিনীর ভাগ্য ভেঙ্গেছে নিশ্চয়
তা হ’লে ত সুখ দুখ সকলি ঘুচিত
তা হ’লে ত আজ সখি হাসিতে হাসিতে
প্রাণেশের অনুগামী হতেম আনন্দে!
কিন্তু প্রাণনাথ যদি থাকেন জীবিত,
ফিরিয়া আসেন যদি আলয়ে আবার।
তখন শুনিলে মম মরণ সংবাদ

ব্যথিবে যে সখি তাঁর কোমল অন্তর!
শুধু সেই আশালোক চাহিয়া চাহিয়া
ধরিয়াছিলাম প্রাণ,—কিন্তু কতক্ষণ
বাঁচে তৃণে ভর করি ডুবিছে যে জন!
ভবেশের মুখ পানে আবার যখন
চেয়ে দেখি—মধুমাখা হাসিটুকু তার
ঢল ঢল চক্ষুঃ দুটি—আধ আধ কথা
ক্ষুদ্র হস্ত পদ গুলি করি সঞ্চালিত
বাছার সে উল্লসিত মধুর ক্রীড়ন
হেরি মনে হয় নাথ জীবিত নিশ্চয়।
এত যে সুন্দর বাছা হইল আমার
না দেখি প্রাণেশ তায় ত্যজিবে কি প্রাণ?
কিন্তু এ সংশয় সখি কেমনে আমার
হবে অপনীত? কোথা পাব মন্দাকিনী
আমার জীবিত-নাথে? কে আছে আমার?
কে দিবে বলিয়া তিনি কোথায় কি ভাবে!"
নয়নের ঢল ঢল অশ্রু উথলিল
চাপিয়া মন্দার বক্ষে করুণ বদন
কাঁদিয়া উঠিলা বালা; হৃদয়ে ধরিয়া
নর্ম্মদার স্ফীতমুখ মন্দাও কাঁদিলা।
ক্ষণকাল পরে মন্দা অঞ্চল বসনে
দিল যত্নে মুছাইয়া অশ্রু নর্ম্মদার

প্রবোধিল তায়—"ভগ্নি ! যোগেশ নিশ্চিত
আছে কোথা গুপ্তভাবে, নহে সে অবোধ
অবশ্য আসিবে ফিরে কিছু দিন পরে।
নিশ্চয় অভীষ্ট কোন সাধিতে তাঁহার
আছেন সংযত তিনি—হয়োনা নিরাশ।
দেশ দেশান্তরে আমি পাঠাইব চর
অচিরে সন্ধান তাঁর করিব নর্ম্মদা,
ধন জন এ ঐশ্বর্য্য সকলি আমার
অসঙ্কোচে বিতরিব তাঁহার সন্ধানে।
তোমারে করিতে সুখী—জীবন আমার
যায় যদি—তাহাতেও সুখী মন্দাকিনী।"
নর্ম্মদা সজল নেত্রে মন্দার বদনে
চাহিলা বারেক, যেন অন্তর চ্ছুরিয়া
অবলার কৃতজ্ঞতা ভাতিল নয়নে।
ধীরে মন্দাকিনী চুম্বি বদন তাহার
কহিলা "নর্ম্মদে যাও শয়ন মন্দিরে,
ভবেশ পড়িয়া আছে একাকী তথায়
পতি শোকে অযতন করোনা সন্তানে।"
মুছিয়া নয়ন ধীরে চলিলা নর্ম্মদা
স্থির দৃষ্টে মন্দাকিনী রহিলা চাহিয়া !
নর্ম্মদা নয়ন-পথ হইলে অতীত
বহিল মন্দার বক্ষে ঝটিকা তুমুল।

"কার অপরাধ ?" মন্দা ভাবিলা তখন
"যোগেশের এদুর্দ্দশা কার অপরাধে ?
এ সন্তাপে নর্ম্মদার কে হ'বে নারকী ?
যোগেশের ধর্ম্মশীলা প্রাচীনা জননী
পাইলা যে এতক্লেশ ত্যজিলা যে প্রাণ,
তার তরে কোন্ জন হইবে পাতকী ?
আমি ?—কিন্তু অপরাধ !—আমি যে পাষাণী
তাহে সন্দেহ কি আর ! কিন্তু নারী মন—
অবলার অরক্ষিত দুর্ব্বল অন্তর
এমনি পাষাণে বাঁধা নহে কি উচিত ?
সতীত্ব নারীর যদি শুধুই ধরম
রমণীর সে অমূল্য সতীত্ব ধরম
রক্ষিতে—পাষাণে কিম্বা ততোধিক কোন—
কঠিন খণিজে যদি বেঁধে থাকি মন
আছে কি অধর্ম্ম তায় ?—যদিই রহিল
তাহ'তে সতীত্ব ধর্ম্ম নহে কি প্রবল ?
আর সেই হতভাগ্য অবোধ যোগেশ
কেনই বাসিল ভাল এতই আমারে
কি আছে আমার—কিবা নাই নর্ম্মদার ?
আমা হ'তে রূপবতী বরঞ্চ নর্ম্মদা,
অথবা সে আমা হ'তে হইল কুরূপা,
কিন্তু যেই ভালবাসা দিয়াছে নর্ম্মদা

স্বর্গ বিনিময়ে তাহা দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত।
নর্ম্মদা ব্যতীত এই অখিল সংসারে
তেমন গভীর প্রেম কে দিবে যোগেশে ?
নির্ব্বোধ যোগেশ ! নাহি বুঝিল সে কথা।
আমি !—দুরাশা তাহার—অবোধ যোগেশ,
শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান সবই অসার তাহার,
আমি—কি দিব তাহায় ? কিবা—পারি দিতে !
নিরমল ভাতৃ স্নেহ ? দিয়াছি ত তাহা,
নির্ব্বোধ যোগেশ কিন্তু তুষ্ট নহে তায় !
ততোধিক দিতে আর কি আছে আমার ?
সতীর সোদর স্নেহ হইতে অধিক
পর পুরুষেরে আর আছে দিবার ?
প্রণয় !—কি—মন্দাকিনী এতকি ইতর,
এত পাপিয়সী—এত কি ঘৃণিত মন্দা ?
অবোধের পাপ তৃষ্ণা পুরাবার তরে
ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া পিশাচীর মত
পাশব পিপাসা বক্ষে করিবে ধারণ ?
কিছার যোগেশ !—ছার রাজরাজেশ্বর !
মন্দার হৃদয় নহে এতই ঘৃণিত।
যায় যাবে নর্ম্মদার সুখের সংসার,
ভাঙ্গে নর্ম্মদার ভাগ্য যাক্‌না ভাঙ্গিয়া,
হারায় হারাক্ প্রাণ অবোধ যোগেশ,

তা'বলে কি অপবিত্র করি চিত্ত মম
অমূল্য নারীর ধর্ম্ম দিব বিসর্জ্জন?
যোগেশ—পিশাচ—তোর এই ভালবাসা!
স্নেহপূর্ণ মধুমাখা সে বচন তব
কে জানিত তোষামোদ?—কে ভাবিত আগে
সেই নীতি কথা তোর্—সেই উপদেশ
কুহকবিস্তার শুধু ছলিতে অবলা!
প্রতারক!—ভেবিছিলে অবোধ রমণী;
মোহ মন্ত্রে মুগ্ধ করি কৌশলে তাহার
হরিবে সতীত্ব রত্ন—কত অনুরাগে
কতই কৌশল করি বুঝাইতে মোরে
মনুষ্য সংসারে তুমি দেব অবতার।
কত উপহার দিতে বাছিয়া বাছিয়া!
কত আত্ম-বিসর্জ্জন কথায় কথায়
দেখাইতে প্রতিদিন আকর্ষিতে মন!
কিন্তু মন্দাকিনী এই জীবনে তাহার
মুহূর্ত্তেও পাপচক্ষে হেরেনি তোমারে।
অসহায় রমণীর সতীত্ব-রতন
রক্ষিতে জীবনে তার নাহি কি আয়ুধ?
হোক্‌না সে অশিক্ষিতা—হোক্‌না দুর্ব্বলা,
প্রতিপ্রাণা রমণীর দুর্দ্দম হৃদয়ে
যে যতনে রাখে নারী সতীত্ব রতন

কি সামর্থ্য তস্করের পরশে তাহায়!
কিন্তু আহা! অবোধেরে কি হ'বে দুষিয়া!
কে কোথায় ভ্রমশূন্য কুটীল সংসারে?
এইপাপে পাপী শুধু আছিল যোগেশ
অপর বিস্তর গুণ আছিল তাহায়!
এখনো আমার এই নিভৃত অন্তরে
রাখিয়াছি ভগ্নীস্নেহ যোগেশের তরে।
ভাল বেসেছিল মোরে যোগেশ নিশ্চয়,
কিন্তু—পাপ তৃষ্ণা তার করি পরিহার
সোদরের স্নেহে যদি ভালবাসে মোরে,
এখনি ক্ষমিয়া তার ঘৃণিত আচার
আনন্দে পবিত্র স্নেহ প্রদানি তাহায়।
নর্ম্মদা আমার, আহা! স্নেহের পুতলী
প্রাণাধিক ভালবাসে আমারে অভাগী;
সে স্নেহের পুরস্কার কি দিলাম আমি!
যোগেশের দেখা যদি পাই একবার
চরণে পড়িয়া তার বুঝাই তাহায়;
কতদিন হ'ল আজ দেখি নাই তারে।
কত রুষ্ট কথা তারে ব'লেছি তখন
মরমে পীড়িত তায় হয়েছে যোগেশ।
দেখা হ'লে একবার ধরি করযুগ
ভিক্ষা করি ভাতৃস্নেহ কাঁদিতে কাঁদিতে।

যোগেশ নহে ত মূর্খ—যৌবন বিকারে
আজি যেন জ্ঞানহীন, কিন্তু যদি আমি
বুঝাই যতনে তায় অবশ্য বুঝিবে।
আমারি হয়েছে ভ্রম—সে সময় যদি
মিষ্টভাষে বুঝাতাম ধরি করযুগ,
হেন সর্ব্বনাশ তবে হইত কি আজ ?
সেই মম অপরাধ—সেই মম পাপ।
স্নেহের সামগ্রী যেই—আদরে তাহারে
বুঝাইলে অবশ্যই বুঝিবে সে জন।
আমা হ'তে নর্ম্মদার এই সর্ব্বনাশ
একথা হইলে মনে কেঁদে ওঠে প্রাণ।"
মুছিয়া নয়ন জল বদ্ধাঞ্জলি করি
মন্দাকিনী উচ্চৈস্বরে কহিতে লাগিলা।
"জগদীশ ! কর কৃপা নর্ম্মদার প্রতি,
দুখিনীর এ যন্ত্রণা কর বিমোচন,
কৃপা করি দেহ পিত ! যোগেশে সুমতি,
পাপতৃষ্ণা অবোধের করি তিরোহিত,
পাঠাইয়া দেও গৃহে—আমারে সে যেন,
ভগ্নীভাবে ভালবাসে আজীবন তার !"
অপাঙ্গের অশ্রুমুছি অঞ্চল বসনে,
পতি সম্ভাষণে মন্দা গেলা কক্ষান্তরে।

ষষ্ঠ সর্গ।

ভৈরব পর্ব্বত—দেব মন্দির।

ভীমা নিশিথিনী, গাঢ় তমসায় ঢাকা—
অভ্রভেদি গিরিদেহ,—খদ্যোৎ প্রভায়
জ্বলিতেছে তারা বৃন্দ সুদূর গগনে।
ভীষণা যামিনী যেন দেহ বিস্তারিয়া
পড়িয়াছে শৈল অঙ্গে চাপিয়া হৃদয়।
গিরি যেন অন্ধকারে হইয়া কাতর
ক্লান্তভাবে তুলিতেছে শৃঙ্গ ঊর্দ্ধপানে।
তমসায় সমাচ্ছন্ন ভৈরব মন্দির;
জ্বলিতেছে ক্ষীণালোক অভ্যন্তরে তার।
সে নিশিতে ভৈরবের ভীষণা মূরতি
হয়েছে ভীষণ-তর; দেব পদ প্রান্তে
বসিয়া ভৈরবী সেই গম্ভীর বদনে।
প্রস্তর মূরতি প্রায় দাঁড়ায়ে অদূরে
দুইটী মানবমূর্ত্তি—যোগেশ—শবর।
শবর উৎসুক নেত্রে বদ্ধাঞ্জলি করি
চেয়ে আছে একদৃষ্টে ভৈরবীর পানে।
যোগেশ অনন্য মনে দেবমূর্ত্তি মুখে
চেয়ে আছে স্থির দৃষ্টে গম্ভীর বদনে।

"যোগেশ?" গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলা ভৈরবী
তখনো যোগেশ চাহি একাগ্র নয়নে
ভৈরব দেবের সেই ভীষণ বদনে।
ভৈরবী দেখিলা চাহি—যোগেশ বিস্মিত,
রুদ্ধশ্বাস—স্থিরদৃষ্টি—স্তম্ভিত আকার
কি যেন অদ্ভুত দৃশ্য হেরিছে যোগেশ।
ভাবিলা—"মঙ্গল, দেব দেহ মতি তায়
উন্মত্ততা যোগেশের হোক্ অপনীত,
নবীন জীবনে এই সুখদ যৌবনে
এ বিকার অভাগার বড় ক্লেশকর।"
ক্রমে যোগেশের দৃষ্টি হইল কম্পিত,
কাপিয়া উঠিল বক্ষঃ—দুই করতলে
যোগেশ ধরিলা চাপি হৃদয় তাহার;
কাঁপিল সর্ব্বাঙ্গ—ক্রমে টলিল চরণ
উচ্চৈস্বরে "মন্দাকিনী!" কহিয়া কাতরে
ছিন্নমূল তরুপ্রায় পড়িল যোগেশ।
"ধর ধর" শব্দে ত্রস্তে উঠিয়া ভৈরবী
তুলিয়া লইলা অঙ্কে যোগেশের শির,
যোগেশ মূর্চ্ছিত সংজ্ঞা তিল মাত্র নাই,
ভৈরবী দেখিলা চাহি দেবমূর্ত্তি পানে।
দেবের প্রস্তর ময় মুদ্রিত নয়ন—
হেরিলা ভৈরবী যেন বিস্ফারিত এবে,

নয়ন মণিতে যেন জ্বলে বহ্নিকণা।
ব্যাগ্রে যোগেশের শির রাখি শৈলতলে
উঠিয়া ভৈরবী বদ্ধ করিয়া অঞ্জলি
আরম্ভিলা ভৈরবের স্তব তারস্বরে,

স্তব।

জয় ব্রহ্ম সনাতন, নিত্য নিরঞ্জন, সত্য সমাধান, শঙ্কর হে
জয় অনাদি অনন্ত, অব্যয় অচিন্ত্য, অচ্যুত-অশ্রান্ত-চিন্ময় হে
জয় মহিমা-সাগর, পরম পরাৎপর, অখিল সংসার-কারণ হে
জয় পাতক নাশন, করুণা নিধান, বিপদভঞ্জন, বিধাতা হে
বিভো! সম্বর সম্বর, ক্রোধ পরিহর, করুণা বিতর, পতিতে হে
পিত! আপনি সৃজিলে যে জীব দুর্ব্বলে, আপনি কি ছলে সংহার হে
অতীন্দ্রিয় নির্ব্বিকার তুমি হে শঙ্কর, ক্রোধ কি তোমার সম্ভবে হে
বিভো! সম্বর সম্বর ক্রোধ পরিহর, করুণা বিতর, পতিতে হে!

ভৈরবের নেত্রে বহ্নি হৈল অন্তর্দ্ধান,
দেখিতে দেখিতে শান্ত হইল মূরতি।
ভৈরবী পশ্চাৎ ফিরি হেরিলা যোগেশ—
বিস্ফারিত দুই নেত্রে, বিস্মিত বদনে,
স্থির দৃষ্টে চেয়ে আছে দেবমূর্ত্তি পানে।
"যোগেশ!" গম্ভীরে পুনঃ ডাকিলা ভৈরবী,
তীব্র দৃষ্টি ধীরে ধীরে সরায়ে যোগেশ
ভৈরবীর দুনয়নে করিলা স্থাপিত।
ভৈরবী গম্ভীর স্বরে কহিলা তখন;
"কে তুমি যোগেশ—কোথা নিবাস তোমার?

নবীন জীবনে তব কেন হেন দশা?
কোন্ অভিলাষে আজ এ শৈল শিখরে?
দেখিলে তোমায় হেন হয় অনুভব,
অন্তরে বিষম পীড়া হয়েছে তোমার।
কি ব্যথা পাইলে এত—কে দিল বেদনা?
কহ দেখি বিস্তারিয়া তোমার জীবনী।
প্রসন্ন করিয়া আমি ভৈরব দেবেরে
তোমার যন্ত্রণা ত্বরা করিব মোচন।”
“আমার যন্ত্রণা!” হাসি কহিলা যোগেশ,
শুষ্ক বদনের তার শুষ্ক ওষ্ঠাধরে
গেল হাসি মিলাইয়া অস্ফুট ছটায়।
“আমার যন্ত্রণা দেবি করিবে মোচন?
বৃথা চেষ্টা! এযন্ত্রণা নহে অপনেয়।
এই দীর্ঘকাল ধরি যে যন্ত্রণা মম
মিশিয়া রয়েছে মর্ম্মে শোণিতের সহ,
কাল ভুজঙ্গিনী মত অন্তর আমার
চিরি বিষ-দন্তে যাহা রয়েছে দংশিয়া,
কেমনে তাহায় তুমি করিবে মোচন?
শিক্ষা—দীক্ষা—জ্ঞান—ধর্ম্ম—শাণিত আয়ুধে
এতকাল এতকষ্টে যুঝিলাম আমি
ক্ষত হল বক্ষস্থল কিন্তু সে যন্ত্রণা
হইল না অপনীত—আজ কি প্রভাবে

তুমি সে যন্ত্রণা মম করিবে মোচন ?”
“দেবের অসাধ্য ভবে কি আছে যোগেশ”
কহি মৃদুস্বরে ধীরে বলিলা ভৈরবী।
“এত যে যন্ত্রণা তুমি পাইলে জীবনে
সকলি সে বিধি লিপি অদৃষ্টে তোমার।
তাঁহারি প্রসাদে পুনঃ হয়ত আবার
ফিরিবে তোমার ভাগ্য; ভৈরব সাক্ষাতে
কহ কি কামনা তব, হইবে সফল।
দেখিলে ত—হেরি তোমা প্রথমে ভৈরব
হইলা কতই ক্রুদ্ধ, অর্চ্চণায় পুনঃ
তখনি হইলা শান্ত; বুঝনা যোগেশ
তুষিলে অমরে সিদ্ধ হয় মনস্কাম।
কহ এবে বিস্তারিয়া বিবরণ তব
অচিরে পূজিয়া এই ভৈরব দেবেরে
মঙ্গল তোমার আমি করিব সাধন।”
যোগেশ দেখিলা চাহি ভৈরবের পানে,
নির্ভীক হৃদয় তার কাঁপিল আবার।
সভয়ে ফিরায়ে আঁখি অবনত মুখে
আপনার মনে ধীরে কহিতে লাগিলা।
“অকস্মাৎ কেন হেন অসম্ভব ভীতি
পাষাণ অন্তরে মম উপজিল আজ?
ভৈরব প্রস্তর মূর্ত্তি—তারে কেন হেরি

আমার ও শূন্য বক্ষঃ উঠিল কাঁপিয়া ?
তবে কি দেবতা সত্য—দেবনাম তবে
নহে কি মানব চিত্তে শুধুই সান্ত্বনা !
আছে যদি দেব—তবে আমি যে নিয়ত
সহিতেছি নিদারুণ যন্ত্রণা এমন,
তাহা কি দেবের চক্ষে হয়না পতিত ?
অথবা সে পাপী আমি,—দেবতার মন
পাতকীর দুখে নাহি হয় দ্রবীভূত ?
কিন্তু কেন সে ভাবনা তুলি পুনঃ আজ !
দেব প্রসাদের আমি নহেত প্রয়াসী।
কি হ'বে তুষিয়া দেবে ? দেবের সন্তোষে
কি ইষ্ট আমার আর হইবে সাধিত।
ইষ্টানিষ্ট যোগেশের—সুখ দুখ তার
ইহ জনমের তরে গিয়াছে ফুরায়ে।
জীবনের আশা তৃষ্ণা হৃদয় হইতে
যে দিন ফেলিনু ছিঁড়ি—সেই দিন হতে
ইহ পর লোক ভয় ঘুচেছে আমার।
তবে কেন বৃথা ভয়ে ভীত হই পুনঃ !
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য স্বর্গ বা নরক
আমার জীবনে আর নহে গণনীয়।
তবে দেবতার রোষে কিবা অমঙ্গল
ঘটিবে আমার আর ! বুঝিতাম যদি

দৈববলে জীবনের এ বাসনা মম
পূর্ণ হবে এক দিন—তা হ'লে এখনি
হৃদয় চিরিয়া মম শোণিত ঢালিয়া,
পূজিতাম ভৈরবের চরণ যুগল।
কিন্তু অসম্ভব তাহা—অসাধ্য দেবের
এ জীবনে যোগেশের পুরাতে বাসনা।
ধর্ম্ম কহে পরিহরি স্বার্থ ঐহিকের
না পূজিলে দেবতায়, নিষ্ফল সে পূজা।
কিন্তু মন্দাকিনী-পূর্ণ জীবনে আমার
স্বার্থহীন উপাসনা সাধ্যাতীত মম।
দেবপূজা পারত্রিক মঙ্গলের তরে
মন্দা শূন্য পারত্রিকে নাহি প্রয়োজন।"
যোগেশের সে স্বগত তর্ক হৃদয়ের
ভৈরবী অনন্য মনে শুনিলা সকল।
অবশেষে যোগেশেরে কহিলা সম্ভাষি
"যোগেশ ভুলিলা তুমি—দেবের অসাধ্য
ঐহিকে কি পারত্রিকে আছে কোন্ কায্?
যন্ত্রণায় যন্ত্রণায় অন্তর তোমার
হইয়াছে হিতাহিত জ্ঞান বিবর্জ্জিত।
দুর্লভ কামনা করি পূজিলে দেবেরে
দৈব অনুগ্রহে শেষে তাহাও সুলভ।
জগতের ইতিহাস করনা স্মরণ

কত অসম্ভব কত অসাধ্য সাধনা,
সাধিয়াছে ক্ষুদ্র নর দেবের প্রসাদে।
এখন কহিলে যাহা বুঝিলাম তায়
তোমার এ যন্ত্রণার কারণ রমণী।
মন্দাকিনী!—কে সে নারী? পত্নী কি তোমার
পত্নী যদি, তবে কি সে না দিল প্রণয়!
কিন্তু বঙ্গনারী কুলে কে হেন রমণী
করিল পতির প্রেমে এত অনাদর?
অসম্ভব!—পত্নী নহে, নিশ্চিত সে নারী
পরের রমণী, কিন্তু আরাধ্যা তোমার।
তাই যদি—ভ্রান্ত তুমি হইলে প্রথমে;
এ পিপাসা অঙ্কুরিত হইল যখন
তখনি উচিত ছিল করিতে বিনাশ।
সত্য,—বিধি নিয়োজিত নহে এ সমাজ;
কিন্তু যেই প্রণালীতে হয়েছে গঠিত
বিপর্য্যয় কর যদি একটি বন্ধন,
শিথিল হইবে তার গ্রন্থি সমুদায়।
কিন্তু হেন উপদেশ নিষ্ফল এখন,
বল এবে কোন্ ব্রতে হয়েছ সংযত!
জীবনে এখন তব কিবা অভিলাষ?
পারি যদি ভৈরবেরে তুষিয়া পূজায়
অচিরে বাসনা তব করিব পূরণ।”

নৈরাশ্যব্যঞ্জক স্বরে কহিলা যোগেশ
"এ জীবনে অভিলাষ নাহি তিল আর,
যত দিন বেঁচে রব—এই নিরজনে
নিভৃত গুহায় দিন করিব যাপন।
কিন্তু জন্মান্তরে এই বাসনা আমার
হবে কি না পূর্ণ. সাধ জানিতে সে কথা।"
ভৈরবী কহিলা "বল কে সে মন্দাকিনী
কোথায় নিবাস তার, কাহার তনয়া
অথবা সে পত্নী কার্; জ্যোতিষে গণিয়া
দেখি তব পরকাল। ভৈরব প্রসাদে
জ্যোতিষের কূট তত্ত্ব আয়ত্তে আমার।"
বক্ষের বসন হ'তে টানিয়া যোগেশ
একখানি চিত্রপট দিলা ফেলাইয়া।
সাগ্রহে ভৈরবী তাহা তুলিয়া হেরিলা
রমণীর প্রতিমূর্ত্তি। পৃষ্ঠদেশে তার
রমণীর হস্তাক্ষরে রয়েছে লিখিত
নাম ধাম কার কন্যা কবে জনমিল
কত বর্ষে কার সনে হৈল পরিণয়।
প্রত্যর্পিয়া চিত্রপট অঙ্কপাতি শৈলে
যোগেশের জন্মান্তর গণিলা ভৈরবী।
ক্ষণকাল পরে মৃদু হাসিয়া কহিলা
"যোগেশ গণনা শুভ—জন্মান্তরে তব

মন্দাকিনী পরিণীতা হইবে তোমার ।
কিন্তু ইহ জীবনের কর্ত্তব্য তোমার
কিছুমাত্র না সাধিলে তাহে রুষ্ট বিধি ।
তোমার সে পাপ আমি করিতে খণ্ডন
অদ্যাবধি অষ্ট নিশি পূজিব ভৈরবে ।
এখন তোমরা যাও আপনার স্থানে,
যোগেশ তোমার সনে নবম দিবসে
করিব সাক্ষাৎ আমি গহ্বরে তোমার ।
শবর এখন তুমি যাও নিজ গৃহে
অষ্টাহ নিকটে আর আসিওনা মম ।”
ভৈরবী এতেক কহি ত্বরিত চরণে
প্রবেশিলা মন্দিরের নিভৃত প্রকোষ্ঠে ।
শবর চলিয়া গেল কুটীরে আপন,
যোগেশ মন্দির ত্যজি মন্দ পদক্ষেপে
ভাবিতে ভাবিতে স্বীয় গহ্বরে চলিলা ।
ভাবিলা “বিলম্ব কত মরণের আর,
জন্মান্তরে মন্দাকিনী হবে যদি মম
এখনি জীবন কেন হয়না বিয়োগ ।”
আশায় পূর্ণিত বক্ষঃ হইল ক্রমশ ;
উচ্চ গিরি শৃঙ্গ হতে দেখিলা চাহিয়া
নিম্নে উপত্যকা ভূমে, ভাবিলা বারেক
“এই গিরি শৃঙ্গ হ’তে পতন কেমন !”

সিহরিয়া কলেবর হৈল কণ্টকিত।
ভয় বিহ্বলিত চিত্তে চাহি শূন্য পানে
ধীরে ধীরে প্রবেশিলা আঁধার গহ্বরে।
ভৈরবী দেখিতেছিলা অন্তরাল হ'তে,
যোগেশ শবর যেই করিল প্রস্থান
প্রবেশিলা ধীরে ধীরে মন্দিরে আবার।
ব্যাঘ্র চর্ম্ম বিস্তারিয়া বসিয়া তাহায়
যোগেশের মন্দভাগ্য ভাবিতে লাগিলা।
ভাবিলা ভৈরবী "আহা কি গভীর প্রেম!
স্বার্থপর পুরুষের নির্দ্দয় অন্তরে
এত স্বার্থ শূন্য—এত গভীর প্রণয়
সম্ভবিতে পারে তাহা ভাবি নাহি কভু।
যোগেশ! পুরুষ রত্ন তুমিই সংসারে,
নারী হৃদয়ের তুমি অমূল্য রতন;
কিন্তু কি বিষাদ! এই মধুর প্রণয়
অনাদরে যোগেশেরি বক্ষে শুকাইল!
একটী রমণী নাহি পাইল আস্বাদ!"
ভৈরবীর জীবনের অতীত ঘটনা
একে একে স্মৃতি পথে হইল পতিত।
কত আশা—কত সুখ—কতই যন্ত্রণা
স্বপনের মত চিত্তে জাগিয়া উঠিল।
ভাবিতে ভাবিতে শেষে নয়ন হইতে

দুই বিন্দু অশ্রুকণা পড়িল ঝরিয়া।
কহিলা বিষাদে "আহা কত ভাগ্যবতী—
সে রমণী, যার তরে যোগেশ পাগল!
কিন্তু সে কি ভাবে তাহা?—কেমনে ভাবিবে
পরপ্রণয়িনী সে যে পরের রমণী!
জানিনা কেমন পতি দিলা বিধি তায়,
হয়ত সে আছে সুখী স্বীয়পতি প্রেমে;
যোগেশের মত কিন্তু প্রণয়ী রতন
নহে রমণীর ভাগ্যে সদত সুলভ!
পুরুষ অর্থের দাস—যশের ভিখারি
স্বার্থ গণনায় তার জীবন বিব্রত,
ভালবাসা কি যে বস্তু পুরুষে কি জানে!
পুরুষের প্রেম—তার ক্ষণিক পিপাসা,
তৃষ্ণা ফুরাইলে তার প্রণয়ো শিথিল।
হেন পুরুষের হৃদে এমন প্রণয়,—
কত আদরের ধন যোগেশ নারীর!
কেন বিধি নিরদয় এতই যোগেশে!
এত সুধাপূর্ণ বক্ষঃ সৃজিয়া তাহার
এ অনল-স্রোত কেন ঢালিলে তাহায়।
কেন মন্দাকিনী সনে অভাগা যোগেশে
পরিণয় ডোরে নাহি করিলে বন্ধন!
সেই পরিণয়ে সেই প্রেম উপজিত

স্বর্গের অনন্ত সুখ তুচ্ছ তার কাছে।
আহা! যোগেশের দশা কি যন্ত্রণাময়!
এ ভাবে সে কিছু দিন রহে যদি আর
হারাইবে হতভাগ্য জীবন নিশ্চয়!
নাহি কি সংসারে তার কেহ আপনার?
কিম্বা এ সম্বাদ তারা নহে অবগত!
থাকে যদি পরিজন—সন্ধান কহিলে
কত সুখী হবে তারা! জনক জননী
ছুটিয়া আসিবে হেথা লইতে সন্তানে!
কে দিবে সম্বাদ কিন্তু? পাঠাব কি ব্যাধে?
যোগেশ ত, নাহি দিল আত্ম পরিচয়,
জিজ্ঞাসিলে কহিবেনা তাহাও নিশ্চিত।
কোথায় নিবাস তার, কেবা পরিজন
কেমনে শবর তাহা করিবে সন্ধান।
কিন্তু যদি মন্দাকিনী পায় এ সংবাদ?
অথবা কি হ'বে তারে সংবাদ পাঠায়ে!
তবে যদি মন্দাকিনী যোগেশের গৃহে
এ সম্বাদ কোন মতে দেয় পাঠাইয়া।
তা হলেই হইবে ত অভীষ্ট সফল!
কিন্তু ব্যাধ কি উপায়ে মন্দাকিনী সনে
কহিবে এ সব কথা—সে ত কুলনারী;
সে কেন ব্যাধের সনে করিবে সাক্ষাৎ।

যাব কি আপনি তবে? কিন্তু কি আবার—
ফিরিব সংসারে? ইচ্ছা করে না যে আর।
নহিলে কি হবে কিন্তু যোগেশের দশা!
যে দেহ হয়েছে তার—কঙ্কাল কেবল
আছে অঙ্গে অবশিষ্ট—পক্ষান্তরে আর
বোধ হয় অভাগার রবেনা জীবন।
প্রথমে কোথাই যাই! পিতার ভবনে?
পিত! পিত! পিত! তুমি আছ কি জীবিত!
জননি! মা! মা!! মা! তুমি আছ কি এখনো!
(অশ্রুজলে ভৈরবীর নয়ন প্লাবিল)
অহহো!—না, না—না, তথা যাইবনা আর,
সে মমতা ত্যজি আর নারিব ফিরিতে।
তবে কোথা?—পতি গৃহে?—নিষ্ঠুর প্রাণেশ!
এখনো সপত্নী প্রেমে আছ কি মজিয়া?
ভ্রমেও কি অভাগীরে হয়না স্মরণ?
হৃদয়—যে শূন্য করি বেসেছিনু ভাল,
বুকে বুকে—রাখিতে যে হ'ত সদা সাধ!
প্রাণে—যে বাঞ্ছিত, তুমি ভূমে দাঁড়াইলে!
জীবন যে ঢেলেছিনু চরণে তোমার!
সপত্নী তাহ'তে আর কি দিল অধিক?
যাই—ছদ্মবেশে আসি দেখে একবার
সপত্নীর প্রেমে পতি কত সুখী আজ।

সপ্ত সর্গ ।

অসহ দৃশ্য ।

হইয়াছে চন্দ্রোদয় ;—ভৈরব শিখরে,
রজত কৌমুদী রাশি পড়েছে বিথারি ।
অর্দ্ধ অঙ্গ পর্ব্বতের হাসিছে আলোকে
অপরার্দ্ধে পড়িয়াছে তমসার ছায়া ।
নিরখিয়া চন্দ্রমায় যেন নিশিথিনী,
গিরির পশ্চাৎ-ভাগে আছে লুকাইয়া ।
রজত বরণ সেই শিখরে দাঁড়ায়ে
যোগেশ দেখিতেছিলা প্রকৃতির বেশ ।
দক্ষিণে অসীম ব্যাপি চারুচন্দ্র কর
অনন্ত সমুদ্র বক্ষে পড়েছে ছড়ায়ে ।
বামে গাঢ় অন্ধকার সুদূর ব্যাপিয়া
করিয়াছে যামিনীর ভয়ঙ্কর বেশ ।
মস্তক উপরে শূন্য অনন্ত বিস্তারি
ক্ষীরদ সমুদ্র মত কিরণে ভাসিছে ।
পদতলে শৈলমালা উঠিয়া পড়িয়া
নেত্র-পথ অতিক্রমি হয়েছে ধাবিত ।
চাহিয়া চাহিয়া ধীরে বসিলা যোগেশ
বসিয়া বসিয়া ধীরে করিলা শয়ন,

শৈল অঙ্গে পৃষ্ঠচাপি চাহি নভস্তলে।
আরো শূন্যময় যেন হইল আকাশ!
অধিক বিস্তৃত যেন হইল পরিধি!
শেষে দুই পার্শ্বে দুই বাহু বিস্তারিয়া
পদদ্বয় অধোভাগে করি প্রসারিত
সরোদনে "**মন্দাকিনী**!" বলি চীৎকারিলা।
শূন্য গগনের বক্ষে কঠোর শবদে
ছুটিল সে ভীমরব অনন্ত আকাশে।
সাগরে পড়িয়া রব তরঙ্গে তরঙ্গে
চলিল হিল্লোলে ভাসি অকূল সলিলে।
উঠিয়া পড়িয়া শৈলে প্রতিধ্বনি করি
ছুটিল সে ভীমরব সীমান্তে গিরির।
পল্লবে পল্লবে বৃক্ষে শিখায় তৃণের
জড়ায়ে জড়ায়ে রব ছুটিল প্রান্তরে।
মুদিয়া যুগল আঁখি স্তম্ভিত হৃদয়ে
শুনিলা যোগেশ তার মর্ম্মভেদী সেই—
জ্বালাময়ী চীৎকারের দূর প্রতিধ্বনী।
ভাবিলা প্রকৃতি তার বুঝিল যন্ত্রণা
যোগেশ হইলা শান্ত; খুলিয়া নয়ন
হেরিলা সম্মুখে এক মূর্ত্তি ছায়াময়।
অসঙ্কোচে নিরখিয়া কহিলা ছায়ায়
"কে তুমি আবার হেথা?—কার আত্মাপুনঃ?

কি শিক্ষা এসেছ দিতে?—কোন্ উপদেশ?
ঐহিক না পারত্রিক মঙ্গলের তরে!
যাঁরি আত্মা হও তুমি এ মিনতি মম
ক্ষুব্ধ করিওনা আর হৃদয় আমার!
নীতি কিম্বা ধর্ম্ম শিক্ষা আমার অন্তরে
হইবে নিষ্ফল শূন্যে অস্ত্রাঘাত মত।
এ জীবনে যন্ত্রণাই বিধির লিখন,
ইহলোকে, সুখ মম ভাগ্য বিবর্জ্জিত।”
“আমি ভাগ্য নিজে আজ সম্মুখে তোমার;”
কহিলা গম্ভীরে ছায়া। যোগেশ আগ্রহে
বসিলা উঠিয়া; ছায়া কহিলা আবার
“দিয়াছি বিস্তর ক্লেশ যোগেশ তোমায়।
নিখিল সংসারে কভু কাহারো অদৃষ্টে
লিখিনাই এ যন্ত্রণা, কিন্তু নিরখিয়া
মনের দৃঢ়তা তব হয়েছি প্রসন্ন।
জীবনো তোমার নহে দীর্ঘ-স্থায়ী আর,
অচিরে হইবে মুক্ত এ যন্ত্রণা হ’তে।
কহ নর, এবে কিবা অভিলাষ তব,
ইহ জীবনের তব একটী বাসনা
করিতে পূরণ আজ করিছি মানস।”
নীরবিয়া ক্ষণকাল, কহিলা যোগেশ
“ভাগ্য তুমি? কিন্তু মম আজীবন ধরি

সাধিয়া অনিষ্ট আজ প্রসন্ন কি হেতু?
কোন্ অপরাধে মম সাধিলে এবাদ।
পুনঃ কোন্ সাধনায় হইলে প্রসন্ন?
তুষিতে তোমায় কিম্বা অন্য কোন দেবে
করিয়াছি কোন্ পুণ্য হয় না স্মরণ!
ভাগ্য যদি তুমি, তবে কহ দেখি মোরে
এ যন্ত্রণা কোন্ দোষে লিখিলে কপালে?"
"অদৃষ্টে তোমার" ছায়া কহিলা গম্ভীরে
"বিধাতার কূট দৃষ্টি জনম অবধি।
পূর্ব্ব জন্মকৃত তাহা, দুষ্কৃতির ফল;
জীবনে সে বিবরণ দুর্জ্ঞেয় তোমার।
দেহ পরিহরি যবে যাবে প্রেতধামে
তখন শুনিবে কোন্ কৃতির এ ফল।
কহ এবে জীবনের অন্তিম সময়ে
আছে কোন অভিলাষ হৃদয়ে তোমার,
সাধ্যাধীন যদি তাহা, করিব সফল।"
কহিলা যোগেশ "ভাগ্য! জীবনে আমার
ছিল যদি কোন সাধ তাহা মন্দাকিনী।"
"বৃথা সে কামনা" ছায়া কহিলা সত্বর
"বিফল সে আশা মম জানি আমি তাহা"
কহিলা যোগেশ ত্বরা গম্ভীর বচনে।
"কিন্তু অন্য কোন সাধ জীবনে আমার

হয় নাই হইবে না মরণ অবধি।
জীবনান্তে অন্য সাধ হবে কি, সন্দেহ!
কহিলে জীবন মম নহে দীর্ঘ স্থায়ী
তাই যদি—ইচ্ছা করে দেখি একবার
মন্দার বদনখানি মরণের আগে
ইচ্ছা করে একবার দেখি মন্দাকিনী,
স্বামী সোহাগিনী হয়ে কত সুখী আজ।
আর ইচ্ছা—একবার করিতে শ্রবণ
অভাগা যোগেশে মন্দা করে কি স্মরণ!
কাঁদে কি না কাঁদে তার নিদারুণ মন
শুনি যোগেশের এই যন্ত্রণা ভীষণ ”
“তোমার যন্ত্রণা!” ছায়া উচ্চারিলা ধীরে
“ভ্রমেও না স্মরে মন্দা যন্ত্রণা তোমার।
ভ্রমেও না ভাবে তুমি কোথা কোন্ দুখে,
পতি অঙ্ক শুশোভিনী মন্দাকিনী এবে
বিপুল আনন্দে তার প্রসন্ন বদন,
বরঞ্চ কখন যদি জাগে কোন রূপে
তোমার যন্ত্রণা চিত্তে—তখনি সত্বর
বিষম ঘৃণায় তাহা করে অপসৃত।
যথা যবে সরিসৃপ নিদ্রিত জনার
আরোহিলে বক্ষস্থলে, শঙ্কায় সেজন
নিদ্রা ত্যজি সসব্যস্তে ফেলে তায় দূরে।”

"তাও জানি" ধীরে ধীরে কহিলা যোগেশ
"শুধু অপ্রণয় নাহি করে মন্দাকিনী
ভুজঙ্গ ভাবিয়ে মোরে করে পরিহার।
তথাপি আমার এই নিভৃত অন্তরে
রেখিছে অনন্ত প্রেম মন্দাকিনী তরে।
সে ভাবে পাপাত্মা আমি—পাশব পিপাসা
করিবারে চরিতার্থ অনুরক্ত তায়।
সেই দুখ—সেই ঘৃণা—সেই লজ্জা মম,
সেই চিন্তা অহর্নিশি অন্তরে আমার
দংশিয়া শোণিত সহ রয়েছে মিশিয়া।
প্রতিদান নাহি দিল নহি দুখী তায়,
দুখী শুধু তার সেই দারুণ ঘৃণায়।
আশা তৃষ্ণা বিসর্জ্জিয়া সজল নয়নে
পদপ্রান্তে পড়ি যবে কহিলাম তায়
"রূপের ভিখারি নই—নহি যৌবনের
দর্শন পর্শনে তব নহি অভিলাষী
শুধু এই হৃদয়ের—হৃদয় ঢালিয়া
উন্মত্ত সাধক মত, নিস্বার্থ প্রণয়ে
বসিয়াছিলাম ভাল অন্তরে অন্তরে।
আঁখির মিলনে কিম্বা মুখের বচনে
আশাতীত প্রতিদান হইত আমার।
তাও কি কঠিন এত?—ভাল একবার

কহ দেখি অন্তরেও ভাল বাস কি না”
কিন্তু যে উত্তর তার করিলা পাষাণী
মর্ম্ম-স্থলে আজো তাহা রয়েছে বিঁধিয়া।
এত যে কঠিন মন্দা আমি কিন্তু তারে
সুধা-স্রোতস্বিনী বই ভাবি নাই কভু।
কিন্তু বৃথা সে যন্ত্রণা ভাবি আরবার,
সুপ্রসন্ন যদি তুমি আজ মম প্রতি
মন্দার সে মূর্ত্তিখানি দেখাও বারেক।”
কঠোর বচনে ভাগ্য কহিলা তখন
“অবার—সে মন্দাকিনী? এখনো—সে নাম।
বিষবল্লী মত তোমা ভাবে যেই জন
ঘৃণায় তোমারে যেই করে পরিহার,
এ গভীর প্রেম তব তুচ্ছ ভাবি যেই
উপহাস করে তোমা অবোধ বলিয়া,
যার নিষ্ঠুরতা কাল ভুজঙ্গিনী মত
দংশিয়া জীবন তব করিল বিনাশ,
তারি অভিলাষ পুনঃ কর কোন্ লাজে?
প্রকৃতি যোগেশ তব এত কি ঘৃণিত?
অভিমান—কণামাত্র নাহি কি অন্তরে?
এত কি অপূর্ব্ব-নারী সেই মন্দাকিনী!
এতই কি রূপ তার—এতই কি গুণ?
জীবন ত হারাইতে বসিয়াছ এবে,

এখনো বাসনা তার্—ছিছি ধিক্ তোমা।”
মৃদু হাস্য হাসি ধীরে কহিলা যোগেশ
“মন্দাকিনী কি যে রত্ন—যোগেশ ব্যতীত
মর্ত্ত কি অমরে তাহা নারিবে বুঝিতে।
অহৃদী দেবতা তুমি—তোমার অন্তরে
এ গভীর প্রেম নাহি হবে অনুভূত।”
উচ্চ হাস্য হাসি ভাগ্য কহিলা তখন
“ভাগ্য আমি—চিরবৈরী যোগেশ তোমার
তোমা প্রতি সুপ্রসন্ন নহি আমি কভু;
তবে যে কহিনু এত ছলনা কেবল।
লাভালাভ ছলনায় নাহি কিছু মম
আমার স্বভাবি হেন ব্যথিতে দুখীরে।
তাই ভর্ৎসনার ছলে স্মৃতি পথে তব
জ্বালিয়া দিলাম তীব্র যন্ত্রণা তোমার।
দেখিতে বাসনা যদি পতির প্রণয়ে
কতসুখে মন্দাকিনী আমোদিনী আজ!
দক্ষিণ কান্তারে তবে দেখ চিত্র তার
পতি সঙ্গে মন্দাকিনী করিছে ভ্রমণ”।
তর্জ্জনী নির্দ্দেশি ছায়া নিম্নে দেখাইলা
যোগেশ তৃষিত নেত্রে হেরিলা প্রান্তরে।
বাম বাহু পতি কণ্ঠে করিয়া বেষ্টন
স্থাপিয়া দক্ষিণ কর পতির হৃদয়ে

হাস্য বিকসিত মুখে চাহি পতি পানে
করি মৃদু প্রেমালাপ চলে মন্দাকিনী।
যোগেশ সে চিত্র হেরি শিহরি উঠিয়া
ত্রস্তে সরাইয়া নিল পশ্চিমে বদন।
অমনি হাসিয়া ভাগ্য পশ্চিম প্রান্তরে
যোগেশের নেত্র পথে সে মূর্ত্তি স্থাপিলা।
পূরবে সরায়ে নিল যোগেশ বদন
হাসিয়া স্থাপিলা ভাগ্য সে চিত্র পূরবে।
উত্তরে যোগেশ ত্রস্তে স্থাপিলা নয়ন,
উচ্চে হাসি ভাগ্য চিত্র স্থাপিলা উত্তরে।
অবনত করি আঁখি চীৎকার করিয়া
কহিলা যোগেশ "আর চাহিনা দেখিতে।"
"দেখ দেখ" কহি ভাগ্য পুনঃ নেত্র পথে
স্থাপিলা সে চিত্র হাস্য করি উচ্চৈস্বরে।
অবশেষে দুইকরে আবরি নয়ন
যোগেশ পড়িল বসি "মন্দাকিনী" বলি।
তবু নাহি পরিত্রাণ, ভবিলা যোগেশ
অঙ্গুলী তাহার যেন ধরি মন্দাকিনী
করিতেছে আকর্ষণ দেখিবার তরে।
পতি পত্নী দুই জনে দুই শ্রুতি মূলে
স্পর্শ করি ওষ্ঠ যেন কহে "দেখ দেখ।"
ঊর্দ্ধে প্রসারিয়া বাহু মুদিয়া নয়ন

সঞ্চালিয়া করদ্বয়—মর্ম্ম ভেদী স্বরে
কহিলা চীৎকার করি যোগেশ তখন
"কোথা ভাগ্য—কোথা তুমি—কৃপা করি মোরে
এ দৃশ্য নয়ন হ'তে কর অপসৃত।"
শূন্য হ'তে ভীম বাক্য হইল ধ্বণিত
"যোগেশ যে চিত্র আজ করিলে দর্শন
অনুক্ষণ স্মৃতি তব দগ্ধ হবে তায়
কি জাগ্রতে কি নিদ্রায় শোণিতের সহ
এই স্পর্শ মিশে রবে মর্ম্মস্থলে তব।
রুদ্ধ কর স্মৃতি—কিম্বা ভগ্ন কর হৃদি,
এ স্মৃতি জীবনে তব নহে অপনেয়"।
বলিতে বলিতে ছায়া গগনের গায়
গেল মিলাইয়া,—পুনঃ ভাবিলা যোগেশ
যেন দুই নয়নের পল্লব ধরিয়া
টানিতেছে মন্দাকিনী খুলিতে নয়ন
শেষে "হা পাষাণী!" বলি চীৎকার করিয়া
অচৈতন্য হয়ে শৈলে পড়িলা যোগেশ।

———

অষ্টম সর্গ।

সংবাদ।

তিনটি রমণী মূর্ত্তি বিষন্ন বদনে
নীরবে বসিয়া কক্ষে—একটী তাহার
জড় প্রতিমার মত নিষ্পন্দ শরীরে
বসিয়া গবাক্ষ পার্শ্বে উন্মুখ বদনে
চাহি নৈশ গগনের শূন্য তমসায়।
বদন নিরখি তার হয় অনুভব
বাসনা তাহার, যেন ছুটি শূন্যপথে
বাহু প্রসারিয়া বক্ষে ধরে জড়াইয়া
নৈশ গগনের সেই গাঢ় অন্ধকার।
অথবা ভাবিছে যেন চিরিয়া হৃদয়
যন্ত্রণা ঢালিয়া দেয় তমসার অঙ্গে।
সে নারী নর্ম্মদা—শুনি ভৈরবীর মুখে
যোগেশের বিবরণ বসি সেই ভাবে।
অপর দুইটি নারী বসিয়া অন্তরে,
একটি তাহার বসি অবনত মুখে
বিস্ফারিত দুনয়নে চাহি কক্ষতলে।
ভাবনায় অভিভূত; যেন চিন্তাগুলি
আলেখ্যে অঙ্কিত তার নয়নের পথে।

একটি একটি করি করে দরশন
কিন্তু মনঃপুত যেন কোনটি না হয়।
সে রমণী মন্দাকিনী—ভৈরবীর কথা
শুনিয়া ভাবিতেছিলা যুক্তি শুভকর।
অন্য মূর্ত্তি ভৈরবীর,—বসিয়া নীরবে
চেয়ে আছে স্থিরদৃষ্টে মন্দাকিনী পানে।
নব কিসলয়ে পড়ি চন্দ্রমার ভাতি
যেই কমনীয় কান্তি হয় উদ্ভাসিত,
তেমতি উজ্জ্বল শ্যাম বরণ মন্দার
নিখুঁত বদন খানি প্রতিমার মত
অর্দ্ধচন্দ্রনিভ ক্ষুদ্র সুন্দর ললাট।
ঘন কৃষ্ণ কেশ রেখা যুগল ভুরুর,
স্নিগ্ধ প্রভাময় শ্বেত পদ্মদল মত
বিস্তৃত নয়নদ্বয়; গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ
স্থির সমুজ্জ্বল মণি দুই নয়নের।
ঊর্দ্ধ অধঃ পল্লবের স্ফীত মাংসপেশী
ভুরুর যুগল কোলে ঘন মাংস থর।
স্ফুট-কিসলয়রাগে উজ্জ্বল শ্যামল
সুগোল যুগল গণ্ড—পড়েছে গড়ায়ে
চিবুকের দুই পার্শ্বে ঘন থর ভারে।
না দীর্ঘ না ক্ষুদ্র নাশা সুষোমা জড়িত,
নাতিস্থূল ওষ্ঠাধর খণ্ডিত রেখায়,

হাস্য বিকসিত তায়, সোহাগে উছল।
পেশল নিবিড় থরে নিথর চিবুক,
মন্দার প্রত্যেক অঙ্গ নিরখি ভৈরবী
মনে মনে রূপরাশি প্রশংসিলা তার।
কতক্ষণ পরে মন্দা তুলিয়া নয়ন
সম্বোধিয়া ভৈরবীরে কহিলেক ধীরে।
"আপনার দোষে দেবি! সহিছে যোগেশ
এই নিদারুণ ক্লেশ" অবনতমুখে
পুনঃ ক্ষণকাল মন্দা রহিলা নীরব;
ক্রমে স্মৃতি পথে তার হইল উদয়
যে ভাবে যোগেশ তায় ডাকি নিরজনে,
কলুষ পিপাসা পূর্ণ লিপি হস্তে দিলা।
ক্রোধে সিহরিল অঙ্গ—আরক্ত নয়নে
কহিলা গম্ভীরে পুনঃ—"ছি ছি কি ঘৃণিত
অভিলাষ যোগেশের;—স্মরিলেও যেন
মনে হয়, কলুষিত হইল অন্তর।
এত যে সে জ্ঞানবান—এত যে শিক্ষিত
এ মূর্খতা কেন তার না পারি বুঝিতে।
সামান্যা রমণী যাহা বুঝে অনায়াসে
এতকাল ধরি তার শিক্ষিত অন্তরে
সেই বুদ্ধিটুকু—নাহি লভিল প্রবেশ?
তাহার বাসনা—তার ঘৃণিত পিপাসা

কোন্ নারী মিটাইতে হইবে স্বীকৃত?
রমণী কি পারে তাহা—ভ্রমেও কখন
রমণীর চিত্তে কভু জাগে সে ভাবনা?
যোগেশ ভেবেছে স্থির,—রমণী অবোধ;
নাহি বুঝে পুরুষের জটিল কৌশল,
নাহি বুঝে ধর্ম্মাধর্ম্ম—নাহি চিত্তে তার
সুরুচি, সুনীতি কিম্বা প্রবৃত্তি উন্নত।
সে ভেবেছে তারি মত মোহান্ধ যুবার
বিলাসের তরে শুধু সৃষ্টি রমণীর।
পুরুষের দাসী নারী—শুধুই পুরুষ
জীবনের একমাত্র আরাধনা তার।
বুঝেনা যোগেশ—নারী নহে কারো দাসী,
যদিও সে পরাধীনা—যদিও অবলা;
কিন্তু যেই শক্তি রাজে রমণী অন্তরে
সেই শক্তি—সেই বলে—স্বাধীন রমণী।
তরঙ্গ-তাড়িত এই জটিল সংসারে
বীরের অধিক বীর্য্য করিয়া ধারণ,
অচল অটল বক্ষে পদ প্রহরণে
করে দূরে অপসৃত কলুষ তরঙ্গ।
পাপের সংসারে নারী পবিত্র রূপিনী;
অপবিত্র কি নীচত্ব যা কিছু সংসারে
অপাঙ্গেও নারী তাহা দেখেনা চাহিয়া।

শুধু—ধর্ম্ম, শুধু—পূণ্য, শুধু—পবিত্রতা
শুধুই—মহত্ব—শুধু—নীতি তেজস্বিনী
রমণীর হৃদয়েতে হয় প্রবাহিত।
পুরুষের মত নারী জীবনে তাহার
নহে প্রবৃত্তির দাসী—নহে সে দুর্ব্বলা।
হৃদয়ের আশা তৃষ্ণা আবেগ আভোগ
ভাবে নারী করস্থিত সলিলের মত।
হৃদয়ের স্রোত তার ইচ্ছার অধীন;
যে পিপাসা-স্রোত তার নিভৃত অন্তরে
সমুদ্র আকারে আজ অকূল বিস্তৃত,
ইচ্ছিলে রমণী তাহা মুহূর্ত্ত ভিতরে
জল-বিম্বমত বক্ষে পারে মিশাইতে।
কি—হেন চিত্তের স্রোত, কি—হেন পিপাসা ?
বিরাজে নারীর বক্ষে—রমণী যাহায়
ইচ্ছা মত নাহি পারে করিতে শাসন!
পতি হোক্—পিতা হোক্—হোক্ সে সন্তান
পুরুষের পাপ নারী পারেনা দেখিতে।
পরপুরুষের পাপ!—সেত তুচ্ছ কথা।
রমণী কি পুরুষের রূপের পিপাসু ?
রমণী কি চাহে রূপ—চাহে কি বিলাস ?
কি বলিব লজ্জা করে—নহিলে কি নারী
পুরুষে যা ভাবে তার করে অভিলাষ!

ছার্ পুরুষের রূপ—ছার মন্ত্র তার্
ছার তার্ তোষামোদ—ছার্ সে ছলনা,
ছার্ সুখ দুখ তার্—ছার্ প্রলোভন,
ছার আত্মত্যাগ তার্—স্বার্থ পরিহার,
বৈভব গৌরব তার্—ছার যশ মান,
অধর্ম্মী—বিলাসী যদি হয় সেই জন,
পঙ্কস্থিত ভেকমত রমণী তাহায়
ঘৃণায় উপেক্ষা করে; তবে যদি পতি
করে পাপাচার,—নারী তখন তাহার
মুক্ত করি জীবনের ধর্ম্ম পারাবার
ঢালিয়া পতির চিত্তে, প্রায়শ্চিত্ত করে।
সেই রমণীর চিত্ত এই বক্ষে মম
আমি কি ক্ষুব্ধ হই তার প্রলোভনে?
কে তারে কহিল ভালবাসিতে আমারে?
কে কহিল তারে এত সহিতে যন্ত্রণা?
কোন্ অধিকারে ভাবে সে মম ভাবনা?
কেন করে অপবিত্র সে আমার নাম?
আমার ভাবনা তার কলুষিত মনে,
স্মরিয়া কেন সে করে পাপস্পর্শ তায়?
কেবা আশা দিল তায়—কেবা না মিটাল?
আমার ছায়াও কেন সে রাখে অন্তরে?
মরিতে বাসনা যদি এতই তাহার,

আমি—কি করিব সেত ইচ্ছাধীন তার!"
না ফুটিতে শেষ বাক্য অধরে মন্দার,
নর্ম্মদার পানে তার পড়িল নয়ন।
তখনো নর্ম্মদা বসি ছিল সেই ভাবে
মর্ম্ম উছলিত তার—দৃষ্টি নয়নের
নৈশ তমসায় যেন ছিল মিশাইয়া।
শেষ বাক্যগুলি তার শ্রবণের মূলে
নাহি প্রবেশিতে ঢলে পড়িল নর্ম্মদা।
"কি হোল কি হোল!" শব্দ করি মন্দাকিনী
ছুটিয়া ধরিল গিয়া নর্ম্মদায় কোলে।
নির্ম্মল সলিল কণা নেত্রে নর্ম্মদার
সিঞ্চিতে লাগিলা মন্দা; ভৈরবী ত্বরিতে
তাল বৃন্ত লয়ে হস্তে করিলা ব্যজন।
মন্দাকিনী নর্ম্মদার বদনে চাহিয়া,
ভৈরবীরে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলা।
"ভগবতি! নর্ম্মদার এ দারুণ ব্যথা
নিষ্ঠুর যোগেশ কভু করে কি স্মরণ?
এ মলিন মুখখানি ভ্রমেও কি কভু
জাগেনা বারেক তার পাষাণ অন্তরে?"
বলিতে বলিতে মন্দা সজল নয়নে
নর্ম্মদার মুখখানি দিল মুছাইয়া।
চাহিয়া বদনে তার রুদ্যমান স্বরে

"নর্ম্মদা! নর্ম্মদা!" বলি ডাকিতে লাগিলা।
মন্দার সে মর্ম্ম মাখা স্নেহ সম্ভাষণে
নর্ম্মদা খুলিলা আঁখি,—অমনি সাদরে
ওষ্ঠাধরে স্বীয় গণ্ড চাপি মন্দাকিনী.
জিজ্ঞাসিলা "কেন ভগ্নি হইলে এমন!
কি কষ্ট এখন বল—শরীর কেমন?
পাইলে কি ব্যথা কোন?—কাঁপে কেন বুক?
বল্ ভগ্নি শীঘ্র বল্,—তোমার যন্ত্রণা
তিল মাত্র দেখিতে যে পারিনারে আমি!"
চুম্বিয়া অধর পুনঃ বক্ষে চাপি বুক
জিজ্ঞাসিলা মন্দাকিনী—"বল্ ভগ্নি বল্?"
নর্ম্মদা সজল নেত্রে মন্দার বদনে
চাহিয়া বারেক পুনঃ মুদিলা নয়ন।
যতবার মন্দাকিনী জিজ্ঞাসিলা তায়
"হাঁ—না" কহি উত্তরিলা শুধুই নর্ম্মদা।
তখন গম্ভীর মুখ করি মন্দাকিনী
নর্ম্মদার মনোভাব ভাবিতে লাগিলা।
ভৈরবী সে অবসরে সম্বোধি মন্দারে
কহিলা "চিন্তার আর নাহিক সময়।—
নর্ম্মদার শুভাকাঙ্ক্ষা করে থাক যদি
অনুচর সঙ্গে লয়ে চল সঙ্গে মম,
যোগেশেরে বুঝাইয়া লয়ে এস গৃহে।

বোধ হয়—তুমি যদি বুঝাও তাহায়
অবশ্য সে বুঝিবেক ভ্রম আপনার।
যোগেশ তোমারি যেন নয়নে ঘৃণিত,
কিন্তু নর্ম্মদার প্রতি এত স্নেহ তব
প্রাণের অধিক ওরে ভালবাস তুমি,
উহার মঙ্গল হেতু একার্য্য বিধেয়।
যোগেশের যে অবস্থা এসেছি দেখিয়া,
এত দিন জীবিত সে আছে কি সন্দেহ।
পতির সম্মতি লয়ে এস ত্বরা করি
অবিলম্বে চল যাই ভৈরব পর্ব্বতে।
শুনিলাম পতি তব সুহৃদ তাহার
বোধ হয় ইথে তাঁর হবেনা আপত্তি;
হয় ত তিনিও সঙ্গি হইবেন তব।
যে ঘৃণা যোগেশে কর থাক্ সেই ঘৃণা,
বরঞ্চ অধিকতর বিষাক্ত ঘৃণায়
পূর্ণ করি বক্ষঃ তব চল সঙ্গে মম;
রমণীর হেন ঘৃণা প্রশংসার স্থল।
কিন্তু সোদরার স্নেহে করি সম্ভাষণ
বুঝাইও যোগেশেরে—নতুবা তোমার
বজ্রসম ক্রুদ্ধ বাক্য বাজিলে মরমে,
শুষ্ক প্রাণ যোগেশের পড়িবে খসিয়া।
নিরখি কূট কটাক্ষে ভৈরবীর পানে,

ক্রোধ ক্ষোভ বিনিস্থত বাক্যে মন্দাকিনী
উচ্চারিলা "ভগবতি! আমিও রমণী।"
নীরবিয়া ক্ষণকাল কহিলা আবার,
"পাষাণী নহেক মন্দা—এই বক্ষে মম
কত শ্রদ্ধা—কত ভক্তি—কি গভীর স্নেহ
আজো অন্তশীলা-বাহী যোগেশের তরে,
কে—বুঝিবে এসংসারে, কে—পারে বুঝিতে?
হৃদয় চিরিয়া দেখ—যোগেশ তথায়
প্রাণাধিক সোদরের মত প্রতিষ্ঠিত।
তবে যে অপ্রিয় কহি, তাহার কারণ,
সোদরার এই স্নেহ আছে হৃদে যার
সে বুঝিবে অনায়াসে; চল ভগবতি
এখনি যাইব আমি ভৈরব পর্ব্বতে,
যোগেশের পদযুগ জড়াইয়া হৃদে
বুঝাব তাহারে, যদি নাবুঝে তাহায়,
তাহেও না ফেরে যদি যোগেশ ভবনে,
দ্বিধা করি বক্ষঃ মম দেখাব তখন
কি গভীর স্বস্থস্নেহ তাহার কারণ
রাখিয়াছি এতকাল অন্তরে অন্তরে।
ক্ষণকাল তরে দেবি দেখ নর্ম্মদায়
আসি আমি প্রাণেশের সম্মতি লইয়া,"
ধরি ভৈরবীর কর, নর্ম্মদার পার্শ্বে

বসাইয়া তাঁয়, মন্দা ত্বরিত চরণে
প্রবেশিলা কক্ষান্তরে পতি সম্ভাষণে।

নবম সর্গ।

পতিসম্ভাষণে।

বিস্তৃত প্রকোষ্ঠ সেটি—সজ্জিত সুন্দর
হর্ম্মতলে পরিস্কৃত চাদর বিছান।
উপাধান গুটিকত উপরে তাহার।
বিলাতীয় গৃহসজ্জা সুন্দর গঠন
চতুর্দ্দিকে ভিত্তি অঙ্গে রয়েছে সজ্জিত!
রুচিকর পাখা এক ঊর্দ্ধে বিলম্বিত,
কার্ণিসের নিম্নভাগে সুন্দর সুন্দর
দর্পণে আলেখ্যে গৃহ হয়েছে শোভিত।
সেই কক্ষে একজন যুবক বসিয়া,
অর্দ্ধ অঙ্গ হেলাইয়া উপাধানে এক
করিতেছে ধূমপান মুদ্রিত নয়নে।
"প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর!" বলিতে বলিতে
প্রবেশিলা মন্দাকিনী দ্রুত সে প্রকোষ্ঠে
অধর হইতে নল ধীরে নামাইয়া

আয়াসে নয়নযুগ খুলিয়া যুবক
চাহিলা মন্দারপানে, কাশি বার কত
জিজ্ঞাসিলা "কি হয়েছে এত ব্যাস্ত কেন?"
"পেয়েছি সন্ধান নাথ যোগেশের আজ"
ত্বরিত বচনে মন্দা কহিয়া বসিলা।
"প্রাতঃকালে যে ভৈরবী এসেছেন হেথা
তিনি যোগেশের তত্ত্ব সবি অবগত।
মালাবার উপকূলে আছে নাকি এক
ভৈরব পর্ব্বত? তারি নিভৃত গুহায়
যোগেশ পড়িয়া আছে মুমূর্ষু দশায়।
ভৈরবী কহেন তার অবস্থা সঙ্কট,
অস্থিমাত্র কয়খানি আছে অঙ্গে বাকি।
চার দিন হৈল তিনি দেখেছেন তায়,
কিন্তু আজো জীবিত কি করেন সন্দেহ।
চল নাথ চল শীঘ্র যাই সে পর্ব্বতে,
বিলম্ব হইলে পাছে, ঘটে অমঙ্গল
সেই ভয়ে চিত্ত মম হইছে আকূল,
আহা কেন তার মন হইল এমন,
এত যে সে জ্ঞানবান কেন তবে নাথ
আপনার এ তুর্দ্দশা করিল আপনি।
একি ভ্রান্তি তার নাথ! পারিনা বুঝিতে!
এতদিন সর্ব্বনাশ হয়ে থাকে যদি

নর্ম্মদার দশা তবে কি হ'বে তাহ'লে !"
কাতর বচনে কহি মন্দা নীরবিল।
শিথিল কটির বাস কসিয়া যুবক
কহিলা "অদ্যই আমি চলিলাম তথা,
যেমন করিয়া পারি অচিরে যোগেশে
ফিরায়ে আনিব গৃহে, ভাবিওনা আর।
নর্ম্মদারে বুঝাইয়া করগে সান্ত্বনা,
এ সংবাদ শুনি তার কাতর অন্তর
হয়েছে আকুল বড়, আশ্বাস প্রদানি
সান্ত্বনা কর'গে তায়, সপ্তাহ ভিতরে
যোগেশে এখানে আমি আসিব লইয়া,
ঈশ্বর করুন যেন এখন তাহায়,
নিরখি জীবিত তথা, সেখানে তাহার
সাক্ষাত পাইলে, তায় যে কোন কৌশলে
অবশ্যই ফিরাইয়া আনিব ভবনে।"
এতেক কহিয়া যুবা স্থূল অঙ্গ তুলি
দাঁড়াইলা। মন্দাকিনী দাঁড়ায়ে কহিলা
"আমিও যে সঙ্গে যাব,—তোমার কথায়
হয় ত যোগেশ নাহি ফিরিবে ভবনে,
আমি গিয়া নর্ম্মদার যন্ত্রণা কহিয়া,
ব্যাকুল করিয়া চিত্ত আনিব ফিরায়ে।
আজীবন আমি নাথ সোদরের মত

যোগেশে বেসেছি ভাল—সে যেন অবোধ
তাব'লে কি আমি তায় করিব অস্নেহ!
এ টুকু না করি যদি নর্ম্মদার তরে
অমঙ্গল নর্ম্মাদার ঘটে যদি নাথ,
সে আক্ষেপ চির দিন রবে যে আমার!
যোগেশ শুধুই নাথ! সুহৃদ তোমার
আমার সে প্রাণাধিকা নর্ম্মদার পতি
সে মম সোদর হ'তে অধিক স্নেহের।
আমি বিনা নর্ম্মদার এ সংসারে আর
কেহই যে নাই নাথ! সে যে আমা ছাড়া
নাহি জানে অন্যে আর; জনক জননী
দারিদ্র্যে পীড়িত নাহি—চাহে কন্যাপানে।
শশুরের সম্বন্ধত গিয়াছে ঘুচিয়া,
অনাথিনী প্রাণেশ্বর নর্ম্মদা আমার।
এত যে সে শোকাতুরা, তথাপি আমারে
হেরিলে তাহার যেন কত শান্তি হয়!
এত যে সে স্নেহময়ী নর্ম্মদা আমার
আমি কি রহিব স্থির এ বিপদে তার!
চল নাথ সঙ্গে লয়ে যাই দুই জনে।
গম্ভীর বদনে যুবা কহিলা তখন
"নর্ম্মদা কি তবে একা রহিবে হেথায়?
সে নহে উচিত কিন্তু—আত্ম পরিজন

যদিও রয়েছে তার, কিন্তু এ সময়ে
তোমার নিকটে থাকা বড় প্রয়োজন।
অধৈর্য্য নিশ্চয় তার হয়েছে হৃদয়
কি জানি যদিই দুখে জ্ঞান শূন্যা হয়ে,
অসংসাহসিক কার্য্য করে ফেলে কোন ?
কি ভাবিবে—কি করিবে—কখন কোথায়
পরিজন তার তাহা নারিবে বুঝিতে।
আমি বলি মন্দা তুমি থাক তার কাছে।”
“আত্মহত্যা ?” মন্দাকিনী কহিলা হাসিয়া
“রমণী হৃদয় তুমি বুঝনা প্রাণেশ
থাকিতে পতির আশা পারে কি রমণী
ত্যজিতে জীবন তার—নাহি চিন্তা তায়।
যতই যন্ত্রণা কেন হোক্‌না নারীর
আমরণ সব ক্লেশ সহিবে রমণী
তথাপি পতির আশা থাকিতে তাহার
জীবন ত্যজিতে নাহি পারিবে কখন।
নর্ম্মদার পরিজনে সতর্ক করিয়া
চল নাথ শীঘ্র যাই—বিলম্ব হইলে
ভয় হয় পাছে তায় না দেখি জীবিত।”
“চল—তবে” কহি যুবা মন্দ পদক্ষেপে
কক্ষান্তরে গেলা চলি; মন্দাকিনী একা
দাঁড়াইয়া কতক্ষণ আনত নয়নে

ভাবিতে লাগিলা; শেষে বদ্ধাঞ্জলি করি,
ঊর্দ্ধ নেত্রে ভগ্ন কণ্ঠে কহিলা ঈশ্বরে,
"বিধাত! তোমাতে যদি থাকে মতি মম
যোগেশে জীবিত যেন পাই দেখিবারে!"

দশম সর্গ।

সাগর সৈকতে।

নিশির তৃতীয় যাম অতীত তখন,
বিভাবরী তমস্বিনী; ঘোর অন্ধকারে
শূন্য মর্ত্ত একত্রিত—শুধু তমসার
ভীম গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ নেত্রে দৃশ্যমান।
যেমতি আঁধার বিশ্ব তেমতি নীরব
অচৈতন্য জীব জন্তু প্রগাঢ় নিদ্রায়,
সাগর গর্জ্জন শুধু পশিছে শ্রবণে।
এহেন নিশিতে পড়ি সৈকত উপরে
যোগেশ চাহিয়াছিল সাগরের পানে।
বিস্তৃত প্রান্তরে সেই তামসি-মণ্ডপে
একমাত্র জীব সেই আছিল জাগ্রত।
যে দিকে দেখিছে চাহি—শুধু অন্ধকার

নয়ন চাপিয়া তার হয় বিরাজিত।
ভাবিলা যোগেশ—যেন বিশ্ব,শূন্যময়
একমাত্র জীব সেই অখিল ভুবনে।
শব্দ নাই—বর্ণ—নাই—স্পর্শ নাই অন্য
শুধু অন্ধকারে যেন ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত।
এমন সময়ে দূরে সাগর হৃদয়ে
কতটা কৌমুদীরশ্মি পড়িল সহসা।
যোগেশ চাহিলা শূন্যে—হেরিলা শশাঙ্ক
দৃশ্যমান ঘনকৃষ্ণ মেঘ অন্তরালে।
লুকাইত ভাবে যেন কাহার কোথায়
করিছে সন্ধান নিম্নে অবনীর পানে।
বিশদ কৌমুদীরাশি পড়িয়া সলিলে
প্রকাশিল স্নিগ্ধ-কান্তি—নিরখি যোগেশ
অন্তরের তীব্র জ্বালা ভুলিলা ক্ষণেক।
ক্রমে সেই স্নিগ্ধ রশ্মি বিস্তৃত আকারে
অকূল বারিধিনীরে ছড়ায়ে পড়িল।
যোগেশ মস্তক তুলি ঊর্দ্ধে নিরখিলা
ভাবিলা গগন যেন রজতের পাতে
হইয়াছে বিমণ্ডিত—চাহিলা সাগরে
কুসুম রেণুতে যেন ঢাকা জলরাশি
চন্দ্রমার ভাতি তায় পড়েছে উজলি।
চন্দ্রকরে বিভাসিত অকূল জলধি

ধূ—ধূ করিতেছে শুধু স্বপনের মত।
হুতাশ হৃদয়ে—শূন্য সৈকতে পড়িয়া
যোগেশ রহিল চাহি উদাস নয়নে।
ক্ষণকাল পরে ত্যজি সুদীর্ঘ নিশ্বাস
সম্বোধিয়া জলধিরে কহিতে লাগিলা,
"জলধি তোমার ওই অকূল সলিলে
হৃদয়ের স্রোত মম লও ভাসাইয়া,
ওই হিল্লোলের সনে হৃদয়ে তোমার
আমার জীবন টুকু লও মিশাইয়া।
ওই হিল্লোলের মত আমারো জীবনে
উঠেছিল পিপাসার অনন্ত লহরী,
অমনি করিয়া তারা তিল তিল করি
হইয়াছে প্রবাহিত হৃদয় ব্যাপিয়া।
তোমার হিল্লোল কিন্তু দেখিতে দেখিতে
মিশে গেল দূর বক্ষে সলিলে তোমার,
আমার পিপাসা কেন অমনি করিয়া,
সুদূর জীবনে মম গেল'না মিশিয়া।
বড় দুখী আমি সিন্ধু, বড় যন্ত্রণায়
হইয়া কাতর কূলে এসেছি তোমার,
বালুকা কণার মত পড়ে আছি তীরে,
জুড়াতে এ জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা।
কৃপা করি সিন্ধু ওই হিল্লোলের সনে

হতাশ জীবন মম লও মিশাইয়া।”
নীরবিয়া ক্ষণকাল, সাগরের প্লানে
রহিলা চাহিয়া কিন্তু অকূল সলিল
শুনিলনা যোগেশের করুণ বিলাপ
নীরবে লহরী তুলি সৈকত হইতে
সাগরের দূর বক্ষে গেল মিশাইয়া।
হায়রে প্রকৃতি যদি তোমার অন্তরে
রহিত মমতা দুখী মানবের তরে,
উষার কিরণে কিম্বা সন্ধ্যার ছায়ায়
রবির আলোকে কিম্বা শশীর প্রভায়
নক্ষত্র মালায় কিম্বা, মেঘের মণ্ডলে,
তামসি রাতিতে কিম্বা, চাঁদিনি নিশায়,
ভূধরের অঙ্গে কিম্বা, প্রান্তরের বক্ষে,
কিসলয় দলে কিম্বা, বিকচ প্রসূনে,
নব দুর্ব্বাদলে কিম্বা, তরুর ছায়ায়,
তটিনীর স্রোতে কিম্বা সাগর তরঙ্গে,
সানুভূতি যদি তুমি রাখিতে মিশায়ে,
হতভাগ্য নরকুল দগধ জীবনে
পাইত বিপুল সুখ তোমার হৃদয়ে।
তোমার প্রকৃতি সনে মানবের মন
এত দৃঢ় রূপে বাঁধা,—সুখে কিম্বা দুঃখে,
যখনি মানব চিত্ত হয় উচাটন,

নির্জ্জনে বসিয়া নেত্রে হৃদয় তুলিয়া
কত আশা করি হেরে প্রকৃতি তোমারে !
কিন্তু কি বিষাদ তুমি আপনার ভাবে
কর রূপান্তর ! নাহি হেরি তার পানে।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজি উঠিয়া যোগেশ
দাঁড়াইলা সুবিস্তীর্ণ সৈকত ভুমিতে।
শ্মশানে প্রোথিত জীর্ণ বংশ খণ্ডমত
শূন্য দেহ যোগেশের হৈল দৃশ্যমান।
চাহিয়া চাহিয়া শেষে কহিলা বিষাদে
"জানিতাম এ জগতে শুধুই নারীর
নিরেট নির্ম্মম প্রাণ পাষাণে নির্ম্মিত,
আপনার সুখ দুখে আপনি বিভোর
পরের যন্ত্রণা নাহি করে অনুভব।
তুমি সিন্ধু এ মহত অন্তর তোমার
তুমিও কি সেই ক্ষুদ্র রমণীর মত
অতিথীর অভিলাষ পূরণে বিরত ?
ছি ছি বড় লজ্জাকর এ তব আচার,
এ অসীম বক্ষে তব ক্ষুদ্র মানবের
সসীম জীবন টুকু নারিলে বহিতে ?
বালুকা কণার মত রহিতাম পড়ি
এক প্রান্তে তব ওই অকূল হৃদয়ে
এই শুষ্ক জীবনের আশ্রয় প্রদানে

এত ভার বোধ তব হইল জলধি ?
জগৎ ! প্রকৃতি তোর এত মনোহর
এত চন্দ্রকর মাখা এত নিরমল।
নির্দ্দয় নারীর মত তোমারো অন্তর
স্তরে স্তরে পাষাণের প্রলেপে গঠিত !
অথবা সে মন্দাকিনী,—আজীবন যায়
প্রাণের—পরাণ মত বাসিলাম ভাল
নিশি দিন দীর্ণ করি বক্ষস্থল মম
রুধির ঢালিয়ে যার করিলাম পূজা,
উন্মত্ত সাধক মত যার তপস্যায়,
অমূল্য জীবন মম করিলাম ক্ষয়।
সেই মন্দাকিনী যায় করিল উপেক্ষা,
জগৎ তাহারে কেন করিবে মমতা !
যাও সিন্ধু ! যাও বহি অনন্ত প্রবাহে,
হাস চন্দ্র চিরদিন মধুর কিরণে,
আমি আসিবনা আর তোমাদের কাছে।
আমার আশ্রম—ওই পর্ব্বতের গুহা
ওই মম জীবনের অন্তিম সুহৃদ।
জীর্ণ প্রাণ যোগেশের উহারি অঙ্কেতে
তিল তিল করি শেষে পড়িবে খসিয়া ”

মুছিয়া নয়ন যেই ফিরিলা যোগেশ
সম্মুখে প্রাচীন এক বিটপীর মূলে

অমনি হেরিলা এক মূর্ত্তি ছায়াময়।
"যোগেশ!" ফুটিল বাক্য ছায়ার অধরে
"পিতৃআত্মা আমি তব—সে দিন তোমায়,
কহিয়াছিলাম তুমি পাইবে সাক্ষাৎ
আর এক দিন মম, আসিয়াছি তাই।
কি ভাবিলে তার পর, কি করিলে স্থির?
পারিলে কি বিসর্জ্জিতে ঘৃণিত বাসনা?
বুঝিলে কি জীবনের ভ্রান্তি আপনার?
নির্ব্বোধের মত এক তুচ্ছ অভিলাষে
জীবনের কি অনিষ্ট করিলে সাধন,
বুঝিলে কি তাহা? গৃহে ফিরিতে এখন
করিলে কি মনস্থির?" "গৃহে পুনর্ব্বার"—
প্রতিজ্ঞা ব্যঞ্জক স্বরে কহিলা যোগেশ।
"কি—সাধে কি—সুখে আর ফিরিব ভবনে?
জীবন!—তাহা'ত মম গিয়াছে ফুরায়ে
ক দিন বাঁচিব আর—তবে কেন আর—
দিন দুই তরে ভগ্ন জীবন লইয়া
সংসারের বিড়ম্বনা সহিতে যাইব!
বুঝিয়াছি ভ্রম মম—বুঝিয়াছি আমি
পশুর অধিক মূর্খ—বুঝেছি সকল,
কিন্তু পিতঃ! পারি কই বুঝাতে হৃদয়ে!
হৃদয়ের ছায়া মম মুছিবার তরে,

কি যত্ন না করিয়াছি—বুঝাতে হৃদয়
কি ব্যথা না সহিয়াছি, দিবস যামিনী
পাপ পুণ্য দুই স্রোত উন্মত্ত তরঙ্গে
আছাড়িয়া বক্ষে মম গিয়াছে বহিয়া,
ঘাত প্রতিঘাতে চিত্ত হয়েছে বিক্ষত,
রক্তে রক্তে অন্তস্থল হয়েছে প্লাবিত,
কিন্তু কৈ পারিলাম মুছিতে সে ছায়া!
আর যে পারিনা পিতঃ! আর যে সহেনা,
এ প্রাণ বহিতে আর পারিনা যে আমি,
দিবানিশি বুক যেন উঠিছে ফাটিয়া,
তবু যে জীবন নাহি হয় বহির্গত,
বহ্নিমুখী ভুজঙ্গিনী জ্বলন্ত দংশনে
নিরন্তর দংশিতেছে অন্তর আমার।
এ জীবন আর আমি পারিনা বহিতে
লহ—পিতঃ! পদপ্রান্তে তাপিত সন্তানে।
বলিয়া সৈকত ভূমে পড়িলা যোগেশ
বেষ্টিতে ছায়ার পদ বাহু প্রসারণে।
"উঠ বৎস! উঠ" ছায়া কহিলা সাদরে,
"বুঝেছি জীবন তব নিতান্ত দুর্ব্বহ।
বুঝিয়াছি ভগ্নোন্মুখ জীবনে তোমার
সংসারের কোন কায হবেনা সাধিত।
তবে অকারণ কাল করি অপব্যয়,

নাহি ফলোদয় কিছু,—এস প্রেতধামে ।
চলিলাম আমি আজ কৃতান্তের কাছে
কহিয়া তাঁহায় মৃত্যু যাচিব তোমার ।
প্রাতঃকালে কাল বেলা প্রথম প্রহরে,
ত্যজিবে জীবন তুমি ; সুহৃদ আমার
আছে এক মৃত্যু চর, পাঠাইব তায়,
সে তোমারে সঙ্গে করি যাইবে লইয়া—
প্রেতধামে । তথা তুমি রবে কিছুকাল,
ভুঞ্জিতে এ সংসারের দুষ্কৃতির ফল
পাইবে সাক্ষাৎ পরে জননী ভগ্নীর
তোমার বিরহে তাঁরা ত্যজিয়াছে প্রাণ,
(সিহরি উঠিল শুনি সে কথা যোগেশ)
আমার পাইবে দেখা সেই প্রেতধামে ।”
“জীবনের এযন্ত্রণা ঘুচিবে তোমার
এত কষ্টে—এত যত্নে নারিলে মুছিতে
হৃদয়ের যেই ছায়া,—যে বাসনা আজ
মিশিয়া রয়েছে তব শোণিতের সহ,
সে ছায়া কি সে বাসনা ভ্রমেও তোমার
উদিবেনা স্মৃতিপথে, জীবনান্তে আর
পাপের বাসনা নাহি রহে আত্মা সনে ।
তবে যে দুষ্কৃতি তব করিলে জীবনে,
একটি কর্ত্তব্য তব না সাধিলে কভু,

পর-রমণীর প্রতি হৈলে অনুরাগী,
এত ক্লেশ দিলা আত্ম-পরিজন-মনে,
সে পাপের প্রতিফল জীবনান্তে তব
অবশ্য ভুঞ্জিতে হ'বে কিছু দিন তরে।
প্রেতধামে প্রায়শ্চিত্ত হইলে তাহার
মিলিবে সবার সনে আত্মারূপ ধরি,
কিন্তু নাহি প্রয়োজন শুনি সে সকল,
জীবনান্তে সবি তুমি বুঝিবে আপনি।
এখন চলিনু আমি—ওই ডাকে কাক,
নিশি অন্ত-প্রায়, আর পারিনা থাকিতে।"
বলিতে বলিতে ছায়া গেল মিলাইয়া
তরুতলে চন্দ্রমার রজত-কিরণে।
যোগেশ পড়িয়া সেই সাগর বেলায়
দেখিলা সে ছায়ারূপী গেল মিশাইয়া।
তখন উদিল মনে মৃত্যু জননীর!—
ভাবিলা ভগ্নীর মৃত্যু—ভাবিতে ভাবিতে
সজল হইল নেত্র, ক্রমে অশ্রু-কণা
অজ্ঞাতে অপাঙ্গ হ'তে ঝরিয়া পড়িল।
ভাবিতে ভাবিতে শেষে অতীত জীবন
উদ্রিল স্মরণ পথে, প্রত্যেক ভাবনা
জীবন্ত আকারে মনে হইল উদয়।
জাগিল প্রথম চিন্তা—শৈশব জীবন

সেই সঙ্গে স্বদেশের চিত্র নিরখিলা।
হর্ম্ম, পথ, সরোবর, উদ্যান, তটিনী,
প্রাচীন-বিটপী-মূল, অট্টালিকা চূড়,
প্রিয় স্থানগুলি তার জাগিল স্মরণে।
তখন জাগিল মনে শৈশব সুহৃদ
বাল-সহচর সনে সরোবর কূলে,
করিলা কতই খেলা, কতই কৌতুকে
মিলিয়া বয়স্য সনে সরোবর তীরে
কথোপকথন কত করিলা আনন্দে,
নির্জ্জন-জাহ্নবী-কূলে প্রিয়সখা সনে
গোপনে কহিলা কত মনের বাসনা,
কতসুখে—কতদুখে—হাসিলা—কাঁদিলা;
প্রিয় সুহৃদের সেই চিত্ত বিনিময়।
উদ্যানে আবার বসি লতার বিতানে
কতই কাঁদিলা ধরি সখার গলায়।
কত কৈলা অভিমান প্রণয়ে তাহার,
একে একে শৈশবের সব চিত্র গুলি
যোগেশের স্মৃতি-পথে হইল পতিত।
যৌবনের চিন্তা শেষে জাগিল স্মরণে,
প্রবল-আশার-স্রোত—গভীর বিশ্বাস—
উন্নত-স্বাধীন-চিত্ত—বিপুলপ্রতিজ্ঞা,
শিক্ষা, দীক্ষা, যৌবনের সকলি স্মরিলা

দুই বিন্দু অশ্রু-কণা ঝরিল নয়নে।
শেষে পরিণয় যেই স্মরিলা যোগেশ,
দুইটী রমণী-মূর্ত্তি একত্রে উদিল
যোগেশের স্মৃতিপথে—একটী নর্ম্মদা—
অন্য মূর্ত্তি মন্দাকিনী। একটী ভুলিতে
যোগেশ করিলা যত্ন—সে মূর্ত্তি মন্দার;
অপসৃত করিবারে সে মূর্ত্তি যোগেশ
করিলা বিস্তর যত্ন—কিন্তু দুর্ণিবার!
কাতর হইল চিত্ত তথাপি সে স্মৃতি
নাহি হ'ল অন্তর্হিত। তখন ভাবিলা
কেন বা এতই ভাল বাসিল মন্দারে,
নর্ম্মদায় কেন নাহি বাসিল তেমন।
অবনত মুখে ধীরে কহিলেক শেষে
"গৌরাঙ্গী নর্ম্মদা সত্য—গঠনো সুন্দর
বদনো সুরূপ—কিন্তু শক্তি নাহি তায়।
মন্দাকিনী শ্যামাঙ্গিনী—কিন্তু অঙ্গে অঙ্গে
যেই স্বপ্নমাখা—যেই শক্তি আকর্ষিনী—
যে মোহিনী দৃষ্টি তার নয়নযুগলে,
সে স্বপ্ন—সে সম্মোহিনী মূর্ত্তি নর্ম্মদাতে
যোগেশ জীবনে তার কভু না হেরিলা।"
"শুধুই কি রূপ?—না না"—ভাবিলা যোগেশ
মন্দার হৃদয় পুনঃ, যতই ভাবিলা

ততই বিস্মিত যেন হইলা যোগেশ।
সাগরে তরীর ছাদে বসি যথা নর,
অকূল-সলিল-রাশি, অনন্ত আকাশ
নিরখিয়া মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকে শুধু,
না পারি ভাবিতে সেই মহা-সৃষ্টি-প্রথা
বিস্ময়ে প্রশংসে শেষে বিশ্ব নিয়ন্তায়
ভক্তি-ভয়-পূর্ণ-চিত্তে, তেমতি যোগেশ
ভাবিলা—কি এক যেন উন্মত্ত প্রভাব,
কি এক অভাবনীয় অদ্ভুত মহিমা,
মন্দার হৃদয়খানি। যেন সে হৃদয়ে
সকলি বিস্ময়-কর—সকলি নূতন!
সকলি পবিত্র যেন, সবি তেজোময়!
অস্পর্শ্য অস্পৃহ্য যেন সে হৃদয় খানি!
নারীকুলে যেন তার নাহিক তুলনা!
যোগেশ ভকত চিত্তে ভাবিলা মন্দায়
নারীরূপে অবতীর্ণা যেন সে অমরী।
ভাবিতে ভাবিতে শেষে নিরুদ্ধ পিপাসা
নিভৃত অন্তরে ক্রমে হইল প্লাবিত।
যত আশা—যত তৃষ্ণা করেছিলা আগে
উথলি তরঙ্গাকারে বক্ষে আঘাতিল।
যন্ত্রণার ভীম বহ্নি ছায়াবাজি মত
ছড়ায়ে পড়িল চিত্তে—কাতরে যোগেশ

দুই করতলে বক্ষঃ ধরিল চাপিয়া।
অবশেষে মুছি অশ্রু কহিলা গম্ভীরে
"আর কেন শোকে চিত্ত করি উচাটন ?
জীবনের সকলিত গেল ফুরাইয়া
যেটুকু রয়েছে বাকি—যামিনী প্রভাতে
তাহাও হইবে শেষ, তবে কেন আর
অতীত যন্ত্রণা চিত্ত করে উচাটন!
অথবা যন্ত্রণা কেন করি পরিহার—
চির বৈরী—চির সখা—চির স্বপ্নময়
চির সুখ—চির দুঃখ যে যন্ত্রণা মম
অন্তিম দশায় তারে ত্যজি কোন্ দুঃখে!
গিয়াছে সকলি বাকি যন্ত্রণা কেবল
তাও জীবনের সনে হউক নিঃশেষ।"
জাগিল স্মরণে শেষে ভৈরবীর কথা
ধীরে ধীরে উচ্চারিলা—"কিন্তু জন্মান্তরে—
জন্মান্তরে মন্দাকিনী হবে কি আমার ?
আমিত চলিনু কিন্তু মন্দা যে রহিল!"
ভাবিয়া ক্ষণেক শেষে কহিলা স্বগত
"বুঝিয়াছি—ভৈরবীর সে শুধু সান্ত্বনা।
জীবনে কি জীবনান্তে হবেনা আমার।
অহো কি যন্ত্রণা! অহো কি জীবন মম!
শুধু দুরাশায় প্রাণ করিলাম ক্ষয়!"

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজি অবনত মুখে
রহিলা ক্ষণেক—পুনঃ কহিলা চীৎকারে
"আজ যে সকল কথা পড়িতেছে মনে,
প্রাণের ভিতরে যেন নূতন যন্ত্রণা
করিছে দংশন আজ! মর্ম্মস্থল হ'তে
কে যেন কঠোর স্বরে করিছে ভর্ৎসনা।
ও কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি!" বলিয়া যোগেশ
সভয়ে প্রসারি বাহু মুদিলা নয়ন।
সিহরিয়া পুনঃ বক্ষে সঞ্চালিয়া কর
উঠিলা দাঁড়ায়ে ত্রস্তে। আবার তখনি
দুই করে আবরিয়া শ্রবণযুগল
বিকৃত করিয়া মুখ কহিলা চীৎকারে
"হৃদয় বিদীর্ণ হও" ক্ষণকাল পরে
ধীরে ধীরে ভীতদৃষ্টে খুলিয়া নয়ন,
নিরখিয়া চারিপার্শ্বে ত্যজিলা নিশ্বাস।
বিকম্পিত স্বরে ধীরে কহিলা তখন
"প্রতারক—প্রবঞ্চক—পাপাত্মা কামুক
শুধু এই শব্দ যেন বাজিছে শ্রবণে।
আর—এই শূন্য যেন কাল-মূর্ত্তি ধরি
বিস্তারি ভীষণ মুখ গ্রাসিতে আমায়,
আসিছে ছুটিয়া বেগে নিকটে আমার।
বুঝিয়াছি—মন্দাকিনী—না না আর কেন

সে পবিত্র নাম মম কলুষ রসনে
উচ্চারিয়া পাপস্পর্শ করিতেছি তায়!
পাপ—পাপ—পাপময় শুধু এ জীবন
এ যন্ত্রণা সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ।
নাভিস্থল হতে যেন জ্বলন্ত পাবক
উথলি উঠিছে, যেন—নয়ন প্লাবিয়া
মল মূত্র স্রোত দ্রুত পড়িছে ঝরিয়া
আর বক্ষঃস্থল হ'তে—উহু প্রাণ যায়!"
বলিয়া উন্মাদ প্রায় দাঁড়ায়ে যোগেশ
দুই করতলে বক্ষঃ ধরিলা চাপিয়া।
"উহু! প্রাণ যায়!" পুনঃ কহিয়া কাতরে
ছুটিল সৈকত হ'তে উন্মাদের মত।

একাদশ সর্গ।

নির্ব্বান।

প্রথম প্রহর বেলা—তরুণ তপন
হইয়াছে দৃশ্যমান পূরব অম্বরে।
কুহেলিকা-বিমণ্ডিত ভৈরব গিরির
অঙ্গে অঙ্গে শীতরশ্মি পড়েছে ছড়ায়ে।

নিম্নে উপত্যকা ভূমে কুয়াষা মণ্ডিত
দুর্ব্বাদলে পড়িয়াছে তরুণ কিরণ;
ভাসিছে বিষাদ হাসি উপত্যকা ভূমে।
বালুকা বিস্তৃত দূরে সাগর সৈকতে
হইয়াছে প্রভাতের রৌদ্র বিভাসিত।
গুহার সম্মুখে এক বিটপীর মূলে
যোগেশ বসিয়াছিল চাহি শূন্যপানে,
মস্তক উপরে তার তরুর শাখায়
কিসলয় দলে রৌদ্র হয়েছে পতিত।
জীবনের শেষদিন আজ যোগেশের!—
তাই সে প্রকৃতি যেন যতন করিয়া
শিরোপরে ধরিয়াছে ছত্র সমুজ্জ্বল।
মোহকর বেশে অঙ্গ করিয়া শোভিত
বিরাজিছে যেন তারে তুষিবার তরে!
যোগেশ সে শোভা কিন্তু না হেরি নয়নে,
চেয়েছিলা এক দৃষ্টে গগনের পটে।
কতক্ষণে মৃত্যুচর আসিবে লইতে
কতক্ষণে প্রাণ তার হইবে বিয়োগ
সেই ভাবনায় শুধু আছিল মগন।
সহসা গগনতলে হেরিলা যোগেশ
সরাইয়া দুইকরে জলদের দল
ছায়াময় মূর্ত্তি এক হইল বাহির।

নিমেষ না পালটিতে, ধূম-খণ্ড-মত
দাঁড়াইলা সেই মূর্ত্তি পারশে তাহার।
যোগেশ উৎফুল্ল নেত্রে দেখিলা চাহিয়া
অমনি কহিলা ছায়া—"যোগেশ! তোমার
হইয়াছে আয়ুঃশেষ কৃতান্ত আদেশে,
পরিহরি নর দেহ চল প্রেত ধামে।
পিতৃ অনুরোধে তব আসিয়াছি আমি
লইতে তোমায় সঙ্গে—আইস সত্বর।
সংসারের মায়া, দয়া, আশা, তৃষ্ণা, মোহ,
থাকে যদি চিত্তে কিছু কর বিসর্জ্জন।
বাসনা নিশ্চল কর—স্থির কর মন
সুখ দুঃখ চিন্তা আদি করি পরিহার
নিষ্কম্প নিথর কর হৃদয়ের স্রোত;
আত্মার প্রগাঢ় তৃপ্তি শুধু বক্ষে ধর।
মানব জীবনে সেই গভীর সন্তোষ
নহে দীর্ঘকাল-স্থায়ী—মুহূর্ত্ত সম্ভবে।
তাহাও দুর্লভ এত—অখিল ব্রহ্মাণ্ডে
দু এক পরম ঋষি লভে কষ্টে তাহা।
যে জীব নির্ব্বান হেন পারে লভিবারে
অকালে জীবন সেই পারে বিসর্জ্জিতে।
জীবনান্তে আত্মা তার পিশাচের মত
নাহি ভ্রমে নরলোকে ঘৃণিত আকারে।

আদেশিলা কাল নিজে এহেন নির্ব্বান
নাহি হ’বে দুরলভ তোমার জীবনে।
কহিলা আবার—হেন নির্ব্বান ব্যতিত
অকালে জীবন তব হবেনা বিয়োগ।
অতএব মন্দীভূত করি চিত্ত-স্রোত
জড়ভাব হৃদয়েতে ধর ক্ষণকাল।
দেখিব যখনি তব হয়েছে নির্ব্বান
অমনি লইব তুলি পরমাত্মা তব।
সংসারের লেশমাত্র রহে যদি তব
হৃদয়ের কোন প্রান্তে—নারিবে লভিতে
সে নির্ব্বান কোন মতে,—নাহি পরশিব
বাসনা-পূরিত তব কলুষ শরীর।
নিয়তি নির্দ্দিষ্ট তব মরণ অবধি
রহিবে পড়িয়া এই ঘৃণিত মরতে ;
জীবনান্তে পুনঃ, ধরি পিশাচের বেশ,
ভ্রমিবে এ অবনীর নিভৃত প্রদেশে
মল মূত্র শব দেহ মৃত কৃমি কীট
পূতি-গন্ধময় স্থানে করিয়া সন্ধান।
বিলম্ব ক’রনা আর—অচিরে নির্ব্বান
লভিতে হৃদয় যন্ত্র কর মন্দীভুত।
 বসিলা যোগেশ জড় মূরতির মত
স্থির ভাবে বক্ষঃস্থলে বেষ্টি বাহুদ্বয়।

অচঞ্চল নেত্রদ্বয় হইল ক্রমশ,
শান্তির বিমল জ্যোতিঃ ভাতিল বদনে,
অন্তরের প্রাণময়ী গভীর বাসনা
ক্রমে ক্রমে চিত্ত হ'তে খসিতে লাগিল
হইতে লাগিল দৃষ্টি ক্রমে স্থিরতর।
এমন সময়ে দূরে রমণী কণ্ঠের
"যোগেশ!—যোগেশ!" ধ্বনি কাতর চীৎকারে
উছলিয়া গিরিশৃঙ্গ হইল উত্থিত;
তড়িত-পরশ মত পশিতে শ্রবণে
সিহরি যোগেশ নিম্নে দেখিলা চাহিয়া
মন্দাকিনী শৈল অঙ্গে উঠিছে ছুটিয়া।
শ্লথ কলেবর তার কাঁপিল বারেক,
তখনি সংযত চিত্ত করিয়া যোগেশ
মৃত্যু-ছায়া পরিব্যাপ্ত শুষ্ক ওষ্ঠাধরে
বিকাশিয়া ক্ষীণ হাসি দৃষ্টি সরাইলা।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটি মন্দা পার্শ্বে যোগেশের
দাঁড়াইয়া পুনর্ব্বার ডাকিলা তাহায়।
সেই শুষ্ক ক্ষীণ হাসি বিকাশি অধরে
চাহিলা যোগেশ পুনঃ মন্দাকিনী পানে।
গম্ভীর বচনে মন্দা কহিলা তখন
"যোগেশ এদশা তব আপনি করিলে!"
"মন্দাকিনী!" ভীমকণ্ঠে কহিলা যোগেশ

"বক্ষঃস্থল শূন্য আজ—নহিলে এখনি
দেখাতেম চিরি বুক হৃদয় আমার ;
ত্যজিতে এ পাপ তৃষ্ণা, এই দীর্ঘকাল
এত যুঝিয়াছি আমি হৃদয়ের সনে,
নর-প্রকৃতিতে তত পারেনা যুঝিতে।
ভাবিয়াছি কতবার তীক্ষ্ণ ছুরিকায়
চিরি বুক পাপতৃষ্ণা দিই ফেলাইয়া।
তথাপি সে পাপ তৃষ্ণা পারিনি ত্যজিতে
ঘৃণায় লজ্জায় নিজে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
মরিয়াছি কতবার—প্রাণের ভিতর
ভীষণ-নরক-কুণ্ড ছিলাম ধরিয়া ;
আজ সে পিপাসা মম গেছে শুকাইয়া
কিন্তু উন্মাদের জ্ঞান মরণের আগে!"
এমন সময়ে দূরে দুই কণ্ঠরব
প্রবেশিল যোগেশের শ্রবণ বিবরে।
হেরিলা যোগেশ দূরে উঠিছে ছুটিয়া
একটী পুরুষ আর একটি রমণী—
পুরুষ মন্দার স্বামী—রমণী ভৈরবী,
অবিলম্বে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া তাহারা
দাঁড়াইলা পার্শ্বে তার ; সহাস্য বদনে
যোগেশ দেখিলা চাহি তাহাদের পানে।
স্তম্ভিত হৃদয়ে তারা—বিস্মিত নয়নে

যোগেশের শীর্ণ-দেহে রহিল চাহিয়া।
মন্দাকিনী এতক্ষণ উদ্ভ্রান্ত নয়নে
চেয়েছিল যোগেশের ক্লিষ্ট মুখপানে।
যোগেশের পরিতাপ অন্তরে তাহার
উঠিতে পড়িতেছিল অমৃত সিঞ্চনে
নিরুদ্ধ করুণা স্রোত সে সুধা সম্পাতে
উথলিয়া হৃদিতল হইল প্লাবিত।
স্নেহোন্মত্তা মন্দাকিনী উল্লাসে অমনি
যোগেশের করতল ধরি করযুগে
কহিলা কাতর কণ্ঠে—"আমিই পাষাণী
আমারি সে ভ্রম ভ্রাত!—কিন্তু জ্ঞানহীনা
রমণী—ভগিনী তব—কনিষ্ঠা তোমার
অপরাধি যদি—কেন এ কঠিণ পণ?
আপনা ভুলিলে ভাই—দেখ দেখি চেয়ে
এই কি—যোগেশ সেই জ্ঞান রত্নাকর?
একি—বেশ, একি—দেহ, একি—ভাব তার?
সে কান্তি—সেরূপ কোথা—কোথা সে বরণ?
কোথা সে প্রকৃতি—কোথা সে জ্ঞান গভীর?
সততার চিত্রপট—নীতির দর্পণ,
মহত্বের লীলাভূমি—পুণ্যের আশ্রম,
গাম্ভীর্য্যের প্রতিকৃতি—করুণার খণি
বরদার প্রিয়সুত—কমলার আশা

যে যোগেশ আজ তার এদারুণ দশা?
কি দুঃখে—কিসের দুঃখ—কিসের অভাব
অমরে বঞ্চিত করি অপার্থিব ধনে
দিলা বিধি পূর্ণ করি জীবন যাহার
এ ক্ষুদ্র সংসারে ভাই কি অভাব তার?
প্রণয়ের আদ্যাশক্তি নর্ম্মদা যাহার
প্রণয়ে তাহার কেন আক্ষেপ আবার?
এস ভ্রাত!—গৃহে চল—নর্ম্মদা আমার
কণ্ঠা-গত-প্রাণ আজ বিরহে তোমার"
এতেক বলিয়া মন্দা যোগেশের বাহু
ধরিয়া তুলিতে তায় করিলা যতন।
নাভিস্থল হ'তে বায়ু টানিয়া যোগেশ
ত্যজিল প্রগাঢ় শ্বাস মন্দাকিনী বলি।
সম্বরিয়া মুহূর্ত্তেক পুনঃ সেই স্বরে
"মন্দাকিনী" বলি ধীরে ডাকিল তাহায়।
সোৎসুক নয়নে মন্দা বদনে তাহার
চাহিলা তখনি, পুনঃ কহিল যোগেশ
"এ নহে প্রথম চিত্র—নহিলে যোগেশ
জিজ্ঞাসিত এই দণ্ডে তুমি কি অমরী!
নিরন্তর—নিশি দিন—নিশ্বাসের সহ
বহিত এ স্বপ্নময় প্রশ্ন অহরহ।
বিমুক্ত সে স্বপ্ন আজ—জাগ্রত নয়নে

দেখিতেছি দেবীমূর্ত্তি সম্মুখে আমার,
অমরী না হ'বে যদি—কোন্ প্রয়োজনে
নরাধম যোগেশেরে এখনো করুণা?
যা কহিলে তুমি—সত্য,—একদিন মম
আছিল বিপুল তৃষ্ণা জীবনে আমার
বিদ্যা—ধন—যশ—মান—জ্ঞান—পুণ্য তরে;
কিন্তু কেন?—কোন সুখে?—কোন অভিলাসে?—
যোগেশ সে রত্নরাশি করিত সঞ্চয়!
ভাবিতে কি—বুঝিতে কি—অথবা আবার
হেন প্রশ্নে যোগেশের কিবা অধিকার!
সে আশা—সে অভিলাষ—সেই সুখ দুঃখ
আমূল বিলুপ্ত আজ অন্তরে আমার
জীবতারা অস্তমান—নহিলে যোগেশ
প্রতিকৃতি নির্ম্মাইয়া মন্দাকিনী তব
পথে ঘাটে হাটে মাঠে পল্লীতে নগরে
ভারতের যথা তথা করিত স্থাপন।
নিম্নভাগে স্বর্ণাক্ষরে লিখিতাম তার
'মন্দাকিনী এ সংসারে নারী-রত্ন-সার'
এস সখে" বলি কর প্রসারি যোগেশ
মন্দার পতির কর ধরিলা সাদরে,
"এ সংসারে সুখী তুমি তুমি ভাগ্যবান
ধন, মান, জ্ঞান, যশ, পুণ্য স্তূপাকার

এই মন্দাকিনী সখে সংসারে তোমার !
প্রতিদ্বন্দী—প্রতিযোগী—চির প্রতারক
আজীবন নরাধম যোগেশ তোমার,
কিন্তু এ অন্তিমকালে ক্ষমি অপরাধ
শৈশবের আলিঙ্গন দেহ একবার”
বলি আলিঙ্গিল স্নেহে যোগেশ তাহায়।
যোগেশের অশ্রুজল মুছায়ে অঞ্চলে
মন্দাকিনী স্নেহভাষে কহিলা তাহায়,
“অমঙ্গল কথা কেন কহিছ যোগেশ
মানব ভ্রমের দাস—সবারি জীবনে
হেন ভ্রম একদিন—হয় সংঘটন।
কিন্তু সে আক্ষেপ আজ কেন অকারণ ?
এস ভাই—গৃহে চল”—বলিয়া আবার
মন্দাকিনী করতল ধরিলা তাহার।
করুণা-স্ফারিত-নেত্রে মন্দাকিনী পানে
চাহিয়া যোগেশ পুনঃ কহিল গম্ভীরে,
“মন্দাকিনী ! বৃথা যত্ন—বৃথা কেন ক্লেশ !
কাহারে ফিরিতে গৃহে কর অনুরোধ ?
যোগেশে ?—কি পরিতাপ ! এখনো মমতা ?
দেখ চেয়ে দেহে মোর—কি আছে ইহায়
দেখিছনা—মৃত্যু-ছায়া ব্যাপ্ত কলেবরে
দেখিছনা—অস্তমান নয়নের তারা

দেখিছনা—নাশারন্ধ্রে বহে প্রাণবায়ু
কি দেখিছ—কি ভাবিছ—ভীত কেন হও ?
হতভাগ্য যোগেশের মরণই মঙ্গল।
কিন্তু এই ক্ষোভ মম—মমতা তোমার
বহু বিলম্বেতে চিত্তে ঢালিলে আমার।
দেবী অবতীর্ণা সমা ভাবিতাম তোমা
অহৃদী পাষাণী বলি ছিল কিন্তু জ্ঞান।
আজ বুঝিলাম দেবী—পাষাণ প্রতিমা
কিন্তু অন্তঃশীলাবাহী সে হৃদে করুণা।
মন্দাকিনী! এই জ্যোতি! দিনকত আগে
বিতরিতে যদি মম দগধ জীবনে
এভাবে যোগেশ আজ ত্যজিতনা প্রাণ!
যাও এবে—গৃহে যাও—নাহি প্রয়োজন
পাপাত্মার তরে ক্লেশ সহি অকারণ।
পতিসুখে আজীবন হ'ও সোহাগিনী
যোগেশের শেষ আশা এই মন্দাকিনী।
আমি চলিলাম—কিন্তু চলিলাম কোথা!
অহো ভবিষ্যৎ মম গাঢ় অন্ধকার।”
বলিয়া যোগেশ মুছি নয়নের জল
অবনত করি মুখ মুদিলা নয়ন
“যোগেশ—যোগেশ” বলি কাতর বচনে
শিহরিয়া মন্দাকিনী করিলা চীৎকার।

যোগেশ নীরবে রহি ক্ষণকাল তরে
ধীরে ধীরে পাংশু-বর্ণ নয়ন খুলিল।
কর সঞ্চালিয়া ধীরে মন্দাকিনী প্রতি
করিলা ইঙ্গিত তায় হইতে অন্তর
গদ গদ কণ্ঠে মন্দা কহিলা তখন
"যোগেশ! নর্ম্মদা তব—ভবেশ তোমার"—
"আর কেন মন্দাকিনী" বলিয়া যোগেশ
নিরখিল তার পানে নিষ্প্রভ নয়নে।
তর্জ্জনী নির্দ্দেশি শেষে দেখাইলা দূরে
ধূমাকার প্রেতমূর্ত্তি। নিরখি সে ছায়া
সকলে বিস্ময়-নেত্রে রহিলা চাহিয়া।
সভয়ে ফিরায়ে আঁখি যোগেশের পানে
দেখিলা যখন চাহি—যোগেশ তখন
বেষ্টিয়া হৃদয়ে বাহু সহাস্য বদনে
বসেছিলা স্থির দৃষ্টে মন্দাকিনী পানে।
স্থির নয়নের তারা ক্রমে যোগেশের
বিন্দু বিন্দু জ্যোতিঃ হীন হইতে লাগিল।
ক্রমে স্থির নেত্র তারা হইয়া চঞ্চল
নয়নের দুই কোলে ঢলিয়া পড়িল।
অধরের ক্ষীণ হাসি গেল শুকাইয়া
চাহি মন্দাকিনী পানে হাসিতে হাসিতে
যোগেশ ত্যজিলা চির হতাশ জীবন!

প্রেতমূর্ত্তি, যোগেশের বিকৃত বদনে
বারেক স্থাপিয়া কর গেল মিলাইয়া।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ "যোগেশ!" বলিয়া
মন্দাকিনী প্রাণ শূন্য দেহ পানে তার
স্থির দৃষ্টে কতক্ষণ রহিলা চাহিয়া।
পতি তার মৃতদেহ পারশে বসিয়া
শবের অবশ কর ধরি করযুগে
কাঁদিলা কাতর স্বরে সম্বোধি যোগেশে।
মুছিয়া নয়ন জল চলিলা ভৈরবী
ভৈরব পর্ব্বতে তার নিভৃত মন্দিরে।
অবশেষে মন্দাকিনী ত্যজি গাঢ় শ্বাস
ধরিয়া পতির কর তুলিলা তাহায়।
পতিপত্নী দুইজনে ধরাধরি করি
শৈল হ'তে নামাইলা যোগেশের দেহ।
অনুচরগণে ডাকি কহিলা রচিতে
সাগর সৈকতে চিতা—শেষে দুই জনে
যোগেশের মৃতদেহ ধরাধরি করি
জ্বলন্ত চিতার বক্ষে করিলা স্থাপন।
প্রজ্জ্বলিত তৃণগুচ্ছ স্বহস্তে করিয়া
মন্দাকিনী দিলা বহ্নি যোগেশের মুখে।
হুহু শব্দে বহ্নি শিখা উঠিল জ্বলিয়া
আরক্তিয়া সিন্ধুনীর ভৈরব শিখর,

আরক্তিয়া শূন্যদেশ সৈকত ভূমির।
নির্নিমিষে মন্দাকিনী রহিলা চাহিয়া
হাস্যময়ী চিতাবক্ষে যোগেশের পানে।
অকূল জলধি তীরে—মন্দার সম্মুখে
চিতায় হইল ভস্ম যোগেশের দেহ।
স্বহস্তে সাগর হ'তে কলসি করিয়া
তুলিয়া সলিল মন্দা ঢালিল চিতায়।
নির্ব্বাপিত চিতানল হইল যখন
কলসি ফেলিয়া দূরে,—পতির হৃদয়ে
চাপিয়া বদন মন্দা কহিলা কাঁদিয়া
"চিতা যে নিবিল নাথ!"—এই সে প্রথম
যোগেশের তরে মন্দা অশ্রু বিসর্জ্জিলা।
"চিতা যে নিবিল নাথ!" বলিয়া আবার
মন্দাকিনী উচ্চৈঃস্বরে করিলা রোদন।
অবশেষে ধীরে ধীরে তুলিয়া বদন
জিজ্ঞাসিল "প্রাণেশ্বর এই প্রত্যাখ্যানে
হবে কোন পরিণাম আমার কপালে?
এত যে সহিলা ক্লেশ অভাগা যোগেশ
সে শুধু এ পাষাণীর নির্দ্দয় আচারে।
একটি নিষ্ঠুর বাক্যে এই পাষাণীর
যোগেশ ত্যজিলা প্রাণ এযন্ত্রণা সহি।
সবি অবগত তুমি—বল এবে নাথ

এই প্রত্যাখ্যানে মম আছে কোন্ পাপ ?
আছে যদি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিবা ?"
"মন্দাকিনী !" পতি তার কহিলা গম্ভীরে
নারীর সতীত্বে যদি, থাকে ধর্ম্ম কোন
সতী কি সাবিত্রী হ'তে তুমি পুণ্যশীলা।
কিন্তু হেন প্রত্যাখানে আছে কি না পাপ,
ক্ষুদ্র মানবের তাহা জ্ঞানের অতীত।
সহসা অদূর হ'তে মধুর ঝঙ্কারে
উঠিল করুণ গীত শূন্য ভাসাইয়া।
পতির হৃদয় হ'তে ধীরে তুলি শির
সজল নয়নে মন্দা দেখিলা চাহিয়া,
হেরিলা গিরি-শিখরে বসি একাকিনী
ভৈরবী বিষাদভরে গাহিছে সংঙ্গীত।

সংঙ্গীত

প্রেমের বালাই লয়ে মরিতে কি সুখোদয় !
হৃদয়েরি ধন যদি অন্তিমে সমুখে রয় !
নয়নে পিপাসা ঝরে, পরাণ উথলে স্বরে,
যেন ছাড়াইয়া পড়ে হতাশ হৃদয় !
আজন্ম রোদন করি, যে প্রাণ দেখাতে নারি,
শিব-নেত্রে সেই প্রাণ ভাসিয়া বেড়ায় !

---

* রাগিণী সোহিনী—তাল চিমে তেতালা।

ক্ষেদ মাত্র এই রয়, মরণে আশা ফুরায়,
নহিলে মরণে হেন, শতবার সাধ হয়।
হায়রে দারুণ বিধি, এমন প্রণয় নিধি,
কেন ঢাল পূর্ণ করি হতাশ হৃদয়।

হেথায় নর্ম্মদা একা নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে
বসেছিলা সেই প্রাতে চিন্তাকুল মনে।
কত চিন্তা কত ভয় কতই বাসনা
জাগিতে নিবিতে ছিল অন্তরে তাহার।
আনমনে তুলি কর স্থাপিতে ললাটে
শিঁথির সিন্দুর রেখা মুছিল তাহায়।
নিরখিতে অধঃপানে করতলে তার
পড়িল নয়ন যেই—হেরিলা **সিন্দুর**।
শিহরিত কলেবরে ছুটিয়া নর্ম্মদা
গেলা দর্পণের কাছে—হেরিলা ললাটে
চির যতনের তার সিন্দুরের রেখা,
হতাশ জীবনে তার শুধুই সান্ত্বনা,
পতিসুখ-বিরহিত অদৃষ্টে তাহার,
সধবার একমাত্র যে চিহ্ন আছিল
অযতনে আজ তাহা আপনি মুছিল।
"হতভাগিনীর ভাগ্য ভেঙেছে নিশ্চয়"
কহিয়া চীৎকার করি পড়িলা ভূতলে।
উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া এমন সময়ে

অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি কক্ষে প্রবেশিল।
তুষারের মত তার অঙ্গের বরণ
হীরন্ময় দ্যুতি তায় পড়িছে ঝরিয়া,
কি এক গভীর গন্ধে অঙ্গ সুরভিত
প্রবেশিতে পূর্ণ হৈল কক্ষঃ সে সৌরভে।
অশ্রু বিগলিত নেত্রে চাহিলা নর্ম্মদা
হেরিলা সম্মুখে সেই রমণী আকৃতি।
মেঘে চন্দ্র-করে যেন একত্রে মিশিয়া
সেই স্বপ্নময় দেহ হয়েছে উদ্ভব।
আছে অঙ্গ—আছে মূর্ত্তি—কিন্তু যেন তায়
নাহি সত্ত্বা শরীরের—শুধুই কিরণ
শুন্যময় দেহে তার উঠিছে উথলি।
স্ফাটিকের স্তম্ভ মত মনোহর বাহু
প্রসারিয়া নর্ম্মদারে কহিলা অমরী।
"আইস নর্ম্মদে! মর্ত্ত নহে তব স্থান
নন্দন কানন হ'তে মনোহরতর
অভিনব লতা কুঞ্জ স্বহস্তে ইন্দ্রানী
সৃজিছেন দেবলোকে তোমার কারণ।
সতীর কঠোর ব্রত পালিলা যতনে
অমরার অধীশ্বরী প্রসন্না সে হেতু।"
বলিয়া দক্ষিণ কর কৈলা প্রসারিত
নর্ম্মদার করতল করিতে ধারণ।

ভয়-বিহ্বলিত স্বরে কাঁদিয়া নর্ম্মদা
জিজ্ঞাসিলা, "কিন্তু কোথা প্রাণেশ আমার?"
"প্রাণেশ তোমার!" দেবী কহিলা গম্ভীরে
"মুহূর্ত্তেক পরে আর ত্যজিবে জীবন।
সতীর বৈধব্য নাই—নারীকূলে যেই
সতীর কঠোর ব্রত পালে সযতনে
বৈধব্য তাহার নাহি হয় সংঘটন।
সেই হেতু পতি তব না ত্যজিতে প্রাণ
এসেছি লইতে তোমা শচীর আদেশে।
আইস সত্বর—পতি এখনি তোমার
ত্যজিবেন প্রাণ তাঁর—আইস নর্ম্মদে।"
বলিয়া ধরিলা দেবী নর্ম্মদার কর,
প্রাণ-শূন্য দেহখানি অমনি তাহার
ঢলিয়া পড়িল ভূমে ছিন্ন লতা প্রায়।
আযৌবন পতি পদ পূজিতে পূজিতে,
আযৌবন সহি ক্লেশ পতি অনাদরে,
অন্তিম জীবনে স্মরি পতির চরণ,
নর্ম্মদা ত্যজিলা প্রাণ নবীন যৌবনে

হোথা শূন্যে যোগেশের আত্মা ছায়াময়
ভেদিয়া জলদমালা হইছে উত্থিত,
বাম করে মৃত্যুচর ধরি বাম কর
উঠিতেছে শূন্যপথে ধূম শিখা মত।

তাহার অনতি ঊর্দ্ধে আত্মা নর্ম্মদার
ধরি অমরীর কর উঠিতেছে শূন্যে।
বিদ্যুত প্রতিম রশ্মি অঙ্গ হ'তে তার
ঝরিয়া সে শূন্য পথ উঠিছে উজলি।
মৃত্যুচর যোগেশের আত্মারে ডাকিয়া
দেখাইলা ঊর্দ্ধপানে তুলিয়া অঙ্গুলি।
নিরখিয়া ঊর্দ্ধপানে বিস্ময়ে যোগেশ
কহিলা কাতরে—"ওযে মূর্ত্তি নর্ম্মদার
ও কবে ত্যজিল প্রাণ—ও চলেছে কোথা ?
গম্ভীর বচনে আত্মা কহিলা তখন
"নর্ম্মদা মানবী-কূলে সতী স্বরূপিনী
আজীবন তুমি তায় করিলে উপেক্ষা
কিন্তু মুহূর্ত্তের তরে ভ্রমেও নর্ম্মদা
অভক্তি তোমায় নাহি করিলা জীবনে।
দেব অবতার ভাবি—চির দিন ধরি
সংসারের সুখ দুঃখ হইয়া বিস্মৃত,
পূজিয়াছে আজীবন অন্তরে তোমায়।
এ হেন সতীর ভাগ্যে ঘটেনা বৈধব্য,
তাই তব নির্ব্বানের মুহূর্ত্তেক আগে
পাঠাইলা সুরেশ্বরী নিজ সহচরী
লইতে উহায় স্বর্গে—**সতী কুঞ্জধামে।**
"নর্ম্মদে! নর্ম্মদে!" বলি কাতর বচনে

যোগেশ ডাকিল উচ্চে—প্রতিধ্বনি তার
শূন্যধাম ভাসাইয়া হৈল প্রবাহিত।
অধোদেশে নেত্রপাত করিয়া নর্ম্মদা
হেরিলা প্রাণেশ তার উঠিছে পশ্চাতে।
"প্রাণেশ! প্রাণেশ!" বলি কাতর বচনে
নর্ম্মদা চীৎকার করি ডাকিলা যোগেশে।
যোগেশ ডাকিলা পুনঃ **"নর্ম্মদে! নর্ম্মদে!**
সেই দুই সম্বোধনে শূন্য উথলিল।
এ ডাকে **"নর্ম্মদে!"** বলি কাতর বচনে
ও ডাকে **"প্রাণেশ!"** বলি সকরুণ স্বরে।
ডাকিতে ডাকিতে দুই মূর্ত্তি ছায়াময়
গেল শূন্যে মিশাইয়া—কিন্তু দুজনার
সকরুণ সম্বোধন **নর্ম্মদে! প্রাণেশ!**
গগনের শূন্য বক্ষে ভাসিতে লাগিল।

মঞ্চস্থিতা রমণীর গলে পরাইলা।
অমনি সে নারীদল বেষ্টি পুষ্প মঞ্চ
আনন্দ লহরী তুলি নৃত্য আরম্ভিলা।
নিরস্ত হইলে সবে কতক্ষণ পরে,
যে রমণী গলদেশে পারাইলা স্রজ
অগ্রসরি সুমধুর বচনে কহিলা।
"আমি সুরেশ্বরী সতী! সতীত্বে তোমার
প্রীত হ'য়ে আনিয়াছি তোমারে এস্থানে।
সতীকুঞ্জধাম ইহা—প্রসিদ্ধ ত্রিদিবে।
তোমার আবাস কুঞ্জ আমি নিজ হস্তে
সৃজিয়াছি নন্দনের ব্রততী বাছিয়া।
সতীকুলে কেহ নাই তোমার মতন
এত দৃঢ়পতিভক্তি দেখাইলা লোকে,।
পরিত্যক্তা সতীনারী ভ্রমেও বারেক
নিন্দে প্রাণেশেরে তার—কিন্তু তুমি সতী
এত যে নিষ্ঠুর সেই আছিল যোগেশ
অচল অটল বক্ষে পূজিয়াছ তায়,
সুখে দুঃখে সমভাবে; সেই হেতু তোমা
করিলাম অধীশ্বরি এ সতী কুঞ্জের।
এ রমণী দল তব হৈলা সহচরী
ইঁহারাও মর্ত্তধামে ছিলা সতীনারী,
সতী সঙ্গে সতীকুঞ্জে অনন্ত সন্তোষে

রহ এবে” বলি দেবী আশীষিলা তায়।
মঞ্চ হ'তে অবরোহি নমিলা সে নারী
সুরেশ্বরী পদযুগে, পুনঃ আশীষিয়া
চলিগেলা সুরেশ্বরী; অমনি আনন্দে
সতীগণ পুষ্প মঞ্চ করিয়া বেষ্টন
মধুর সঙ্গীত তুলি আরম্ভিলা গীত।
বিষাক্ত দংশন ভুলি উঠিয়া যোগেশ
ডাকিল চীৎকার করি ‘নর্ম্মদে নর্ম্মদে’।
কিন্তু কি বিষাদ! সেই করুণ বিলাপ
পশিলনা নর্ম্মদার শ্রবণ বিবরে।
হাস্য বিকসিত মুখে পুষ্পামঞ্চে বসি
নর্ম্মদা দেখিতেছিল সতী কুঞ্জ শোভা।
বারম্বার সেইরূপ কাতর চীৎকারে
ডাকিলা যোগেশ, কিন্তু একটি বচন
পশিলনা নর্ম্মদার শ্রবণের মূলে।
ক্ষণকাল পরে সব সহচরী মেলি
নামাইয়া নর্ম্মদায় পুষ্পমঞ্চ হ'তে
মধুর সঙ্গীত গাই গেলা স্থানান্তরে।

সংঙ্গীত।

ভূতলে ছিলাম দুখিনী রমণী
নাবাসিল পতি কখন ভাল,
দারুণ বিরহে দিবস রজনী

দহিয়া দহিয়া জীবন গেল।
আজি সতী মোরা ত্রিদিব পূজিতা,
সতী কুঞ্জধামে সতী সঙ্গে রই,
বিরহ নৈরাশ নাহি কোন ব্যথা,
সদত আমরা আনন্দ মই।
পতির বিরহে পতি অনাদরে
ভূতলে যখন কাঁদিত মন
উদ্দেশে তখন দগধ অন্তরে
ধরিতাম চাপি পতি চরণ।
ঘুচিত ভাবনা নিবিত যন্ত্রণা
ভক্তির প্রবাহে ভাসিত মন।
পরিত্যক্তা হৃদে পতির অর্চ্চণা
ক্ষত মর্ম্মস্থলে ঔষধি লেপন।
না হ'লে দুখিনী বুঝেকি কখন
পতিভক্তি কিবা পতি কি ধন
পতি অযতনে না পে'লে বেদন
বুঝেকি রমণী সতীত্ব রতন।

পূর্ণকোরস্।

ভূতলে ছিলাম দুখিনী রমণী
না বাসিল পতি কখন ভাল
দারুণ বিরহে দিবস রজনী
দহিয়া দহিয়া জীবন গেল।

আজি সতী মোরা ত্রিদিব পূজিতা,
সতীকুঞ্জধামে সতী সঙ্গে রই
বিরহ নৈরাশ নাহি কোন ব্যথা,
সদত আমরা আনন্দময়ী।

তদবধি যোগেশের অধরে কেবল
নর্ম্মদে নর্ম্মদে শব্দ হৈত অবিরত।
কিন্তু কভু না শুনিলা নর্ম্মদা সে রব,
বিপুল আনন্দে সেই সতীকুঞ্জধামে
যোগেশেয় দৃষ্টি পথে ভ্রমিত নর্ম্মদা।

সমাপ্ত।